মণিকুণ্ডল

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯

প্রকাশক : ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
শ্রীঅজিত কুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ : রবীন দত্ত

দাম : সাত টাকা

বছর চারেক আগের কথা।

সেবারে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝিই কলকাতা শহরে এমন প্রচণ্ড গরম পড়েছিল যে বাইরে একটু বেরুলেই মনে হত যেন গা হাত ঝলসে গেল। হাওয়াতে যেন একটা আগুনের ঝাপটা। বেলা দশটার পরই বাড়ির বাইরে বের হয় কার সাধ্য।

কিরীটীকে বলে বলে হয়রান হয়েই শেষ পর্যন্ত এবং কিছুতেই তার দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে কৃষ্ণা একাই চলে গিয়েছিল মাস খানেকের জন্য অনেক বছর পরে কলম্বোতে তার দূর সম্পর্কীয় এক কাকার কাছে। কৃষ্ণার কাকা রুস্তমজী বহুবার সাদর সস্নেহ আহ্বান জানিয়েছেন কৃষ্ণা ও কিরীটীকে তার ওখানে একটিবার দিনকয়েকের জন্য আসতে। কিন্তু কিরীটীর মত করাতে পারেনি বলে কৃষ্ণারও শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি।

সেবারেও প্রত্যেকবারের মত রুস্তমজী ওদের তার ওখানে যাবার জন্য যখন চিঠি লিখলেন এবং সেবারে একটু অভিমান করেই কৃষ্ণা কিরীটীকে বললে, চল না কাকার ওখান থেকে ঘুরে আসি কিছু দিনের জন্য। তার কাছে একটিবার যাবার জন্য বারে বারে কাকা আমাদের অমন করে লিখছেন—বুড়ো হয়েছেন আর কয়দিনই বা বাঁচবেন। কিরীটী মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিল, তুমি যাও না।

আমি।

কিরীটী কিছুদিন ধরেই কি সব জুয়েলস সম্পর্কে নানা ধরনের বই ঘাঁটাঘাঁটি করছিল, তখনও একটা বই হাতে ছিল, বললে, হ্যাঁ—

কেন তুমি?

আমার মানে ঠিক কোথাও এখন যেতে ইচ্ছা করচে না।

তবু কৃষ্ণা বললে, চল না এই গরমে সমুদ্রের ধারে বেশ লাগবে।

নোনা হাওয়াটা আমার তেমন আবার সহ্য হয় না—

যাবে না তাহলে—

লক্ষ্মীটি প্লিজ—তুমিই যাও—

কৃষ্ণা শেষ পর্যন্ত কিছুটা অভিমান করেই একা একদিন প্লেনে উঠে বসল।

কৃষ্ণা চলে যাবার দিন দুই পরে সকাল বেলাতেই কিরীটীর ওখানে গিয়ে হাজির হলাম—দিনটা আড্ডা দিয়ে কাটাবো বলে। বেলা তখন প্রায় দুটো হবে।

বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করে আগুনের হলকা যেন বাতাসে। ঘরের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করে ফ্যানটা চালিয়ে স্বল্প আলো আধারীতে আমি সোফার উপরে শুয়ে ছিলাম আর কিরীটী একটা ছোট টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে জুয়েলস সম্পর্কে কি একটা বই পড়ছিল।

বললাম, কৃষ্ণা কবে গেল কলম্বো।

কিরীটী বললে, দিন দুই হলো।

তুই গেলি না যে!

দূর—এই বেশ আছি—ছোটাছুটি আর ভাল লাগে না।

তা অত কি মনোযোগ দিয়ে পড়ছিস?

পড়ছি সব বিচিত্র মণিমুক্তা হীরা প্রবালের কাহিনী। সত্যি খুব interesting—বলতে বলতে আবার সে তার পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে যেন ডুবে গেল।

জংলী এসে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল, হাতে তার ট্রেতে দুগ্লাস কচি আমের ঠাণ্ডা শরবৎ—

শরবৎ এনেছিস জংলী।

জী।

ভাল না হলে কিন্তু গাঁট্টা খাবি—বললাম আমি।

ঠিক ঐ সময় নীচে সদরের কলিং বেলটা ডিং ডং শব্দে বার দুই থেকে থেকে বেজে উঠলো।

কে এল আবার এই গরমে—এই দুপুর রোদে। আমিই শরবতের গ্লাসটা নিতে নিতে বললাম।

কিরীটী কোন উচ্চবাচ্য করলো না। বইয়ের পাতার মধ্যে তার অখণ্ড মনোযোগ। মনে হলো না এতটুকুও ব্যাঘাত ঘটিয়েছে ঐ কলিং বেলের ডিং ডং শব্দ।

আবার বেলটা বেজে উঠলো, ডিং ডং। থেকে থেকে দুবার।

ঠাকুর নেই নীচে জংলী। আমিই শুধাই এবার, কে যেন কলিং বেল বাজাচ্ছে।

না- দেখি সে এইমাত্র বের হয়ে গেল। জংলী কথাটা বলতে বলতে হাতের ট্রেটা আমাদের সামনে নামিয়ে রেখে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আমি একটা শরবতের গেলাস তুলে নিলাম। কিরীটী কিন্তু যেমন তার হাতের বইয়ের পাতার মধ্যে ডুবে ছিল তেমনই রইলো। ডিং ডং বেলের আওয়াজ বা আমাদের কথাবার্তার সামান্যতম অংশও যে কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে তার দিকে তাকিয়ে তা মনে হলো না। একটু পরেই জংলী ফিরে এল।

বাবুজী!

কে রে জংলী! প্রশ্নটা করলাম আমিই।

বোরখা পরা একজন মেয়েছেলে। জংলী বললে।

কিরীটীর দিকে তাকিয়ে এবারে ওকে ডাকলাম, কিরীটী—এই—

উঁ।

তোর সঙ্গে বোধহয় কেউ দেখা করতে চায়!

ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত করে এবারে আমার মুখের দিকে তাকাল কিরীটী। চোখে মুখে তার স্পষ্ট একটা বিরক্তির ভাব যেন।

জংলী আবার বললে, কোন বড় ঘরের মেয়েছেলে বলে মনে হলো বাবুজী!

কি চায়? কিরীটীই এবারে একটু যেন বিরক্তিভরা কণ্ঠেই প্রশ্ন করে।

তা জানি না তবে বললেন, আপনার সঙ্গেই দেখা করতে চায়। কি সব নাকি দরকার।

বলে দে এখন দেখা হবে না। আমি নেই—

আমি যে বলে এলাম আপনি আছেন—জংলী কাঁচু মাচু মুখ করে বললে অপরাধীর মত।

বেশ করেছ ভূত কোথাকার।

এই দুপুর রৌদ্রে এই গরমে যখন এসেছেন ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই খুব প্রয়োজনেই এসেছেন তোর কাছে—এই ঘরেই ডেকে নিয়ে আসুক কি বলিস।

অসময়ে যত সব ঝুট ঝামেলা! কিরীটী বইটা বন্ধ করতে করতে বললে।

যা জংলী এই ঘরেই নিয়ে আয়, বললাম আমি।

জংলী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মিনিট পাঁচেক বাদে এক ঝলক মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় অন্ধকার ঘরের মধ্যে যিনি জংলীর পিছনে পিছনে এসে পদার্পণ করলেন, তার বয়স কত, কি রকম দেখতে কিছু না বোঝা গেলেও কালো দামী রেশমী বোরখার অন্তরাল থেকে ও পায়ের দামী পাদুকা থেকে ও পরিধেয় শাড়ির সাচ্চা দামী জরির পাড় থেকেই যেটুকু বোঝা গেল তা হচ্ছে আগন্তুক মহিলা যেই হোক না কেন, কোন বড় ও ধনী ঘরের ঘরণী।

মহিলা ঘরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। একটু যেন ইতস্তত সংকোচের ভাব।

বললাম, বসুন—কিরীটী কথা বললো না দেখে আমাকেই বলতে হলো কথাটা।

আগন্তুক বোরখা পরিহিতা মহিলা এগিয়ে গিয়ে একটা সোফায় বসলেন।

জংলী আলোটা জ্বেলে দে। বললাম আমি।

কিন্তু আমার কথায় বাধা দিলেন আগন্তুক মহিলা। না না—আলোর কোন দরকার নেই—এই বেশ আছে।

সুরেলা ও মিষ্টি গলা! শুধু তাই নয় গলার স্বর ও সামান্য উচ্চারিত দুটি কথার মধ্য দিয়েই যেন একটা সংস্কৃতি ও আভিজাত্য প্রকাশ পেল।

কিরীটী একটু থেমে বলল, ঠিক আছে তুই যা জংলী। কিরীটীর নির্দেশে জংলী ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আমি মিঃ কিরীটী রায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই—মহিলা বললেন এবার একটু যেন দ্বিধান্বিত ভাবেই।

আমি মিঃ রায় বলুন—কিরীটী বললে।

ভদ্রমহিলা যেন তবু একটু ইতস্তত করেন, মনে হলো ঘরের মধ্যে আমার উপস্থিতিই হয়ত তার কারণ।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কিরীটী বলল, ও সুব্রত—আমার একান্ত পরিজন নিশ্চিন্তে আপনি ওর সামনে যা বলবার আপনার বলতে পারেন।

আমি আপনার কাছে এসেছিলাম মিঃ রায় একটু বিশেষ দরকারে।

বলুন।

মিঃ রায়, আমি বিশেষ একটা বিপদে পড়েই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি—

কিন্তু আপনার পরিচয়টা ত এখনো জানতে পারিনি—আপনি কোথা থেকে আসছেন—

পরিচয় দেবার মত অবশ্যি বিশেষ কিছুই নেই—বলতে বলতে ভদ্রমহিলা তার মুখের সামনের বোরখার কাটা অংশটা হাত দিয়ে তুলে মাথার উপরে ফেলে দিলেন। আবছা আলো অন্ধকার হলেও বুঝতে কষ্ট হলো না মহিলা যেই হোন না কেন এবং বর্তমানে অন্তত বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি হলেও যৌবন কালে তিনি সত্যিই অপরূপ সুন্দরী ছিলেন।

সত্যিই অপরূপ সুন্দর মুখখানি। সামান্য একটু লম্বাটে ধরনের গড়ন মুখের। টানা টানা দুটি সুর্মা আঁকা চোখ। চোখে মুখে পাতলা প্রসাধনের প্রলেপ। গলায় একটা দামী মুক্তার মালা। পরনের শাড়িটার জমীন কালো.

আমাকে আপনারা বেগম জেরিনা বলেই জানবেন। আমার স্বামী আজো নামে নবাব সাহেব হলেও এবং এক কালে প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী থাকলেও এখন আর বলতে গেলে দিল্লী হায়দারাবাদ ও কলকাতা শহরে খান পাঁচেক বড় বড় বাড়ি ছাড়া বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই। হ্যাঁ আর একটা কথাও বলা দরকার—গোটা পাঁচেক ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া আছে আমার স্বামীর।

'আপনার স্বামী কোথাকার নবাব? কি নাম বলুন ত।

বললাম ত নবাবী অনেক দিনই নীলাম উঠেছে এখন ঐ নামটুকুও মানে ঐ খেতাবটুকুই নামের লেজুড় হিসাবে অবশিষ্ট আছে তাই কোথাকার নবাব ছিলেন সে কথা জেনেই বা কি হবে।

বোঝা গেল ভদ্রমহিলা কেবল যে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী তাই নয় নিজের সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। কথাও ঠিক যতটুকু বলার তার বেশী মুখ খুলবেন না উনি। এবং স্বামীর পরিচয়টাও দিতে ইচ্ছুক নন।

কিরীটী ওর দিকে তাকিয়ে এবারে মনে হলো যেন মৃদু হাসলো।

॥ ২ ॥

বেশ, কিরটী বললে, অতঃপর তাহলে বলুন কি জন্য আমার কাছে এসেছেন।

হ্যাঁ সেই ভাল। তারপর একটু থেমে একটু যেন মনে মনে ভেবে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বেগম সাহেবা বললেন, বুঝতেই পারছেন বোধহয় ব্যাপারটা আমি গোপন রাখতে চাই। এমন কি আমি যে এখানে এসেছি, আপনার সাহায্যপ্রার্থী হয়েছি সে কথাটাও যেন আমার স্বামী ঘূণাক্ষরে জানতে না পারেন বা বুঝতে পারেন—

বেশ। তাই হবে—বলুন—

কথাটা তাহলে গোড়া থেকেই বলি—আমার যিনি শাশুড়ির শাশুড়ি ছিলেন তিনি ছিলেন হিন্দুর ঘরের ব্রাহ্মণের কন্যা—অর্থাৎ নবাব সাহেবের পিতামহী ছিলেন হিন্দু। ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে ভালবেসে তিনি তার সমাজ ধর্ম ঘর সব ছেড়ে চলে এসেছিলেন একদিন। শুনেছি তার নাম অর্থাৎ হিন্দু নাম ছিল মহালক্ষ্মী এবং বিবাহের পরও সে নাম তিনি বর্জন করেননি—বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েছিলেন বেগম আলী।

বেগম সাহেবের গলার স্বরটি ভারি মিষ্টি আগেই বলেছি। বলার ভঙ্গিটিও ভারী সুন্দর, দেখলাম কেবল আমিই নই কিরীটীও যেন গভীর আগ্রহে শুনছে ওর কথা। ওর মুখের ক্ষণপূর্বে বিরক্তির ভাবটা যেন চলে গিয়েছে। বরং সে জায়গায় চোখে মুখে তার একটা চাপা আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে।

বেগম সাহেবা ঐ পর্যন্ত বলে একটু থেমে মৃদু হেসে বললেন, অতীতের কথাটা এই জন্য সামান্য বললাম যে এবারে যা বলবো অতীতের ঐ ব্যাপারটুকু পূর্বাহ্নে আপনার জানা থাকলে আমার

বর্তমান উদ্বেগের ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হবে না। আগেই বলেছি বিশেষ একটা ব্যাপারে সাহায্যপ্রার্থী হয়েই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি সেটা হচ্ছে একজোড়া মণিকুণ্ডল।

মণিকুণ্ডল? কিরীটী অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বললে।

হ্যাঁ—ওটা ছিল বেগম আলীর। বিবাহের পর পাঁচ সাত বছরেও যখন তাদের কোন সন্তানাদি হলো না তখন সন্তান কামনায় একবার তিনি আর তার স্বামী নবাব ফকিরুদ্দীন আলী আগ্রার ফতেপুর সিক্রীতে বেড়াতে গিয়ে এক ফকির সাহেবের কাছ থেকে এক জোড়া কুণ্ডল আশীর্বাদ হিসাবে পান। কুণ্ডল জোড়া ছিল সামান্য সরু তামার তৈরী—পরে সেটা নবাব সাহেব অর্থাৎ সেই তামার কুণ্ডল জোড়া সোনা দিয়ে মুড়িয়ে বারটা বারটা ছোট ছোট হীরা বসিয়ে বেগমকে দিয়েছিলেন। কারণ ফকির সাহেব বলেছিলেন, ঐ কুণ্ডল জোড়া পরলে সন্তান হবেই এবং যত দিন কোন নারীর কর্ণভূষণ হয়ে থাকবে ততদিন সে থাকবে স্বামী সোহাগিনী এবং স্বামী কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় পতিত হবে না।

সেই থেকেই আমার স্বামীর বংশে রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল তার বেগমরা ঐ কর্ণভূষণ সর্বদা কর্ণে ধারণ করে থাকবেন।

বেগমসাহেবা ঐ পর্যন্ত বলে থামলেন।

কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বললে, মনে হচ্ছে আপনার কথা শুনে বেগম সাহেবা সেই মণিকুণ্ডল আপনার খোয়া গিয়েছে—তাই নয় কি?

সঙ্গে সঙ্গে বেগম সাহেবা কিরীটীর প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। ঠোঁট দুটি তার বার দুই বেশ কেঁপে উঠলো কেবল আর দু'চোখের মণি দুটো যেন অশ্রুতে ছল ছল করে উঠলো। রুদ্ধগলায় বেগম বললেন, হ্যাঁ রায় সাহেব! তবে সেই কুণ্ডল জোড়া ঠিক খোয়া যায় নি—

তবে?

চুরি হয়ে গিয়েছে।

চুরি।

হ্যাঁ—

কুণ্ডল জোড়া অবশ্যই মনে হচ্ছে সর্বক্ষণই আপনার কানেই থাকত, তাই নয় কি!

হ্যাঁ—

তবে? তবে খোয়া গেল কি করে?

জানি না কি করে কি ঘটলো। দিন কুড়ি আগে এক প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করে গোসলখানায় যাচ্ছি। আমার দাসী মরিয়ম আমায় বললে, বেগম সাহেবা আপনার কুণ্ডল? তাড়াতাড়ি কানে হাত দিলাম, দেখলাম কানে কুণ্ডল নেই। তোলপাড় করে তারপর বিছানাপত্র সারা বাড়ি খোঁজা হলো কিন্তু কুণ্ডল জোড়া আর খুঁজে পেলাম না। আজ পর্যন্ত পাইনি—

যেদিন সকালে আপনি জানতে পারলেন আপনার কানে কুণ্ডল জোড়া নেই তার আগের রাত্রে আপনার ঠিক কি মনে আছে কুণ্ডল জোড়া আপনার কানেই ছিল শয়নের পূর্বে?

হ্যা—স্পষ্ট মনে আছে। তবে—

তবে?

আগের রাত্রে আমাদের গৃহে খানাপিনা ছিল। কিছু মেহেমান এসেছিল। রাত্রে যখন খানাপিনার পর শুতে যাই দু'চোখ আমার ঘুমে যেন জড়িয়ে আসছিল। সাধারণত আমি রাত বারটা সাড়ে বারটার আগে ঘুমাই না, কিন্তু সে রাত্রে সাড়ে দশটা না বাজতে বাজতেই ঘুমে যেন আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম।

কিছুটা বুঝতে পারছি। কিরীটী বললে—তারপর?

কি বুঝতে পারছেন?

কোন কিছু খাইয়ে হয়ত আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার কান থেকে ঐ কুণ্ডল কেউ চুরি করে নিয়েছে—

কিন্তু—

কি।

আমার শোবার ঘরেও ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ছিল। নিজে আমি দরজা বন্ধ করে প্রত্যহ শুতাম এবং সে রাত্রেও শুয়েছিলাম এবং পরের দিন সকালে মরিয়মের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙার পর দরজা খুলে দিই।

তবু জানবেন যা আপনি বলবেন তা যদি সত্য হয় ত যে করে হোক চোর আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করে আপনার ঘুমের ঘোরেই কাজ হাসিল করেছে। যাক সে ত পরের কথা। আগে একটা কথার জবাব দিন!

বলুন!

ঐ কুণ্ডল চুরির ব্যাপারে কাউকে আপনি কি সন্দেহ করেন!

বেগম সাহেবা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, করি একজনকে কারণ তার ঐ কুণ্ডলের প্রতি বরাবরই লোভ ছিল—

কে?

ছোটি বেগম নুরেন্নেশা।

ছোটি বেগম। তাহলে কি আপনার স্বামীর দুই বেগম। দুই স্ত্রী!

হ্যাঁ। বছর তিনেক হলো নুরেন্নেশাকে তিনি সাদী করেছেন। অবিশ্যি দ্বিতীয়বার সাদী তিনি করতে চাননি কিছুতেই, আমারই পীড়াপিড়িতে সাদী করেন—

কি রকম?

আমার পর পর দুটি সন্তান হয়ে মারা যায় তারপর আর কোন

সন্তান হয়নি তাই দ্বিতীয়বার সাদী করেছেন তিনি। আমারই একান্ত ইচ্ছায়।

ছোটি বেগম কোথায় থাকেন। কিরীটী জিজ্ঞাসা করল।

কিছুদিন আগে পর্যন্তও থাকতেন ঐ বাড়িতে—কিন্তু যে রাত্রে ঘটনাটা ঘটে তার সাত দিন আগে এক মাসের জন্য সে তার আব্বাজানের গৃহে গিয়েছিল।

ওখানে উপস্থিত ছিল না সে রাত্রে সে—

এখন। এখন সে কোথায় আছে? সেখানেই কি।

আমীর আলী য়্যাভিন্নুর বাড়িতে—তার আব্বাজানের কাছে।

কিরীটী অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো তারপর আবার প্রশ্ন করল।

॥ ৩ ॥

বেগম সাহেবা।

কিরীটীর ডাকে উনি ওর দিকে মুখ তুলে তাকালেন, বলুন ?

আপনি ঠিক জানেন যে দিন প্রত্যুষে আপনি আবিষ্কার করলেন যে আপনার মণিকুণ্ডল আপনার কানে নেই তার আগের রাত্রে শুতে যাবার সময় সেটা আপনার কানেই ছিল ?

হ্যাঁ ছিল। একটু আগেই বললাম ত আপনাকে সে কথা।

আপনি একটু আগে বলেছিলেন সে রাত্রে আপনার অত্যন্ত ঘুম পাচ্ছিল।

তা পাচ্ছিল ঠিকই তাহলেও স্পষ্ট আমার মনে আছে কারণ ঘুম পেলেও শোবার আগে জামাকাপড় ছেড়ে যখন শুতে যাই তখনো ছিল সেটা আমার কানে, তাছাড়া ঐ কুণ্ডল সম্পর্কে আমি সর্বক্ষণ অত্যন্ত সচেতন থাকতাম বুঝতেই পারছেন।

আপনি তাহলে ঐ কুণ্ডলের ব্যাপারে ছোটি বেগম সাহেবাকেই সন্দেহ করেন।

সে ছাড়া আর কে নিতে পারে বলুন ?

মৃদুকণ্ঠে এবারে বেগম সাহেবা বললেন, একজনকে করি সন্দেহ।

তার কাছে আছে কিনা কুণ্ডলজোড়া খোঁজ নিয়েছিলেন ?

নিয়েছিলাম কিন্তু—

কেমন করে খোঁজ নিলেন

মরিয়মকে পাঠিয়ে।

মরিয়মকে আপনি নিশ্চয়ই খুব বিশ্বাস করেন।

নিশ্চই করি। তাছাড়া—

বলুন।

কিন্তু সে যদি নাই নেবে তাহলে দশ দিন বাদে ফিরে আসবে বলে এখনো সে ফিরছে না কেন?

তাই কথা ছিল বুঝি।

দিন দশেকের মধ্যে আমায় বলেছিল ফিরে আসবে কিন্তু এক মাসের বেশী হয়ে গেল এখনো সে আসছে না। আর আসবেও না কোন দিন হয়ত—এখন বুঝতে পারছি।

কি করে বুঝলেন!

সন্দেহের আমার আরো কারণ আছে—শুনুন—ঐ কুণ্ডলজোড়া আমার খোয়া যাবার পর থেকেই আমার স্বামীর ব্যবহারের রীতিমত পরিবর্তন দেখছি।

কি রকম!

ছোটি বেগমকে বিয়ে করলেও বেশীর ভাগ রাতেই আমার স্বামী তার নিজের শোবার ঘরেই রাত্রে শুতো। ঐ কুণ্ডল খোয়া যাবার পর থেকেই ক্রমশ ওর ব্যবহারে আমার প্রতি পরিবর্তন হতে শুরু করল। আমার সঙ্গে ভাল কথা বলেন না। দশটা প্রশ্ন করলে একটার জবাব দেন। কথায় কথায় চটে উঠেন। তারপর গত দশ দিন হলো ত তিনি রাত্রে ঐ ছোটি বেগমের ওঁ নই কাটাচ্ছেন। অর্থাৎ আমীর আলী য়্যাভিনুর বাড়িতে সে আছে। আরো একটি ঐ আমীর আলী য়্যাভিনুতেই আমার স্বামীর একটা বাড়ি ছিল এতদিন তার সব তলাগুলোই ভাড়াটে ছিল—তিনতলার ভাড়াটেদের উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে নতুন করে ফ্ল্যাটটা ডিসটেম্পার করে সাজান হচ্ছে, ঐখানেই নাকি ছোটি বেগম আর আমার স্বামী থাকবেন। তারপর একটু থেমে আবার জেরিনা বেগম বললেন, সন্দেহ হওয়ায় আমি ছোটি বেগমের সঙ্গে দেখা করবার ব ঃ চেষ্টা করেছি কিন্তু সে আমার সঙ্গে দেখা করেনি।

কি বলেছে সে ?

বলেছে আমার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। দেখা করবে না সে !

আপনার স্বামী নবাব সাহেব তিনি কি বলেন !

গত দশ দিন ত তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎই হয় না। মিঃ রায় আমার এক বান্ধবীর মুখে শুনেছি আপনি অসাধ্য সাধন করতে পারেন—আমি আর কিছু চাই না দয়া করে আমার কুণ্ডল দুটো উদ্ধার করে দিন যে ইনাম আপনি চান আমি দিতে রাজী আছি—

দেখুন বেগম সাহেবা, আপনার মুখ থেকে সব শুনে এবং যা বললেন—তা যদি সত্যি হয় তাহলে যতদূর মনে হচ্ছে আপাততঃ ব্যাপারটার মধ্যে আর যাই থাক আপনার সেন্টিমেন্টের ব্যাপারটাই বেশী এবং সবটাই একটা সম্পূর্ণ পারিবারিক ব্যাপারের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

আমি কি তবে আপনার সাহায্য পাবো না !

আপনি যা বললেন তা যদি সত্যিই হয়—বললাম ত সাহায্য আপনাকে আমি করবো কথা দিচ্ছি কিন্তু ঠিক কি ভাবে সাহায্য করতে পারবো ও সংযত হব দুটো দিন আমাকে ভেবে দেখতে দিন। আজ বুধবার, শনিবার এই সময় আপনি আসবেন তখন ভেবে দেখা যাবে কতটুকু কি ভাবে আপনার সাহায্যে আমি লাগতে পারি—

কিন্তু—

শুনুন, আপনি হয় ত জানেন না আপনার স্বামী নবাব সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে—নবাব সমশের আলী আপনার স্বামীর নাম তাই নয় কি।

মাথাটা এবারে নীচু করে বেগম সাহেবা বললেন, হ্যাঁ—

কড়েয়া মার্কেটের কাছাকাছি আপনাদের বাড়ি 'রতন মঞ্জিল'।

হ্যাঁ—

আচ্ছা আর একটা কথা।

বলুন ?

আপনার কুণ্ডল দুটো হারানোর কথা বা আপনার সন্দেহের কথা নবাব সাহেবকে আপনি বলেননি ত।

না—

খুব ভাল করেছেন। আপাততঃ বলবেন না দেখা হলেও।

দেখা হবেই না।

মৃদু হেসে কিরীটী বলে, হতেও ত পারে। আপনাদের সম্পর্ক ত দুদিনের নয় কত বছরের বলুন ত! নিশ্চয়ই তাকে আপনার কাছে ফিরে আসতে হবে—আপনার এতবড় ভালবাসা মিথ্যা হবে না—

আসবে না আর সে আমি জানি, বলতে বলতে চোখ দুটো জলে ভরে আসে বেগম সাহেবার—গলাটা রুদ্ধ হয়ে আসে যেন এবং রুদ্ধ গলায় বলেন, ছোটি বেগমের সঙ্গে ত ইচ্ছা করেই আমি আমার স্বামীর সাদী দিয়েছি—আমার বয়স হয়ে গিয়েছে তার বয়স অল্প—পুরুষের মন ঐ দিকেই ঝুঁকবে আমি জানি। তা ঝুঁকুক—সেই ভোগ করুক স্বামীকে সমস্ত সোনাদানা সব সে নিক—কেবল কুণ্ডল দুটো আমায় ফিরিয়ে দিক। আমি আমার স্বামীর ঐ অবহেলা আর সহ্য করতে পারছি না মিঃ রায়—শেষের দিকে গলাটা ভেঙ্গে গেল—দুহাতে মুখ ঢাকলেন বেগম সাহেবা।

আমরা দুজনে অল্পদূরে বিস্ময়াভিভূত হয়ে বসে রইলাম। কি বলবো বুঝতে পারি না।

একটু পরে বেগম সাহেবা নিজেকেই নিজে সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন—বোরখাটা মুখের উপর টেনে দিয়ে বললেন, আমি তাহলে আসি—

আসুন—

ধীর শান্ত পদে বেগমসাহেবা অতঃপর ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

দুজনে আরো কিছুক্ষণ আমরা চুপচাপ যেমন বসেছিলাম তেমনিই বসে রইলাম।

কিরীটী। মৃদুগলায় ডাকলাম।

উঁ—কিরীটী মুখ তুলল আমার ডাকে।

কি মনে হয়?

কিসের কি মনে হয়?

ছোটি বেগমই মনিকুণ্ডলটা নিয়েছে মনে হচ্ছে।

তোর কি মনে হয়? পাল্টা প্রশ্ন করল আমাকে কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে।

আমারও মনে হয় ছোটি বেগমেরই কাজ ওটা! মানে ঐ কুণ্ডলদুটো। স্বামী সোহাগিনী হবার জন্য।

কিরীটী মৃদু হাসলো নিঃশব্দে।

হাসছিস যে?

এত তাড়াতাড়ি কিছু বলা যায় না।

কেন?

ছোটি বেগমকে চাক্ষুষ না দেখে এবং সম্ভব হলে তার সঙ্গে পরিচয় না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলা বোধহয় যুক্তিযুক্ত হবে না সুব্রত, তাইত দুটো দিন সময় নিলাম—

তা ত বুঝলাম কিন্তু ছোটি বেগমের দেখা পাবিই বা কোথায় আর পরিচয়ই বা কেমন করে হবে তার সঙ্গে?

হয়ত কালই হতে পারে। নবাব সাহেবের সঙ্গে যখন পরিচয় আছে আমার—

॥ ৪ ॥

কি বলছিস। কাল তোর সঙ্গে ছোটি বেগমের দেখা হতে পারে? কেমন করে কোথায়? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

শুনলে না বেগমসাহেবাকে বললাম নবাব সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। হ্যাঁ—কিন্তু—

আগামীকাল অজন্তা হোটেলে একটা ফাংশন আছে না।

তা ত জানি। বললাম আমি।

সেখানে আমার নিমন্ত্রণ আছে—শুনেছি নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন নবাব সাহেবও আছেন—

তাই নাকি।

হ্যাঁ—যদি সেখানে ছোটি বেগমও আসেন—

যদি না আসেন?

মনে হয় আসবেন—কারণ—

কারণ?

বেগম সাহেবার কাছে যা শুনলাম আর সে যদি সত্যিই হয় তাহলেও মনে হয় ছোটি বেগম তার স্বামীকে একা ছেড়ে দেবেন না। আর তা হদি হয় কালকের ফাংশানে ছোটি বেগম সাহেবার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাওয়াটাও এমন কিছু বিচিত্র নয়। যাক সে পরের কথা পরে ভাবলেও চলবে আপাততঃ একটা কাজ করতে হবে—

কি?

আমাদের জুলি চ্যাটার্জীকে একবার দবকার। দেখ তো ফোন করে ভদ্রমহিলা আছেন কিনা?

আমি বললাম, এখন তাকে বাড়িতে পাওয়া যাবে?

দেখ না একবার ফোনে ট্রাই করে।

উঠে গেলাম ফোনের কাছে ঘরের কোণে। জুলি চ্যাটার্জী সোসাইটির একজন নামকরা মহিলা, শহরের যতপ্রকার কঠিন ও বড় বড় ফাংশানের ব্যাপারে এক জন বিশেষ পাণ্ডা, কনভেণ্টে পড়া মেয়ে, অত্যন্ত আধুনিকা। বিলেতেও বছর পাঁচেক এক সময় কাটিয়ে ছিলেন, বিবাহ করেছিলেন এক পাঞ্জাবী কর্ণেলকে কিন্তু সে সম্পর্কটা বেশী দিন টেকেনি।

বিবাহের বছর পাঁচেক বাদেই ডিসমিস হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে সোসাইটিতে একজন তিনি ফ্রি লানসার চিরন্তন উর্বশী—নহ মাতা নহ কন্যা—বয়স যদিও হয়েছে চল্লিশের কাছাকাছি তাহলেও দেহের বাঁধুনী—সাজসজ্জা ও প্রসাধনের জন্য মনে হয় বছব পঁচিশ ত্রিশের বেশী বয়স হবে না জুলি চ্যাটার্জীর।

ফোনে মিস জুলি চ্যাটার্জীকে পাওয়া গেল, আমার সঙ্গেও অল্প বিস্তব আলাপ ছিল ভদ্রমহিলাব।

হ্যালো? পরিচিত কণ্ঠস্বব ওপাব থেকে কানে ভেসে এল।

মিস চ্যাটার্জী।

স্পিকিং—

আমি সুব্রত—কিরীটী আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়, ধরুন—

কিবীটী এসে ফোনটা ধরল, মিস চ্যাটার্জী—

হঠাৎ বহস্যভেদীর আমাকে প্রয়োজন হলো কেন? প্রশ্ন ভেসে এলো।

একটু কাজ কবে দিতে হবে।

Always at your service—

কাল অজন্তা হোটেলে যে ফাংশান আছে—

আপনাকে ত invitation card পাঠিয়েছি, আসবেন ত।

যাবো। শুনেছি নবাব সমশের আলীও আমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন।

ঠিকই শুনেছেন।

তার ছোটি বেগমকে নিমন্ত্রণ করেন নি?

কে নূরকে। Sure—আর সে আসছেও।

আসবেন!

নিশ্চিন্ত থাকুন আসবে। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন ত!

মৃদু হেসে কিরীটী বললে, ক্রমশঃ প্রকাশ্য, তার আগে বলুন ত ঐ নুরেন্নেশা বেগমের সঙ্গে আপনার কতটা আলাপ?

শোনেন নি তার নাম। এককালে ত সে সোসাইটির মধ্যমণি ছিল।

তাই বুঝি!

হ্যাঁ।

তাহলে পর্দানশীন নন।

আদৌ না।—

ঠিক আছে পার্টির দিন আবার দেখা হবে—Bye-bye! কিরীটী ফোনটা রেখে দিল।

ব্যাপারটা নিয়ে কিরীটী কতখানি চিন্তা করছিল জানি না তবে আমার মনের মধ্যে স্বভাবতই যে চিন্তাটা উদয় হয়েছিল বড় বেগম সাহেবার ধারণাই যদি সত্য হয় অর্থাৎ কুণ্ডল জোড়া নুরেন্নেশাই যদি স্বামী সোহাগিনী হবার জন্য হাতিয়ে থাকেন তার অজ্ঞাতে কৌশলে সেটা কিরীটী কেমন করে আবার ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হবে। আর তাই যদি সে না পারবে ত ঐ ভাবে সে কিছুতেই বেগম সাহেবাকে নিশ্চিন্ত আশ্বাস দিতো না।

সেদিন আমার ফেরা হয়নি। কিরীটী অনুরোধ করেছিল দুটো দিন ওর বাড়িতে থাকবার জন্য—সেই ব্যবস্থা মতোই বাড়িতে ফোন করে আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম ভৃত্যকে, তাছাড়া বাড়িতেই বা কে আছে আমার। বাড়িও যা, কিরীটীর গৃহও তাই।

ঐ দিনই বিকেলের দিকে দুজনে দাবার ছক পেতে বসেছিলাম। দুপুর থেকে আকাশে মেঘ জমেছে হয়ত একটা হাওয়ার ঘূর্ণি উঠতে পারে বা কয়েক ফোঁটা বৃষ্টিও হতে পারে—কাল বৈশাখী। কিন্তু কিছুই হলো না শেষ পর্যন্ত। সামান্য একটু হাওয়া দিয়ে মেঘ কেটে গেল এক সময়। আমরা দাবার মধ্যে যেন ডুবে গিয়েছিলাম—হঠাৎ জংলার ডাক কানে এলো, বাবুজী—

কিরীটী দাবার ছক থেকে মুখ না তুলেই বললে, বাজার থেকে মাংস নিয়ে আয়, ভাল করে স্টু তৈরী কর—

জংলী বললে, সেই বোরখা পরা মেয়েলোকটি আবার এসেছে—উপরে নিয়ে আসবো—

কিরীটী দাবার ছক থেকে মুখও তুলল না, সাড়াও দিল না। আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে ওর মুখের দিকে তাকালাম, কে এসেচে!

কালকের সেই বোরখা পরা মেয়েছেলেটি, একবার দেখা করতে চায়।

এই কিরীটী!

উঁ—কিরীটীর দৃষ্টি তখনো দাবার ছকের উপরই স্থিরনিবদ্ধ।

কালকের সেই বেগম সাহেবা বোধহয় আবার এসেছেন তোর সঙ্গে দেখা করতে—

কে!

নবাব সমশের আলীর বড় বেগম সাহেবা—জেরিনা বেগম।

কিস্তি সামলা সুব্রত—কিরীটী আমার কথার জবাবে বললে আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে।

কিস্তি সামলাচ্ছি—ওদিকে বেগম সাহেবা নীচে অপেক্ষা করছেন।

আবার কি হলো ভদ্রমহিলার। এই ভূত দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা এই ঘরে নিয়ে আয়।

WEST BENGAL STATE CENTRAL LIBRARY

বলা বাহুল্য জংলী চলে গেল এবং একটু পরেই তার সঙ্গে সঙ্গে বোরখা পরিহিতা ভদ্রমহিলা এসে ঘরে ঢুকলেন।

বসুন বেগম সাহেবা, আবার কি হলো! আমি ত কালই বলে দিলাম আপনাকে—দুটো দিন—

কিরীটীর কথা শেষ হলো না বোরখা অপসারিত করলে ভদ্রমহিলা এবং পরম বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা আবিষ্কার করলাম কালকের বেগম সাহেবা নন—অন্য এক নারী। বয়স ২৩।২৪-য়ের বেশী হবে না মহিলার—গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম কিন্তু মুখখানা অপূর্ব এক শ্রীতে যেন ঢল ঢল করছে। প্রসাধনের সূক্ষ্ম একটা প্রলেপ আছে বটে মুখে কিন্তু তা না হলেও কিছু এসে যেত না বোধহয়। টানা টানা দুটি গভীর আঁখিপক্ষে ঢাকা চোখ—সুক্ষ্ম সুর্মার টান।

ক্ষমা করবেন বুঝতে পারছি—আপনারা বোধহয় ভেবেছিলেন কাল যিনি আপনাদের কাছে এসেছিলেন আমি সেই—আমি নবাব সমশের আলীর ছোটি বেগম নুরেন্নেশা।

বলাই বাহুল্য আমাদের বিস্ময়টা তখন অনেকটা কেটে গিয়েছে।

নুরেন্নেশা বেগম বললেন, আমি অবিশ্যি বোরখা ব্যবহার করি না বিশেষ আমাদের কোন সামাজিক অনুষ্ঠান ছাড়া—কিন্তু তবে কেন বোরখায় নিজেকে ঢেকে এসেছি ভাবছেন বোধকরি—কারণ আমি যে এখানে এসেছি কেউ জানুক তা আমি চাই না।

কিরীটী মৃদু হাসলো। জবাবে কিছু বললো না।

কিছুক্ষণ আগে দিদি এসেছিলেন আপনার কাছে মিঃ রায়—কিরীটির দিকে তাকিয়েই একবার বেগম কথাটা বললেন।

কিন্তু আপনি জানলেন কি করে? কিরীটী প্রশ্ন করল।

যেমন করেই হোক জানতে পেরেছি—

তবে ত নিশ্চয়ই জানেন—

কেন তিনি আপনার কাছে এসেছিলেন তাই না? হ্যাঁ তাও জানি। মণিকুণ্ডলের জন্য—এসেছিলেন।

তাই। কিন্তু আপনি আমাকে চিনলেন কি করে?

সে আর এমন কষ্ট কি! বহুবার কাগজে আপনার ছবি দেখেছি—

ওঃ তা আমার সঙ্গে আপনার কি প্রয়োজন বলুন ত এবার।

বিশেষ কিছু না। কেবল আপনাকে একটা কথা জানাতে এসেছি—

কি!

সে কুণ্ডল কোথায় আমি জানিও না—চুরিও আমি করিনি আর চুরি করবার কখনো কোন প্রয়োজনও আমার দিক থেকে দেখা দেয় নি—যদিও তার ধারণা সেটা আমিই নিয়েছি—

শুধুমাত্র ঐ টুকু বলতেই এসেছেন আমার কাছে এত কষ্ট করে!

আরো একটা কারণ আছে বৈকি আসবার আপনার এখানে—

কি বলুন ত!

আমি জানি আমার স্বামী আপনার পরিচিত তাই চাই না এসব কথা আমার স্বামীর কানে ওঠে।

তা উঠলেই বা ক্ষতি কি!

আছে।

কি বলুন ত!

দেখুন আপনাকে বলতে আমার কোন দ্বিধা নাই। আসলে কুণ্ডলজোড়া আদৌ খোয়া যায়নি—তার কাছেই আছে। মানে দিদির হেপাজতেই আছে।

কিন্তু—

সমস্ত ব্যাপারটাই তার আমার স্বামীর চোখে একটা ধোঁকা দেওয়া—

ধোঁকা। কেন!

সবকথা পরিষ্কার করে বললেই হয়ত ব্যাপারটা আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে মিঃ রায়। কথাটা বলে ছোটি বেগম সাহেবা একটু থামলেন। মনে হলো যেন ভিতরে ভিতরে তিনি নিজেকে একটু গুছিয়ে নিচ্ছেন।

দেখুন মিঃ রায় ব্যাপারটা একান্ত আমাদের পারিবারিক তবু বলছি—দিদি আপনাকে ঐ কুণ্ডল সম্পর্কে কি বলেছেন জানি না—আসলে আমার স্বামীর বংশের কিছু রেয়ার জুয়েলস আছে—জুয়েলসগুলো একটা বিশেষ ধরনের তৈরী ছোট আয়রন সেফের মধ্যে আছে—

বলুন থামলেন কেন।

সেই সেফের চাবিই হচ্ছে ঐ কুণ্ডলজোড়া।

আমরা কতকটা যেন অভিভূতের মতই ছোটি বেগমের বর্ণিত কাহিনী শুনতে থাকি—ছোটি বেগম বলতে থাকেন। আয়রন সেফের গায়ে দুটো ফোকর আছে—ঐ কুণ্ডলজোড়া সেই ফোকরের মধ্যে বসিয়ে ঘোরালেই তবে সেফ খুলবে ঐ কুণ্ডলের গায়ে ছোট ছোট কতগুলো ছিদ্র কাটা আছে সেই ছিদ্রগুলোই চাবির কাজ করে ফোকরের মধ্যে। বুঝতে পেরেছেন বোধহয়—

কিছুটা।

কিন্তু তিনি বলছিলেন ঐ কুণ্ডল এক ফকিরের দান—

বলেছেন বুঝি। যাক্ শুনুন—যা বলছিলাম—নবাব সাহেব মানে আমার স্বামী কিন্তু জুয়েলস সেফ থেকে বের করে আমায় দেবেন জানতে পেরেই বড় বেগম হয়ত ঐ গল্প তৈরী করেছেন। কুণ্ডলজোড়া নিজেই সরিয়ে ফেলে এমন ভাবে আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়েছেন যে—

যে সবাই বিশ্বাস করে আপনিই সে দুটো চুরি করেছেন—

হ্যাঁ। তাছাড়া আরো ভেবে দেখুন ঐ কুণ্ডলজোড়া চুরি যাবার আগেই আমি ঐ বাড়ি থেকে চলে এসেছি এবং যেদিন ঐ কুণ্ডলজোড়া চুরি গিয়েছে বলে উনি বলছেন সে দিন ঐ বাড়ির ধারে কাছেও আমি ছিলাম না।

বড় বেগম কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে গিয়েছেন, কিরীটী বললে।

জানি। স্বামী সোহাগিনী হবার এক আরব্য কাহিনী ত! ও সব স্রেফ বাজে কথা—

কোনটা বাজে কথা। ঐ কুণ্ডলজোড়া কি নবাব সাহেবের মাতামহীর নয়—

হ্যাঁ তা অবিশ্যি ঠিক—

কোন এক ফকির সাহেব আশীর্বাদী হিসাবে ঐ কুণ্ডলজোড়া নবাব সাহেবের মাতামহীকে দিয়েছিলেন তাও কি সত্য নয়।

না। ওটা তৈরী করে দিয়েছিলেন ওর পিতামহই—এবং তৈরী করে কেন ওকে পরতে বলেছিলেন সর্বক্ষণ তাও ত বললাম একটু আগে। কোন ফকির-টকিরের ব্যাপার ওর মধ্যে নেই।

॥ ৫ ॥

আর কিছু বোধহয় আপনার বলবার নেই বেগম সাহেবা! কিরীটী শান্ত গলায় বললে এবারে।

না। কেবল অনুরোধ আপনার কাছে, সব ত শুনলেন অনুগ্রহ করে আমাদের এই পারিবারিক ব্যাপারে মাথা গলাবেন না।

জুয়েলসের ভাগ আপনার চাই না! হঠাৎ প্রশ্নটা করল কিরীটী। কিরীটীর আকস্মিক প্রশ্নটা যেন মুহূর্তের জন্য ছোটি বেগমকে কেমন বিহ্বল করে দেয় কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মুখের সে ভাবটা যেন কেটে যায়। তিনি শান্ত গলায় বলেন, না—

চান না।

না। উনিই ভোগ করুন ওগুলো।

তবে আর কি ব্যাপারটা ত মিটেই গেল। কিরীটী মৃদু হেসে বললে।

ঠিক বলছেন। এবারে পাল্টা প্রশ্ন করলেন ভ্রূ তুলে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছোটি বেগম সাহেবা।

বেঠিক বলবো কেন—আপনাদের ঘরোয়া ব্যাপার যদি আপনারাই মিটিয়ে নিতে পারেন তবে ত আর কোন গোলমালই থাকে না। বাইরের কারো নাক গলাবারও কিছু থাকে না।

আরো একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে মিঃ রায়।

বলুন।

বড় বেগম সাহেবা সম্পর্কে যে কথাগুলো আপনাকে বললাম সেটা যেন একমাত্র আমাদের পরস্পরের মধ্যে থাকে। ছোট বেগম সাহেবা বললেন।

কিরীটী প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসলো।

আমি তাহলে চলি—নমস্কার।

নমস্কার—

ছোট বেগম উঠে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। যাবার সময় অবশ্যি বোরখাটা দিয়ে আবার নিজেকে আবৃত করে নিলেন। ছোট বেগমের যাবার শব্দ সিঁড়িতে মিলোতেই কিরীটী উঠে গিয়ে রাস্তার দিকের জানালার পাল্লাটা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল। আমিও তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

দেখলাম—ক্রীম রংয়ের একটা নতুন এ্যামবাসাডার গাড়ি—কিরীটীর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে—ছোটি বেগম সাহেবা কিরীটীর বাড়ি থেকে বের হয়ে সেই গাড়িতেই গিয়ে উঠলেন। উপর থেকে মনে হলো আরো একজন কেউ গাড়ির মধ্যে ছিল এবং গাড়িটা এতক্ষণ ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

গাড়িটা ছেড়ে দৃষ্টিপথ থেকে মিলিয়ে যেতেই কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বললে, যাক অন্তত একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি।

বড় বেগম সাহেবার কুণ্ডলজোড়া হারানোর বা চুরি যাওয়ার সত্যিকারের একটা reason বা কারণ খুঁজে পাওয়া গেল—তবে এও ঠিক ব্যাপারটা যতটা সহজ ভেবেছিলাম গতকাল ঠিক বোধহয় ততটা সহজ নয় এখন মনে হচ্ছে।

কথাগুলো বলতে বলতে কিরীটী এগিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে সোফার মধ্যস্থলে রক্ষিত গোলাকার কাচের টেবিলটার উপর থেকে সুদৃশ্য একটা রূপোর কৌটায় রক্ষিত একটা সিগার তুলে নিয়ে লাইটারের সাহায্যে তাতে অগ্নি-সংযোগে তৎপর হয়।

চুরোটটা ধরিয়ে আরাম করে টান দিয়ে পুনরায় বসতে বসতে বললে, এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে গতকাল দুপুরে বড় বেগম সাহেবার আমার এখানে আগমনের ব্যাপারটা যেমন ছোটি বেগমের অজানা

থাকে নি তেমনি ভদ্রমহিলা বড় বেগম সাহেবার আমার এখানে আসায় রীতিমত অস্বস্তিই বোধ করেছেন।

তার মানে বলতে চাস বড় বেগম সাহেবার সমস্ত গতিবিধির পরে ছোটি বেগমের অনুচরদের সদা সতর্ক সজাগ দৃষ্টি সর্বক্ষণ রয়েছে।

তা তো আছেই আর তাইতেই যেটা ছিল কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও ভাসা ভাসা একটা কুয়াশার মত সেটাই এখন দানা বেঁধে একটা আকার নিচ্ছে। ভাগ্যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীই নারীজাতি তাই এত সহজেই দুজনার দুরকম বিবৃতির ভিতর থেকেও সত্য যা তার কিছুটা আভাষ পাওয়া গেল।

কিন্তু এখন তুই কি করবি।

অবশ্যই বড় বেগম সাহেবাকেই যথাসাধ্য আমার সাহায্য করবো তার ন্যায্য অধিকার ফিরে পেতে।

তোর কি মনে হয় কুণ্ডলের পিছনের সত্যিকারের ইতিহাসটা—

আপাততঃ যা মনে হচ্ছে ছোটি বেগম সাহেবা এই মাত্র যা বলে গেলেন তাই সত্যি। আর তাইতেই হয়ত স্বামীকে হারানোর সঙ্গে সঙ্গে বড় বেগম সাহেবা ঐ জুয়েলসগুলোও হারাতে চান নি।

স্বামীর ভাগ হারানোর ব্যাপারটা তাহলে মিথ্যে বলতে চাস।

তাই ত মনে হচ্ছে। কারণ বড় বেগম সাহেবার সম্বন্ধে সামান্য পরিচয়েই বুঝেছি তিনি নির্বোধ নন। আজ যে তার পলাতক যৌবনের পক্ষে কোন পুরুষকে আর ধরে রাখা সম্ভব নয় সেটা না বুঝবার মত বুদ্ধির ঘাটতি ত নেই।

কাল ওদের সেই ফাংশানে তুই যাচ্ছিস নাকি আর।

বাঃ যেতে হবে বৈকি। সামনা সামনি মুকাবিলা না করলে ব্যাপারটার একটা ফয়সলা হবে কি করে। কথাটা বলে কিরীটী চোখ বুজল।

বুঝলাম আর সে আপাতত মুখ খুলবে না। কেমন করে কি

ভাবে কোন পথে অতঃপর সে এগুবে তারই একটা ছক মনে মনে সে এখন খুঁজতে শুরু করেছে।

কিন্তু তখনো বুঝি নি বিস্ময়ের আরো বাকী ছিল এবং কুণ্ডল রহস্য রীতিমত জটিল।

ছোটি বেগম সাহেবা চলে গিয়েছেন বোধ করি আধ ঘণ্টাও হয় নি আবার নীচের কলিং বেলটা ডিং ডং শব্দে অনুরণিত হয়ে উঠলো।

কিরীটী শিথিলভাবে গা এলিয়ে সোফায় পড়ে ছিল বেলের ডিং ডং শব্দে চোখ মেলে তাকাল।

আবার কে এলো। কিরীটী ক্লান্ত কণ্ঠে কথাটা বললে।

হয়ত বড় বেগম সাহেবা—বললাম আমি।

মনে হচ্ছে না—কিরীটী বললে।

কেন। প্রশ্নটা করে ওর মুখের দিকে তাকালাম।

কারণ কোন নারীর অঙ্গুলী স্পর্শের ও আওয়াজ বলে মনে হচ্ছে না—কোন পুরুষের হাত কলিং বেল টিপেছে।

কিরীটীর কথা শেষ হলো না। সিঁড়িতে ভারি জুতোর শব্দ শোনা গেল।

ঐ সঙ্গে খালি পায়েরও শব্দ।

জুতোর শব্দ শুনে মনে হচ্ছে, কিরীটী বললে, আগন্তুক ধীরে ধীরে সমান পা ফেলে ফেলে হাঁটেন—দেহের ওজনও খুব কম নয়। হাতে লাঠিও আছে—থেমে থেমে বললে কিরীটী।

কিন্তু দুজোড়া পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে—বললাম আমি।

হ্যাঁ—জংলীর পিছনে পিছনে দ্বিতীয় ব্যক্তি আসছে—এবং জংলী আগন্তুককে চেনে অর্থাৎ এখানে তার পূর্বে আগমন ঘটেছে—কিন্তু কে?

প্রথমে জংলী ও তার পশ্চাতে বেশ মোটা মত ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

চেয়ে দেখলাম কিরীটীর অনুমান মিথ্যা নয়।

আগন্তুক মেদবাহুল্যে খুব ভারী না হলেও বেশ জোয়ান চেহারা। কালো কোট। পরনে দামী স্যুট। হাতে একটা লাঠি।

আরে নবাব সাহেব যে—আসুন, আসুন—বলতে বলতে কিরীটী সোফার উপরে সোজা হয়ে উঠে বসল।

বুঝলাম নবাব সাহেব যেই হোন কিরীটীর পূর্ব পরিচিত।

ভদ্রলোক কিরীটীর সাদর আহ্বানে মৃদু হাসলেন—তারপর এগিয়ে এসে আমাদের মুখোমুখি সোফাটার উপর উপবেশন করলেন।

পরনে আগেই বলেছি দামী স্যুট— সম্ভবতঃ টেরিউলের—লংস ও গলাবন্ধ কোট। মাথার সম্মুখের দিকে বেশ চক্‌চকে একটি টাক প্রায় এক তৃতীয়াংশ জুড়ে। দাড়ি-গোঁফ নিখুঁত ভাবে কামান। কপালে ও গালে বয়সের ছাপ বোঝা যায়। পায়ের জুতো ঝক্‌ঝকে পালিশ করা। পোশাক টোশাক ও চেহারার একটা আভিজাত্য স্পষ্ট হয়েই যেন ফুটে উঠেছে।

বাতাইয়ে নবাব সাব—কেইসা হাল চা-। কিরীটী আবার বললে।

আচ্ছাই হ্যায় —আপ কেইসা হ্যায় রায় সাব্। নবাব সাহেব বললেন। গলার স্বর ভারি ও কিছুটা যেন কর্কশ।

চলে যাচ্ছে একরকম—ভাল কথা - পরিচয় করিয়ে দিই—কথাটা বলে কিরীটী আমাব দিকে তাকাল, সুব্রত—আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু সুহৃদ আর সুব্রত ইনি নবাব সাহেব সমশের আলী—আদি নিবাস ও জায়গীর যদিও হায়দরাবাদ বর্তমানে কলকাতার বাসিন্দা—

নমস্তে—হাত তুলে নমস্কার জানালাম—

আদাবরস—নবাব সাহেব বললেন, তারপর একটু থেমে হেসে

বললেন, জায়গীরের কথা আর তুলছেন কেন রায় সাহেব—সেসব পাট ত কবেই খতম হয়ে গিয়েছে এখন কোনমতে দিন গুজরান করা আর কি।

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, তবু মরা হাতী লাখ টাকা জানেন ত প্রবাদটা—

না, না—৬৮ বাতকে বাত—এখন ত দিন গুজরান করাই মুশকিল।

তারপর কি সংবাদ বলুন আলী সাহেব। হঠাৎ এ গরীবকে স্মরণ কেন?

কিরীটী মৃদু হাসতে হাসতে বললে।

আমি কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তখন নবাব সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে ছিলাম। এই তাহলে আমাদের নবাব সমশের আলী সাহেব—যার দুই বিবি অর্থাৎ দুই বেগম—জেরিনা বেগম ও নুরেন্নেশা বেগম।

একটা বড় মুসিব্বতে ফেঁসে গিয়েছি রায় সাহেব! নবাব সাহেব বললেন।

মুসিব্বৎ! কি মুসিব্বৎ হলো আবার আপনার?

সেই জন্যেই ত আপনার শরণাপন্ন হয়েছি—

আমার সাধ্যে যতটুকু সাহায্য সম্ভব নিশ্চয়ই আপনি পাবেন। কিরীটী বললে।

সে আমি জানি বলেই এসেছি—

বলুন শুনি—

নবাব সাহেব আমার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে কিরীটীর দিকে তাকালেন। মনে হলো যেন একটু ইতস্ততঃ করছেন—

কিরীটী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মৃদু হেসে বললে, ওর সামনে আপনার কোন সংকোচ বা দ্বিধার কোন প্রয়োজন নেই নবাব সাহেব, তাছাড়া আমার সব ব্যাপারেই ও থাকে—মদৎ দেয়—সাহস দেয়।

না না—তা নয়—মানে—

ব্যাপারটা বোধহয় কোন পারিবারিক ব্যাপার তাই নয় কি নবাব সাহেব। কিরীটী হঠাৎ বললে।

তাজ্জব কি বাত—আপকো কেইসে মালুম হুয়া—

কিরীটী মৃদু হাসলো, অন্যের মনের বিশেষ করে যারা আমার কাছে কোন সাহায্য বা মদতের জন্য আসেন গোপন কথা অনুমান করাই ত আমার কাজ। এখন বলুন ব্যাপার কি।

আমার একটা অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস খোয়া গিয়েছে রায় সাহেব—

একজোড়া মণিকুণ্ডল কি ?

সোভানাল্লা। ইয়ে ভি আপকো মালুম হো গিয়া। লেকেন খোদা কি কসম—কেই সে !

নবাব সাব্—গোস্তাকি মাপ কিজিয়ে আপকো ও সওয়াল কি জবাব ম্যায় নেই দেনে সেকতা।

কিঁউ ?

আগর জরুরৎ হো তো আপকো পিছে সব কুছ বাতায়ঙ্গে—লেকেন ইসবকৎ হাম মুখ খুলনে নেহি শেকতা—

নবাব সাহেব অতঃপর কিরীটীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন নিঃশব্দে তারপর বললেন ঠিক হ্যায়—

কিরীটী বললে, আপনার একজোড়া মণিকুণ্ডল চুরি গিয়েছে তাই নয় কি ?

হ্যা—

কেমন করে গেল। কবে গেল।

তা ধরুন দিন কুড়ি আগে ব্যাপারটা ঘটেছে—

কোথায় ছিল সেটা—

তাজ্জবের কথা কি জানেন রায় সাহেব, কুণ্ডল জোড়া সর্বদা আমার বড় বেগমের কানেই থাকত—She was very much particular. কখনো সেটা কান থেকে খুলত না।

তাহলে বলুন তার কান থেকে চুরি গিয়েছে।

ব্যাপারটা তাই দাঁড়াচ্ছে—কিন্তু সেটা যে কি করে সম্ভব হতে পারে সেটাই এখনো আমার মাথায় আসছে না।

তা আপনার বড় বেগম সাহেবা কি বলছেন।

সে বলছে যে কিছুই জানে না।

কান থেকে কুণ্ডল জোড়া খোয়া গেল অথচ কিছুই জানতে পারলেন না তিনি? তা যে ঘরে তিনি শুতেন সে ঘরে কি একাই শুতেন?

না। ওর অনেকদিনের দাসী মরিয়ম ওর ঘরেই রাত্রে শুতো।

॥ ৬ ॥

কিরীটী একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, বরাবরই কি সেই ব্যবস্থাই চালু ছিল ?

না—আমি দ্বিতীয়বার সাদি করার পর থেকেই ঐ ব্যবস্থা চালু হয়েছিল।

আর একটা কথা বোধহয় আপনাকে আমার জানান উচিত রায় সাহেব—

বলুন।

যেদিন সকালে জানা গেল যে বেগম সাহেবার কানে কুণ্ডল জোড়া নেই—তার আগের রাত্রে আমার বাড়িতে একটা খানাপিনার ব্যবস্থা হয়েছিল—কিছু মেহেমান এসেছিল—খানাপিনা চুকতে চুকতে রাত সাড়ে এগারটা পৌঁনে বারটা প্রায় হয়ে গিয়েছিল—

তারপর—

তারপর আমি আমার ঘরে শুতে যাই—বেগম সাহেবাও তার ঘরে শুতে যান।

আর ছোটি বেগম সাহেবা—

সে তখন আমাদের বাড়িতে ছিল না—ঐ সময়টা সে তার আব্বাজানের বাড়িতে ছিল।

এখন কোথায় আছেন ?

এখনো সেখানেই আছে সে মাসখানেক ধরে।

আর আপনি।

আমিও দিন দশেক হলো সেখানেই আছি—

এখন বুঝি কিছুদিন আপনি ঐখানেই থাকবেন।

হ্যাঁ এখন কিছুদিন হয়ত সেখানেই আমায় থাকতে হবে কারণ

আমার ছোটি বেগমের আব্বাজান মারা গিয়েছেন—তার এক ছেলে আর এক মেয়ে—মানে আমার স্ত্রী। ছেলে এখানে নেই বিলেতে ব্যারিস্টারী পড়তে গিয়েছে—দেখা শোনা সব আমাকেই করতে হচ্ছে।

হুঁ। আপনার ধারণা তাহলে ঐ কুণ্ডল জোড়া কেউ চুরী করেছে বা সরিয়ে ফেলেছে।

তাই।

কেন—সামান্য এক জোড়া কুণ্ডল তার জন্য আপনি এত ব্যস্ত হয়েছেন—

কুণ্ডলটার কোন বিশেষত্ব আছে নাকি।

আছে বলেই আপনার সাহায্যের জন্য আমি এসেছি।

বিশেষত্বটা কি যদি বলেন।

আমাদের পূর্ব পুরুষের কিছু রেয়ার দামী জুয়েলস্ আছে। সেগুলো একটা আয়রন সেফের মধ্যে আছে—এবং সেই আয়রন সেফের চাবীই ঐ কুণ্ডল জোড়া।

কি রকম?

সেফের গায়ে কুণ্ডলের সাইজের দুটো ফোকর আছে—সেই ফোকরের মধ্যে ঐ কুণ্ডল পাশাপাশি বসিয়ে ঘোরোলেই তবে সেফ খোলে।

I see।

বুঝতেই পারছেন ঐ সেফের জুয়েলসগুলোর লোভেই কেউ নিশ্চয়ই কুণ্ডল জোড়া সরিয়েছে।

সেফটা কোথায়।

সেটা আমাদের কড়েয়া স্ট্রীটের বাড়ির দোতলার একটা ঘরে দেওয়ালের মধ্যে গেঁথে বসান আছে।

নবাব সাহেব।

বলুন।

আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন ঐ কুণ্ডল চুরীর ব্যাপারে।

সরম কি বাত তবু না বলে পারছি না। করি—

কাকে।

আমার নিজের বড় বেগম সাহেবাকেই—আমার সন্দেহ।

কেন। তার সরিয়ে লাভ কি।

জুয়েলসগুলো নেবে তাই—

আপনি তাকে সে সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন।

করেছি।

তিনি কি বলেন।

সে বলে নেয়নি।

আর কাউকে সন্দেহ হয় কি।

আর কাকে সন্দেহ করতে পারি বলুন। কুণ্ডল জোড়া সর্বক্ষণ যখন বড় বেগমের কানেই থাকত।

তা ঠিক। আচ্ছা আপনার কড়েয়ার বাড়িতে আর কে আছে।

বড় বেগম আর তার এক চাচাত ভাই ও দাস দাসী।

চাচাত ভাই ঐ বাড়িতে বরাবরই থাকেন কি।

না। আজ বছর খানেক হলো এসেছে।

বয়স কত তার।

বছর ত্রিশ হবে। ব্যাচিলার—

কি করেন তিনি।

কি সব ব্যবসা করে—আমি ঠিক জানি না।

তাকে সন্দেহ হয় না আপনার।

না।

খানাপিনার রাত্রে তিনি ছিলেন ঐ বাড়িতে।

ছিল।

দাস দাসীদের কাউকে সন্দেহ করেন না?

না। তারা অনেকদিনের পুরানো লোক—খুব বিশ্বাসী।

যদি কিছু মনে না করেন আজ ভাবছি—আপনার কড়েয়ার বাড়িতে আমি গিয়ে সরেজমিন তদন্ত করতে চাই—

বেশ ত। কখন যাবেন বলুন।

এই ধরুন রাত আটটা সোয়া আটটা নাগাত—

বেশ। আমাকে নিশ্চয়ই থাকতে হবে।

নিশ্চয়ই। তবে আমি যাবার ঘণ্টা খানেক পরে আপনি গেলেই ভাল হয় সেখানে—

অতঃপর নবাব সাহেব বিদায় নিলেন সম্মত হয়ে।

ঐদিনই রাত আটটা নাগাত আমি আর কিরীটী নবাব সাহেবের আদি বসত বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। বিরাট একতলা ও দোতলা ভাড়া দেওয়া—তিনতলা ও চারতলা সবটা নিয়ে বড় বেগম সাহেবা থাকেন।

আমাদের আগমনের সংবাদ দিতেই বড় বেগম সাহেবা ডেকে পাঠালেন তার প্রৌঢ়ভৃত্য ইসমাইলকে দিয়ে।

তিনতলায় বিরাট সাজান গোছান একটা পারলার। সেখানে সব দামী দামী ও ভারি ভারি আসবাবপত্রে ঘরটা সাজান।

ঘরে আমরা ঢুকতেই বেগম সাহেবা আমাদের সাদর আহবান জানালেন, আইয়ে—আইয়ে রায় সাব—আপনি আসবেন একটা খবর দিয়ে এলেই পারতেন।

ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল—বেগম সাহেবা একাই ছিলেন।

আগে আসবার কথা মনে হয়নি বেগম সাহেবা হঠাৎ মনে হলো

অপেনি চলে আসবার পর বাড়িটা একবার দেখে শুনে যাই নিজের চোখে। আপনার শোবার ঘরটা বিশেষ করে—

চলুন—কেবল আমার শোবার ঘরটাই দেখবেন না—

না—যে ঘরের দেওয়ালে সেফটা বসানো সে ঘরটাও একবার দেখবো।

বেশ—আগে কিছু ঠাণ্ডা বা গরম কিছু আনতে বলি।

না, না—তার এখন কিছু প্রয়োজন নেই—আগে ঘর দুটো দেখি।

বেশ চলুন।

সকলে আমরা বেগম সাহেবার সঙ্গে প্রথমেই তার শয়নঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। কক্ষের মধ্যে পা দিয়েই যা আমাদের দুজনেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করল—এক নারী।

বয়স ত্রিশ বত্রিশের বেশী হবে না। রোগা ছিপছিপে গঠন। পরনে একটি রঙিন শাড়ি—হাতে এক গোছা করে কাচের চুড়ি।

নারীর গায়ের রং কালো হলেও অপূর্ব মুখশ্রী—আর যৌবন যেন দেহে টলটল করছে।

সে শয্যা ঠিক করছিল, আমাদের ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে তাকাল।

সুর্মা টানা দুটি চোখ। চোখের দৃষ্টিতে যেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ঝিলিক।

বেগম সাহেবাই পরিচয় দিলেন, আমার দাসী মরিয়ম।

কিরীটী কোন উচ্চবাচ্য করলো না। সে তখন ঘরের চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছিল।

বেশ বড় সাইজের ঘর।

ঘরে প্রবেশের দুটি দরজা। একটি বোধহয় আমরা যে দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছিলাম সেটা ছাড়া পাশের ঘরে যাবার জন্য মধ্যবর্তী দরজা।

ঘরের সংলগ্ন বাথরুম বা টয়লেট।

দেওয়াল থেকে পাশাপাশি দুটো সেকেলে কারুকার্য করা ভারী সেগুন কাঠের আলমারী—একটার পাল্লায় প্রমাণ সাইজের আর্শী বসানো।

অন্যদিকে একটা সেকেলে ড্রেসিং টেবিল। তার পাশে একটি রেডিও সেট—ও ত্রিপয়। ত্রিপয়েব উপর একটা ফ্রেমে নবাব সাহেবের একটা ফটো। আরো একটা ব্যাপার নজরে পড়ল দেওয়ালে টাঙানো গোটা তিনেক বড় সাইজের সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো বিদেশী চিত্রকরের আঁকা নগ্ন নারীমূর্তির ছবি। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় সেকেলে বড় একটি পালঙ্ক।

এইটাই আপনার শয়নকক্ষ। কিরীটী প্রশ্ন করল।

জী।

এই ঘরেই সে রাত্রে শুয়েছিলেন আপান।

জী।

ঐ যে পাশের দরজাটা ওটা—

ওটা পাশের ঘরের অর্থাৎ আমার স্বামীর শোবার ঘরে যাবার।

দরজাটা বোধহয় দুদিক থেকেই বন্ধ করা যায়।

জী।

সে রাত্রে বন্ধ ছিল?

হ্যাঁ আমি বন্ধ করে শুয়েছিলাম।

আর টয়লেটে যাবার দরজাটা।

সেটাও বন্ধ ছিল।

কিরীটীর প্রশ্নোত্তরের মধ্যেই ঠক ঠক করে লাঠির শব্দ করতে করতে একজন ভিতরে এসে প্রবেশ করল। রোগা লম্বা—তার দেহের গড়ন বেশ বলিষ্ঠ—বয়স ত্রিশ বত্রিশ বলেই মনে হয়। টকটকে গৌর গাত্রবর্ণ—বাঁ পা-টা বোধহয় পঙ্গু টেনে টেনে চলেন—পরনে ঢোলা পায়জামা ও পাঞ্জাবী চুড়িদার।

দেখলেই বেশ শৌখীন বলে মনে হয়।

জেরিনা—বলে কথা বলতে গিয়ে যুবক থেমে গেল; এরা—

ইনি রায় সাহেব আর উনি ওর বন্ধু,—রায় সাহেব ইনি আমার চাচাতো ভাই তাজুদ্দিন—

নমস্তে—

ভদ্রলোক তার পর আর কোন কথা না বলে জেরিনাকে সম্বোধন করেই বললেন—জেরিনা আমি একবার এয়ার ইন্ডিয়ার অফিসে যাচ্ছি—দেখি আমার প্যাসেজটা পাওয়া গেল কিনা—

কথাটা বলে তাজুদ্দিন সাহেব ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

উনি বুঝি কোথায়ও যাবেন? কিরীটী প্রশ্ন করে বেগম সাহেবাকে।

হ্যাঁ—ও লাহোরে থাকে—ফিরে যাবে সেখানে।

এখানে বেড়াতে এসেছিলেন বুঝি।

তা ঠিক নয়—এসেছিল ব্যবসা করতে কিন্তু সুবিধা হলো না, চলে যাচ্ছে—

কিসের ব্যবসা।

তা ঠিক জানি না।

কিরীটী অতঃপর ঘরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। দেখে বললে, যে ঘরে আপনার আয়রন সেফটা আছে সেটা একবার দেখব—

আয়রন সেফ।

হ্যাঁ—একটা আছে না?

হ্যাঁ—আছে।

কোথায়?

আমার ঘরে—

চলুন—

মধ্যবর্তী দরজাটা খোলাই ছিল সেই দরজা পথেই অতঃপর আমরা পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

সেটাও বেশ বড় ঘর।

বেশ সাজান।

নিভাঁজ শয্যা পাতা পালঙ্কের উপর।

এঘরে কে থাকেন এখন—

তাজুদ্দিন।

॥ ৭ ॥

আয়রন সেফটা কোথায়? কিরীটী প্রশ্ন করল।

দক্ষিণ দিককার দেওয়ালে একটা বড় ছবি টাঙানো ছিল—জেরিনা বেগম এগিয়ে গিয়ে সেই ছবিটা দুহাতে তুলে ধরলেন। ছবি অপসারিত হতেই নজরে পড়ল আমাদের সিন্দুকটার প্রতি।

সিন্দুকটা দেওয়ালের গায়ে এমন ভাবে বসান ও দেওয়ালের রংয়ের সঙ্গে এমন ভাবে রং করা যে বুঝবার উপায় নেই চট্ করে। সেখানে দেওয়ালের মধ্যে কোন সিন্দুক বসানো আছে।

কিরীটী অনেকক্ষণ ধরে সিন্দুকটা পরীক্ষা করে দেখলো। সত্যিই কুণ্ডলের আকারে সিন্দুকের ডালায় পাশাপাশি দুটো খাঁজ কাটা।

রায় সাহেব—হঠাৎ জেরিনার প্রশ্নে কিরীটী ওর দিকে ফিরে তাকাল।

কিছু বলছিলেন।

সিন্দুকের কথা আপনি কার কাছে শুনলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী জবাব দিল, শুনেছিলাম একদিন নবাব সাহেবের কাছেই—

আর—

আর—

ঐ সিন্দুকটার মধ্যে বেশ কিছু দামী রেয়ার জুয়েলস আছে শুনেছিলাম—

কে বলেছেন—আমার স্বামী।

হ্যাঁ—

বাজে কথা। মিথ্যে কথা।

মিথ্যে কথা?

হ্যাঁ—ছিল হয়ত এক সময়—কিন্তু আমার স্বামী সব নষ্ট করে ফেলেছেন—বেচে দিয়েছেন অনেক দিন আগেই—

কিরীটী কোন জবাব দিল না বেগম সাহেবার কথায়।

কেবল বললে, আজ তাহলে চলি—

যাবেন।

হ্যাঁ—আমার যা দেখার ছিল দেখা হয়ে গিয়েছে—

অতঃপর আমরা বিদায় নিয়ে ঐ ঘর ছেড়ে বের হয়ে এলাম। নীচে নামছি—হঠাৎ সিঁড়ির বাঁকে মরিয়মের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

সে আমাদের দেখেই চট্ করে সরে গেল। কিরীটীর ব্যাপারটা নজরে পড়েছিল সে নিম্নকণ্ঠে বললে, চকিতপ্রেক্ষণা—দেখলি সুব্রত—

বললাম, হুঁ।

নবাব সাহেবের বাড়ি থেকে বের হয়ে কিরীটী তার ড্রাইভারকে বললে, একবার এয়ার ইনডিয়া অফিস ঘুরে যাবার জন্য।

বললাম, হঠাৎ এয়ার ইনডিয়া অফিসে কেন?

একটু দরকার আছে—

প্রথমে এয়ার ইনডিয়া অফিসে তারপর লালবাজার ঘুরে আমরা রাত এগারটা নাগাত ফিরে এলাম বাড়িতে।

পরের দিন। রাত আটটা নাগাত কিরীটী তার ল্যাব্রোটারী রুম থেকে যখন ঘণ্টাখানেক বাদে বের হয়ে এলো দেখলাম তার বেশভূষা ও চেহারার পরিবর্তনটা লক্ষণীয়।

চিবুকে মেহেদী রাঙানো নূর দাড়ি—ঠোঁটের উপরে মোমের মাঞ্জা দেওয়া সরু গোঁফ। পরনে চুড়িদার পাঞ্জাবী ও চাপা পায়জামা। মাথায় ফেজ।

হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি কোন নবাব বংশের রহিস আদমী।

ক্ষণকাল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, এই বেশে আজকের পার্টিতে যাবি নাকি ?

বেশখ। যা তুইও যা চট্‌পট্‌ বেশভূষা বদলে আয় ঐ ঘরে গিয়ে —সব প্রস্তুত করে রেখে এসেছি। ইতিমধ্যে আমি একটা জরুরী ফোন সেরে নিই—

আমাকেও যেতে হবে নাকি ?

বাঃ যাবি না, নাটকের শেষ দৃশ্যটা কেমন অভিনয় হয়—কতটা climaxয়ে ওঠে দেখবি না।

তুই কি আজ তবে হোটেলের ফাংশানের মধ্যেই—

সম্ভব হলে সেখানেই হয়ত যবনিকা পাত—নচেৎ—

নচেৎ—

আরো একটু এগুতে হবে।

কিন্তু আমি ত নিমন্ত্রিত নই।

সে ব্যবস্থা করে রেখেছি—নে আর দেরি করিস না। চট্‌পট্‌ ready হয়ে নে—পাশের ঘরে ঢুকে পোশাক বদল করতে করতে কিরীটীর গলা শোনা যেতে লাগল। এবং ফোনে কিরীটীর কথা-গুলোই কানে আসতে লাগল।

কিরীটী বলছিল ঃ

তাহলে বেগম সাহেবা ঐ কথাই রইলো। আপনি প্রস্তুত হয়ে যেমন বললাম তেমনি ·বেশভূষা করে বাড়ি থেকে আপনার খিড়কী দরজা দিয়ে বের হয়ে গলি অতিক্রম করে বড়রাস্তায় পড়ে একটা ট্যাকসী নেবেন। বোরখাটা সঙ্গে নেবেন কিন্তু ঐ সময় ব্যবহার করবেন না। না না—please ঐ সময় বোরখা ব্যবহার করবেন না অন্তত যদি আপনার কার্যসিদ্ধি করতে চান। ট্যাকসীতে উঠে বোরখা পরতে পারেন। হ্যাঁ তারপর সোজা মেট্রোর সামনে গিয়ে নেমে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। আমার গাড়ি গিয়ে ঠিক

আপনার সামনে দাঁড়াবে, ড্রাইভার নেমে দরজা খুলে দেবে, আপনি উঠে পড়বেন। মনে থাকবে ত সব কথা যা যা বললাম। নমস্কার—

কিরীটী ফোনটা রেখে দিল।

বেশভূষা করে প্রস্তুত হয়ে বের হয়ে এসে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম—কি ব্যাপার। এতক্ষণ বেগম সাহেবাকে তালিম দিচ্ছিলি নাকি।

হ্যাঁ, আব নিশীথ বাবুব সঙ্গেও কিছু জরুরী কথা ছিল সেরে নিলাম।

নিশীথবাবু সলিসিটার

হ্যাঁ—

তার সঙ্গে আবার কি কথা ছিল।

ছিল। আমি জানতাম নবাব সমশেব আলীও ওর দীর্ঘ দিনের ক্লায়েণ্ট। যাক চল—আর দেরি নয়—পথে আর একটা কাজ সেরে যেতে হবে—

কি কাজ?

চল না দেখবি 'খন!

কিরীটীর নির্দেশে গাড়ি এসে ঠাকুরদাস জুয়েলারীর শোরুমের সামনে বৌবাজারে থামল—কিরীটী গাড়ি থেকে নেমে গেল আমায় মিনিট কুড়ি বসতে বলে।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে কিরীটী ফিরে এলো তার হাতে একটা প্যাকেট।

গাড়িতে উঠে কিরীটী হীরা সিংকে বললে, মেট্রো সিনেমার সামনে চল হীরা সিং।

গাড়ি ছুটল।

কি কিনতে গিয়েছিলি ওখানে?

কিছু জুয়েলারী—

হঠাৎ!

মাছ ধরেছিস কখন!

মাছ?

হ্যাঁ—বড় মাছ জল থেকে খেলিয়ে তুলতে হলে ফাতনায় গেঁথে বড় টোপই ফেলতে হয়—

মানে।

ঠিক বন্ধু! জুয়েলস উদ্ধার করতে হলে জুয়েলস টোপেরই দরকার হয়। মণিকুণ্ডল কি আর এমনি হাতের মুঠোয় আসে। মণিহারেরও প্রয়োজন হয়—ম্যাচিং বলতে ফকটা কথা আছে গহনার নারী দেহে—তার পরেই একটু থেমে বললে বুঝবি কি করে হতভাগা—ও রত্ন ত জীবনে পেলি না।

থাক পেয়ে কাজ নেই—

সত্যিই সুব্রত তুই একটা uncultured brute—

মানে।

মানে নিজের গোঁয়ার্তুমির জন্য—নিজেও বরবাদ্ হলি আর কুন্তলার মত একটি মেয়ের জীবনও বরবাদ করে দিলি।

থাম ত।

বুঝবি একদিন বুঝবি! কি অমূল্য রতন হেলায় হারিয়েছিস।

আমি আর কোন কথা বললাম না। অনেক দিন পরে কুন্তলার কথাটা মনে পড়ায় মনটা যেন হঠাৎ কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। মাস তিনেক বোধহয় দেখা সাক্ষাৎ নেই।

মেট্রোর সামনে ঠিক কিরীটীর নির্দেশ মতই বোরখা পরিহিতা একজন মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিরীটী হীরা সিংকে তার সামনে

গিয়ে গাড়ি দাঁড় করাতে বললে। গাড়ি থামতেই বললে দরজা খোল দো হীরা সিং—ঐ জেনানা গাড়িমে উঠেগি—

সব যেন নিঃশব্দে সম্পন্ন হলো।

বড় বেগম সাহেবা গাড়িতে উঠতে গাড়ি চলতে শুরু করে অজান্তা হোটেলের দিকে।

কিরীটী বলেছিল নাটকের শেষ দৃশ্য অভিনীত হবে আজ রাত্রেই সম্ভবতঃ হোটেল অজান্তাতেই। কি তখনো বুঝিনি, কল্পনাও করতে পারিনি নাটকের শেষ দৃশ্যটা কি হতে পারে।

তবে নিঃসন্দেহে ভিতরে ভিতরে একটা রীতিমত উত্তেজনা অনুভব করছিলাম।

॥ ৮ ॥

বোরখা ঢাকা বেগম সাহেবা আমাদের গাড়িতে উঠবার পর গাড়ি পুনরায় চলতে শুরু করতেই কিরীটী তার হাতের বাক্সটা পার্শ্বস্থ উপবিষ্ট বেগম সাহেবার হাতে দিয়ে বললে, এগুলো পরে নিন বেগম সাহেবা।

বোরখা না সরিয়েই গাড়ির আবছা আবছা অন্ধকারে বেগম সাহেবা দেখলাম কিরিটীর দেওয়া গহনাগুলো পরে নিলেন।

আপনাকে যেমন যেমন বলেছি মনে আছে ত।

নিঃশব্দে মাথা হেলালেন বেগম সাহেবা।

হলে ঢুকে আমি আপনার পরিচয়টা সুযোগ সুবিধা মত এক সময় নবাব সাহেবের সঙ্গে করিয়ে দেবো। কিন্তু তার আগেই বোরখা কিন্তু খুলে ফেলবেন।

বেগম সাহেবা আবার সম্মতিসূচক মাথা হেলালেন।

গাড়ি এক সময় আমাদের এসে অজান্তা হোটেলের সামনে দাঁড়াল। দরোয়ান গাড়ির দরজা খুলে দিল। আমরা একে একে গাড়ি থেকে নামলাম।

কার্পেট মোড়া বিরাট লম্বা করিডোর অতিক্রম করে আমরা হোটেলের ব্যাংকোয়েট হলে প্রবেশ করলাম।

ব্যাংকোয়েট হলের মধ্যে মৃদু আলোর ব্যবস্থা ছিল—একটা ঝাপসা ঝাপসা আলো আঁধারী—কিন্তু তাহলেও হলের মধ্যে জমায়েৎ সকলেরই খুব স্পষ্ট না হলেও চেহারা ও বেশভূষা দেখা যাচ্ছিল।

শহরের যাবতীয় উচ্চ অভিজাত মহলের নরনারীই বোধহয় সে রাত্রে সেখানে জমায়েৎ হয়েছিল। বিচিত্র সাজ—বিচিত্র তার রং

বেরং মনে হচ্ছিল যেন অসংখ্য রঙিন প্রজাপতি ডানা মেলে সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বহু কণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন—হাসির তরঙ্গ রণরণিয়ে চলেছে—আর চলেছে গ্লাসের পর গ্লাস মদ্যপান। নারী পুরুষ প্রত্যেকেরই হাতে ধরা গ্লাস—কেউ মধ্যে মধ্যে চুমুক দিচ্ছে কেউ হাতে করে আলাপ করছে পাশের কোন নারী বা পুরুষের সঙ্গে।

কিরীটী গাড়িতে আসতে আসতে বেগম সাহেবাকে নির্দেশ দিয়েছিল সে যে হল-ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই তার মুখের বোরখা অপসারিত করবে, কিন্তু দেখা গেল তিনি তা অপসারিত করলেন না। বুঝলাম কিরীটী নির্দেশ দিলেও তিনি বড় ঘরের পর্দানশীন বেগম বলেই হয়ত বোরখা মুখ থেকে তুলতে পারছেন না।

চিরন্তন সংস্কারের সঙ্গে স্বাভাবিক রীতিই হয়ত তাকে বাধা দিচ্ছে। বেগম সাহেবা প্রথমটায় আমাদের পাশে পাশেই ছিলেন একটু পরেই লক্ষ্য করলাম তিনি আর আমাদের পাশে নেই। ভিড়ের মধ্যে কখন এক সময় মিশে গিয়েছেন।

হঠাৎ এদিক ওদিক তাকাতে নজরে পড়ল আমাদের তাজুদ্দীন সাহেবকে—তিনিও এসেছেন পার্টিতে তবে চোখে তার রঙিন কাচের চশমা তা সত্ত্বেও তাকে চিনতে কিন্তু আমাদের কষ্ট হয় না। কিন্তু তার সঙ্গে নবাব সাহেব ও ছোটি বেগম সাহেবাকেও দেখতে পেলাম।

ছোটি বেগম বোরখা ব্যবহার করেন নি আর যা সেজেছেন তিনি তাকে মুসলমানী খানদানী সাজ বলা চলে না।

আধুনিক সজ্জায় তাকে যেন একটি রঙীন প্রজাপতির মতই মনে হচ্ছিল।

ক্রমশঃ যত রাত বাড়তে থাকে অফুরন্ত ঢালোয়া মদ্যপানে যেন সকলে বেসামাল ও উচ্ছৃংখল হয়ে উঠতে থাকে।

আমরা দুজনেই দর্শক। চেয়ে চেয়ে দেখছি। তখনো জানি না

কিরীটীর সে রাত্রে ওখানে আসার আসল উদ্দেশ্যটা কি। কারণ কিরীটী এক পেগের বেশী মদ্যপান করেনি। গ্লাসটা তার হাতেই ধরা রয়েছে। রাত্রি আরো গভীর হয়।

হঠাৎ এক সময় নজরে পড়লো নবাব সাহেব ও বড় বেগম সাহেবা দুজনে হলের সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে হল-ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন—বাইরের লনে।

এবং ব্যাপারটা যে কেবল আমাদের দুজনারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তাই নয়—ছোট বেগম সাহেবারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল কারণ ওরা হল-ঘর থেকে বের হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়—অর্থাৎ নবাব সাহেব ও বড় বেগম সাহেবা হল-ঘর থেকে বের হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ছোট বেগম সাহেবাও তাদের অনুসরণ করে হল-ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন, এবং তার সঙ্গে তাজুদ্দিন সাহেবও। ফিস ফিস করে বললাম, কিরীটী ওরা যে চলে গেল।

অন্য কোথাও নয়, কিরীটী পূর্ববৎ চাপা গলায় বললে, হলের বাইরেই লন আছে, সেই লনেই সম্ভবত গেছে—আয় আমার সঙ্গে—ব্যাপার সুবিধা মনে হচ্ছে না—শেষ পর্যন্ত—

কিন্তু কথাটা আর শেষ করলনা কিরীটী, নিঃশব্দে দ্রুত হল-ঘর থেকে বের হলো—আমি ওকে অনুসরণ করলাম, হ ের মধ্যে তখন সুরাপানে মত্ত নরনারীদের আব্রুহীন যৌন উচ্ছৃংখলতায় কলোচ্ছ্বাস যেন সর্বত্র বহে যাচ্ছে। হল-ঘরের আলো এত কম যে আলো-ছায়ার একটা অস্বচ্ছ কুয়াশা যেন সর্বত্র। এই আজকের তথাকথিত সমাজের কৃষ্টি ও আভিজাত্যের সুস্পষ্ট ছবি। সুরা-সিগারেট ও নানা ধরনের বিলাতী ও ফরাসী সুগন্ধের মিশ্রণে ঘরের বাতাস যেন গরম—অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

বাইরে এসে মুক্ত আকাশের তলে ঠাণ্ডা হাওয়ায় যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বুকে ভরে নিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বিস্তীর্ণ লন,

চারিদিকে নানা ধরনের ফুল গাছ, মধ্যখানে একটা ফোয়ারা থেকে বৃষ্টিকণার মত জল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে নীচের জলাশয়ে অবিরাম।

এখানে ওখানে কিছু বড় বড় পামট্রিকুঞ্জ—আর মধ্যে মধ্যে বসবার জায়গা। অন্ধকার রাত। চাঁদ ছিল না আকাশে—ছিল অগণিত নক্ষত্র কেবল। নক্ষত্রের স্তিমিত আলোয় একটা আলো-ছায়ার রহস্য যেন চারিদিকে সূক্ষ্ম মসলিনের পর্দার মত দুলছিল। বাইরে এসে—প্রথমটায় তাই নজরে পড়েনি আমার কিন্তু কিরীটির তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল লনের কোথায় নবাব সাহেব ও বড় বেগম সাহেবা ঘনিষ্ঠ ভাবে মুখোমুখি একটা হাসনুহানার ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন।

কিরীটী আমার গা টিপে সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। মাঝখানে হাত বার তেরর ব্যবধান ওদের সঙ্গে আমাদের।

কয়েকটা মুহূর্ত অপেক্ষা করেই অন্ধকারে শিকারী বিড়ালের মত পা টিপে টিপে লনের ঘাসের উপর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল কিরীটী সেই ঝোপটার দিকে, বলাই বাহুল্য আমি তার পিছনে পিছনে এগিয়ে চললাম।

কোন নাটক যে আমাদের সামনে ঐ মধ্যরাত্রে একটু পরেই অভিনীত হতে চলেছে তখনো বুঝতে পারিনি। কিরীটীও কোন ইঙ্গিত মাত্র দেয়নি। তবে আমার সমস্ত সতর্ক ইন্দ্রিয় যেন বলছিল ঘটবে—একটা কিছু ঘটবে। এবং সেই ঘটনার জন্য কিরীটী প্রস্তুত হয়েই হল-ঘর থেকে বের হয়ে এসেছে। যদিও ঘুনাক্ষরেও সে আমাকে এখন পর্যন্ত কিছু জানতে দেয়নি।

একেবারে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে নবাব সাহেব ও বড় বেগম সাহেবা দাঁড়িয়ে ঝোপের ধারে ঝুপসী অন্ধকারে। একটু যেন উত্তেজিত ও চাপা কর্কশ কণ্ঠে ওরা যে কি বলছে পরস্পর পরস্পরকে, বোঝবার

উপায় ছিল না যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে, দেখলাম কিরীটী তখনো নিঃশব্দে ঐ ঝোপের দিকে পামট্রিগুলোর আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চলেছে।

আমিও ওদের অনুসরণ করলাম, ছোট বেগম সাহেবাকে তখনো আমি দেখতে পাইনি অথচ তিনিও ওদের অনুসরণ করে হল-ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিলেন ইতিমধ্যে আগেই তা বলেছি।

কাছাকাছি যেতেই ঝোপটার কাছ থেকে একটা চাপা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর আমাদের কানে এলো। নারী কণ্ঠস্বর, নেহি নেহি, ছোড় দিজিয়ে—মুঝে যানে দিজিয়ে—বুঝলাম বড় বেগম সাহেবা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন।

নবাবের নেশায় জড়ানো কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ইতনি জলদি মেরিজান।

তারপরই অন্ধকারে একটা ধস্তাধস্তি—আর সেই মুহূর্তে তীক্ষ্ণ পুরুষ কণ্ঠের একটা যন্ত্রণাকাতর অস্ফুট আর্তনাদ শোনা গেল।

চকিতে কিরীটী দ্রুতপায়ে সামনের দিকে অন্ধকারে ছুটে গেল।

॥ ৯ ॥

যা ঘটবার ঘটে গিয়েছিল।

আবছা আবছা অন্ধকারে দেখলাম ঝোপের সামনে মাটিতে পড়ে একটা দেহ যন্ত্রণায় ছটফট করছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দ্রুত ধাবমান একটা পদশব্দ কানে এলো।

কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে ছুটলো সেই ধাবমান পদশব্দ লক্ষ্য করে লনের অন্যপ্রান্তে।

হতভম্ব আমি প্রথমটায় বুঝতে পারিনি কে মাটিতে পড়ে—কিন্তু বিহ্বলতা কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পকেট থেকে টর্চ বের করে আলো জ্বালাতেই সেই আলোয় সামনের দিকে নজর পড়ায় আমি যেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

পৃষ্ঠে আমূল ছুরিকাবিদ্ধ যে দেহটা পড়ে আছে উপুড় হয়ে—রক্তে ভেসে যাচ্ছে—সে আর কেউ নয় নবাব সমশের আলী।

দেহটা তখনো মৃদু মৃদু আক্ষেপ করছিল।

নীচু হয়ে আমরা ভাল করে দেখতে যাবো একটা অস্ফুট আর্ত নারীকণ্ঠ কানে এলো একেবারে আমার পশ্চাতেই।

ইয়া আল্লা—

ফিরে তাকালাম—ছোটি বেগম সাহেবা।

আশে পাশে তখন বড় বেগম সাহেবার চিহ্নমাত্রও ছিল না।

ছোটি বেগম ছুরিকাহত নবাবের রক্তাপ্লুত দেহটার সামনে বসে পড়ে তখন কাঁদতে শুরু করেছেন।

একটু পরেই কিরীটী ফিরে এলো ঘটনাস্থলে।

কিরীটী—

কিরীটী আমার ডাকে কোন সাড়া না দিয়ে প্রথমেই দেহটা পরীক্ষা করলো এবং নবাব সাহেবের বুকপকেট থেকে পার্সটা বের করে নিল তারপর বললে মৃদুকণ্ঠে, সব শেষ, আমার সামান্য একটু ভুলের জন্য নবাব সাহেবকে প্রাণ দিতে হলো—তবে আজ বাঁচলেও পরে হয়ত ওকে আমি বাঁচাতে পারতাম না—প্রাণ ওকে দিতেই হতো, ওর নিজের পাপের মাশুল ওকে দিতেই হতো—

বলাই বাহুল্য ব্যাপারটা চাপা রইলো না।

কিরীটি ম্যানেজারকে গিয়ে সংবাদটা দিতেই পুলিসে ফোন করে দেওয়া হলো।

হলের মধ্যে তখনো সুরাপান ও হৈ হল্লা আরো চরমে উঠেছে, ওরা কিছুই জানতে পারেনি বাইরের মর্মান্তক ঘটনার কিছু।

মৃতদেহ পুলিসের জিম্মায় তুলে দিয়ে আমরা আরো অনেকক্ষণ সর্বত্র লনের মধ্যে ও হল-ঘরে বড় বেগম সাহেবার সন্ধান করলাম কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পেলাম না।

কিরীটী যেন মনে হলো কি ভাবছে। সে যেন বেশ চিন্তান্বিত।

ছোট বেগম সাহেবাকে তার আব্বাজানের গৃহে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, ভদ্রমহিলা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন।

কিরীটী তখনো আশে পাশে অকুস্থানে হাতের জোরালো টর্চের আলো ফেলে ফেলে দেখছে হঠাৎ মাটি থেকে কয়েকটা ভাঙা কাচের চুড়ির টুকরো ওর নজরে পড়ায় তুলে নিল নিচু হয়ে।

কি ওগুলো।

রেশমী চুড়ির টুকরো। বলতে বলতে হঠাৎ যেন কিরীটীর দুচোখের তারা দুটো কি এক দ্যুতিতে ঝক্ ঝক্ করে ওঠে। বলে, এ চুড়িগুলো চিনতে পারছিস সুব্রত!

না ত, কার।

বড় বেগম সাহেবার—

বলিস কি—তবে কি! একটা সম্ভাবনা যেন চকিতে আমার মনের মধ্যে উদয় হয়।

চল—এখুনি একবার কড়েয়ায় নবাব সাহেবের বাড়িতে যেতে হবে—

দুজনে আর কালবিলম্ব না করে তখুনি বের হয়ে পড়লাম।

রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে এগারটা। হলের মধ্যে মদ্যপান ও হৈ হুল্লোড় সংযমের বাঁধ তখন বুঝি ভেঙেছে।

প্রায় মধ্যরাত্রির শীতের নির্জন পথ ধরে আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে।

কিরীটী আমার পাশে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। মুখে তার পাইপ।

শেষ পর্যন্ত তাহলে, বললাম আমি, বড় বেগম সাহেবাই—

আমার কথা থামিয়ে দিয়ে কিরীটী বললে, Fool! I was a big fool. আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল—ঐ নিস্তব্ধতার কারণ কি! Yet I must admit—স্বীকার আমাকে করতেই হবে সুব্রত—হত্যাকারী was not only clever—very much clever—শুধু তাই নয়—প্রচণ্ড দুঃসাহস তার—সামান্য এক নারী—

তাহলে কি—

কিন্তু এবারও আমার কথা শেষ হলো না। কিরীটী আমার কথায় যেন কান না দিয়েই হীরা সিংকে চাপা গলায় নির্দেশ দিল—হীরা সিং—Quick এয়ারপোর্ট চল।

এয়ারপোর্ট।

হ্যাঁ—জলদী চলো।

আমাদের গাড়ি ঘুরে এয়ারপোর্টের দিকে ছুটলো।

বললাম, হঠাৎ এয়ারপোর্ট কেন? সেখানে কি?

একদম মনে ছিল না একটা কথা সুব্রত—

কি?

মস্কোর একটা international flight করাচী হয়ে যায়—আর সেটা ঠিক বারটা পঞ্চান্নয় ছাড়ে—

কিন্তু—

হঠাৎ মনে পড়লো—আমার এক বন্ধুর আজ ঐ flight এ ফ্রাঙ্কফুর্ট যাওয়ার কথা—

কড়েয়ার বাড়িতে যাবি না।

হ্যাঁ—এয়ারপোর্ট থেকে যাবো।

কিন্তু ইতিমধ্যে—

কি।

বড় বেগম সাহেবা যদি গা ঢাকা দেন।

পালাবেন কোথায়? পুলিস সর্বত্র তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে—

এয়ারপোর্টে যখন এসে পৌঁছলাম—ইনটারন্যাশনাল ফ্লাইটটা ছাড়তে তখনো মিনিট চল্লিশেক বাকী।

কনকনে শীতের রাত।

তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে আমরা লাউঞ্জে গিয়ে প্রবেশ করলাম। দূর থেকেই কাউন্টারের সামনে নজরে পড়ল এক বোরখা পরিহিতা মুসলমান মহিলা ও এক প্রৌঢ়কে।

প্রৌঢ়ের পরিধানে পায়জামা ও শেরওয়ানী—মাথায় ফেজ, মুখে কাঁচাপাকা চাপ দাড়ি, গোঁফ কামানো। হাতে একটা লাঠি। ওরা কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বোধহয় টিকিট চেক করাচ্ছেন, পাশে আরো কয়েকজন বিদেশী ও বিদেশিনী।

সুব্রত দাঁড়া এখানে—আমি আসছি—কথাটা বলেই কিরীটী চলে গেল।

মিনিট পনেরর মধ্যেই কিরীটী ফিরে এল—সঙ্গে তার এয়ারপোর্ট পুলিসের একজন অফিসার।

ওরা দুজনে লাউঞ্জের পশ্চিম দিকে একটা নিরালা সোফার দিকে এগিয়ে গেল, বলা বাহুল্য আমিও ওদের অনুসরণ করলাম।

একটা সোফার পর সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক ও সেই বোরখা পরিহিতা মহিলা।

পুলিস অফিসারই কথা বললেন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে সম্বোধন করে, আপলোক ফ্লাইট নাম্বার ৭৬৯ সে যা রহে হেঁ—

জী, কিঁউ?

গলা শুনে আমি চমকে উঠেছি—

If you don't mind what's your name please।

হায়দার খান।

আপকা সাথ ইয়ে—

হামারা জেনানা।

May I have a look at your passport!—both of yours.

কিঁউ নেহি—বলে প্রৌঢ় ভদ্রলোক তার পকেট থেকে পাসপোর্ট দুটো বের করলেন—

॥ ১০ ॥

পুলিশ অফিসার পাসপোর্ট দুটো খুলে পাশাপাশি ধরতেই কিরীটীর সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঝুঁকে পড়লাম পাসপোর্টের ফটো দেখবার জন্য।

সঙ্গে সঙ্গে আবার দ্বিতীয় চমক।

এবং প্রথম বারের চমক যে আমার মিথ্যা নয় তাও প্রমাণিত হয়ে গেল।

কিরীটী চোখের ইঙ্গিতে যেন কি বললো পুলিস অফিসারকে—অফিসার পাসপোর্ট দুটো নিজের পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, I am sorry Mr. Khan—এই flight-এ আপনাদের যাওয়া হতে পারে না—

মাইকে তখন ঘোষণা শুরু হয়েছে Passangers bounded to Karachi, Moscow, Frankfurt are requested to proceed towards the Customs counter for their checkings of lugges—

হায়দার খান মনে হলো যেন রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। বললেন—ইসকা মতলব—

আপ দোনোকো হামারা সাথ পুলিস স্টেশন পর্ জানে পড়েগা।

But why! why the hell—we should go to the Police station.

ঐ সময় কিরীটী সহসা হাত বাড়িয়ে খান সাহেবের দাড়িটা করে ধরে এক হেঁচকা টানে নকল দাড়ি তার মুখ থেকে খসিয়ে সাহেব—সবার চোখে ধুলো দিতে পারলেও

আমার চোখে আপনি পারেন নি—now without creating a scene here—আপনার সঙ্গিনীকে বলবেন কি—আপনার সঙ্গে তাকেও পুলিস স্টেশনে যেতে—

তাজুদ্দীন সাহেব থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন সত্যি।

ফ্যাল ফ্যাল করে কয়েকটা মুহূর্ত কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কিন্তু আমাকে ও আমার বেগমকে থানায় যেতে হবে কেন? কি করেছি আমরা?

আপনার পরামর্শমত উনি কিছুক্ষণ আগে নবাব সমশের আলীকে অজান্তা হোটেলের লনে হত্যা করেছেন—

What nonsense—কি পাগলের মত যা তা বলছেন।

চলুন থানায় সেখানেই সব প্রমাণ পাবেন!

বেশ—চলুন—

দেখলাম হঠাৎ যেন ভদ্রলোক শান্ত হয়ে গেলেন।

পুলিসের সশস্ত্র-প্রহরায় তাদেরই ভ্যানে ওদের তুলে দেওয়া হলো আর আমরা আমাদের গাড়িতেই অগ্রবর্তী পুলিসের ভ্যানকে অনুসরণ করলাম।

কোথায় আপাততঃ যাচ্ছি আমরা কিরীটী! জিজ্ঞেস করলাম।

রাত ক'টা হয়েছে রে, কিরীটী শুধাল।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, রাত সোয়া একটা—কিন্তু যাচ্ছিস কোথায় থানায় না বাড়িতে।

আগে একবার সাহেবের কড়েয়ার বাড়িতে—

সেখানে এত রাত্রে?

নাটকের শেষ দৃশ্য তো এখনো অভিনীতই হলো না।

তার মানে।

হোটেলের ব্যাপারটা ত নাটকের climax নয়—

মানে এখনো climax বাকী আছে নাকি।

আছে বৈকি! তাছাড়া—

তা ছাড়া আবার কি!

নাটক যেমন মঞ্চে সব চাইতে ভাল এবং ঠিক ঠিক জমে তেমনি এ ধরনের হত্যারহস্য জনিত নাটকও জমে সেইখানেই যেখানে প্রথম রহস্যের বীজ অংকুরিত হয়।

হাসতে হাসতে বললাম, তুই যে দেখছি দিনকে দিন ক্রমশঃ কবি হয়ে উঠছিস।

কবি নয় রে—তাছাড়া কবিতা কোথায় নেই বল জীবনে—চোখে সব সময় আমাদের পড়ে না তাই নচেৎ জন্মের সঙ্গে যেমন কবিতা আছে মৃত্যুর সঙ্গেও আছে।

তারপর একটু থেমে বললে, বর্তমান রহস্যের বীজ বল অংকুরোদগম বল বেগম সাহেবার অপহৃত মণিকুণ্ডলের মধ্যেই ছিল। ঐ মণিকুণ্ডল জোড়া যদি চুরি না যেত বেগম সাহেবা যদি আমার কাছে না আসতেন ছুটে—এবং তার পিছনে পিছনে ছোটি বেগম সাহেবা ও নবাব সাহেব তাহলে হয়ত আজ হতভাগ্য নবাব সাহেবকে ঐ ভাবে বোধহয় প্রাণটা দিতে হতো না।

বুঝলি সুব্রত—মানুষের যতগুলো রিপু আছে তার মধ্যে যে আদিমতম রিপু—তার কার্যকলাপটা সত্যিই বিচিত্র—মানুষের চিন্তা ধারণাও বোধগম্যের বাইরে। সেই কবে মদনভস্মের সঙ্গে যে কাহিনী শুরু হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি চলেছে আজো যুগ যুগ ধরে।

মানুষের শিক্ষা—কৃষ্টি রুচি কিছুই সেই আদিমতম রিপুর অব্যাহত গতি আজ পর্যন্ত রোধ করতে পারেনি—যার ফলে মানুষ যে এক জায়গায় পশুরও অধম—সেটাই বার বার প্রমাণিত হয়ে চলেছে। যাক আমরা বোধহয় এসে গেলাম—

হীরা সিং নবাব সাহেবের বাড়ি—

ঠিক হ্যায়—

হীরা সিং গাড়ি চালাতে লাগল।

বাড়ির গেটের সামনে এসে যখন আমাদের গাড়ি দাঁড়াল মধ্য-রাত্রি উত্তীর্ণ হয়েছে, একটা স্তব্ধতা যেন চারিদিকে।

কোথাও কোন সাড়া নেই—শব্দ নেই।

পুলিসের ভ্যানটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলো। কেবল পুলিস অফিসার মিঃ বাসুকে ডেকে নিল কিরীটী আমাদের সঙ্গে।

আমি কিরীটী আর মিঃ বাসু।

কিরীটী যে হঠাৎ কেন অত রাত্রে ঐ লনে এলো তখনো বুঝে উঠতে পারিনি, তবে এটা বুঝতে পারছিলাম বিশেষ কোন অভিসন্ধি নিয়েই কিরীটী অত রাত্রে সোজা এয়ারপোর্ট থেকে নবাব সাহেবের কড়েয়ার বাড়িতে হানা দিয়েছে। এবং অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনেই।

মিঃ বাসু—

বলুন মিঃ রায়—

আমি হুইসেল দিলেই আপনি বোরখা পরিহিতা বেগম সাহেবাকে উপরে নিয়ে আসবেন—but be carefull ও কিন্তু সাক্ষাৎ কালনাগিনী—এতটুকু সুযোগ পেলে ছোবল দিতে দেরী করবে না।

ঠিক আছে।

চল সুব্রত—তাহলে আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন।

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে দরজার কলিং বেল টিপল।

বার দুই বেল টিপবার পরই ভৃত্য আবদুল এসে সদর দরজা খুলে দিল।

কাকে চাই—

ছোটি বেগম সাহেবা এখানে আছেন না?

জী, একটু আগেই এসেছেন।

চল তার ঘরে যাবো।

আবদুল ইতস্ততঃ করে, কিন্তু আমাদের পাশেই পুলিস অফিসার মিঃ বাসুকে দেখে আপত্তি করতে সাহস পায় না বোধহয়।

একটু বিব্রত হয়েই যেন বলে, চলুন—

ভিতরে প্রবেশ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কিরাটী শুধায়—আর কেউ সে ঘরে আছে?

বলতে পারি না।

ঘরের দরজা ভেজান ছিল।

মৃদু নক্ করতে ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে সাড়া এলো—কে।

আবদুল বোধহয় আমাদেরও পুলিসের লোক ভেবেছিল। বললে, পুলিস।

ভিতরে আসতে বল।

আমরা ভিতরে ঢুকলাম।

এ সেই ঘর—নবাব সাহেবের শয়নকক্ষ।

ঘরময় জিনিসপত্র ছড়ানো—দুটো আলমারার দরজাই হাট করে খোলা—তার ভিতরকার জিনিসপত্রও এলোমেলো

ঘরের ভিতর একটা সোফায় বসে ছোটি বেগম সাহেবা নুরুন্নেশা। মাথার চুল উসকো-খুসকো—সমস্ত মুখ জুড়ে নিদারুণ একটা হতাশা যেন প্রকট হয়ে উঠেছে। আমরা ঘরে ঢুকতেই নুরুন্নেশা বেগম আমাদের মুখের দিকে তাকালেন—কেমন যেন বোবা অসহায় শূন্য দৃষ্টি।

কি হলো ছোটি বেগম সাহেবা, পেলেন না কুণ্ডল জোড়া। কিরীটী শান্ত গলায় প্রশ্ন করল।

আপনার বোঝা উচিত ছিল ছোটি বেগম সাহেবা যে সে কুণ্ডল জোড়া আপনার খুঁজে বের করা সম্ভব কোন দিনই ছিল না।

ছোটি বেগম সাহেবা কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়েই আছে শূন্য দৃষ্টিতে। তখনো কিরীটীর কথাগুলো তার কানে প্রবেশ করেছে বলে মনে হলো না।

কিরীটী এরপর তার পকেট থেকে একটা কালো পার্স বের করে ছোটি বেগমের সামনে এগিয়ে ধরল—দেখুন—কুণ্ডল জোড়া হয়ত এর মধ্যেই আছে।

সহসা যেন হাত বাড়িয়ে প্রসারিত হাত থেকে কালো পার্সটা বাঘিনীর মত ছিনিয়ে নিয়ে ভিতরে ঘাঁটতেই এক জোড়া কুণ্ডল বের হয়ে এলো।

ছোটি বেগমের চোখের মণি দুটো লালসায় চিক্ চিক্ করে ওঠে।

কিরীটী ঐ সময় শান্ত গলায় বললে, ছোটি বেগম সাহেবা, ঐ কুণ্ডল পাওয়া না পাওয়া আজ মিথ্যা—

কি বললেন ?

ঠিকই বলছি—সেফের মধ্যে যে সব জুয়েলস ছিল তা আগেই একজন বের করে নিয়েছে—সেফ খুলে দেখতে পারেন—সেফ খালি।

তথাপি ছোটি বেগম বিশ্বাস করছিল না বোধহয় কিরীটীর কথা। ছুটে গিয়ে দেওয়ালের গায় সেফটা কুণ্ডল জোড়ার সাহায্যে খুলে ফেললেন তখুনি।

কিন্তু দেখা গেল কিরীটীর কথাই সত্যি। সেফ শূন্য। তার মধ্যে জুয়েলসের বাক্সটা নেই।

বিশ্বাস হলো ত এখন ; কিন্তু এখন বলুন—সে রাত্রে বড় বেগম সাহেবার পানীয়ে কে ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে দিয়েছিল—আর কার পরামর্শে।

তাজুদ্দীন—হ্যাঁ তাজুদ্দীনই—

কিন্তু জানেন কি সে আপনাকে ফাঁকি দিয়ে আজ রাত্রের প্লেনে

পাকিস্তান—চলে গিয়েছে—সে যে বলেছিল কাল যাবে? চিৎকার করে উঠলেন ছোটি বেগম।

যেতে পারেনি। কিরীটী বললে।

পারে নি? তবে কোথায় সে?

কিরীটী জানালার ধারে গিয়ে হুইশেল বাজাল। এবং হুইশেল বাজিয়ে ফিরে এসে ছোটি বেগম সাহেবার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, বুঝতে পারছেন বেগম সাহেবা লোভের মাশুল আপনাকে কি মর্মান্তিক ভাবেই না শোধ করতে হলো।

আমি—

জানি আপনি ভুল করেছিলেন কিন্তু একজন নারী হয়ে এতবড় ভুলটা করলেন কি করে।

উঃ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি—দিদির মনে ঐ ছিল—ভাবতে পারিনি সামান্য কয়েকটা জুয়েলসের জন্য সে তার স্বামীকে পর্যন্ত হত্যা করতে পারে।

কিন্তু আমি সে কথা বলছি না ছোটি বেগম সাহেবা—আমি বলছিলাম—কিন্তু কিরীটীর কথা শেষ হলো না, মিঃ বাসু তাজুদ্দীনকে হাতকড়া পরা অবস্থায় ও বোরখা ঢাকা বড় বেগম সাহেবাকে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন।

তাজুদ্দীনকে দেখে নুরুন্নেশা যেন পাগলের মতই চিৎকার করে উঠলো, তাজ—you traitor—filthy snake—

দাঁড়ান—দাঁড়ান ছোটি বেগম ব্যস্ত হবেন না, কিরীটী বললে ওর ন্যায্য প্রাপ্য শাস্তি আদালতই দেবে। কিন্তু দেখুন ত - বোরখা ঢাকা বড় বেগম সাহেবার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে শান্ত গলায় কিরীটী বললে, ওকে চিনতে পারছেন কি না? আমাদের এই বোরখা আবৃতাকে।

চিনতে পারবো না কেন? বড় বেগম সাহেবা—ব্যঙ্গ মিশ্রিত কণ্ঠে বললে নুরুন্নেশা বেগম।

হ্যাঁ উনিই আপনার স্বামীর হত্যাকারী—তাই না? তবে উনি বড় বেগম সাহেবা নন—কিরীটী শান্ত গলায় বললে একটু থেমে থেমে।

তবে কে! Who? who is she?

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে সহসা একটানে ক্ষিপ্র হাতে বোরখা আবৃতা নারীর বোরখাটা মুখ থেকে তুলে দিতেই সকলের গলা থেকেই যেন একটা অস্ফুট বিস্ময়ের ধ্বনি নির্গত হলো।

একি—মরিয়ম—

ছোটি বেগম বললেন, মরিয়ম তুই! তোর এই জঘন্য কাজ!

মরিয়ম নির্বাক।

কিরীটী এবারে মরিয়মের দিকে তাকিয়ে বললে, মরিয়ম তুমি অতীব ধূর্ত সন্দেহ নেই—কিন্তু তুমি জান না আজ সন্ধ্যায় বড় বেগম সাহেবাকে যখন আমি ফোন করি তুমি ফোন ধরে আমার সঙ্গে কথা বললেও তোমার গলা যে বেগম সাহেবার নয় সেটা বুঝতে আমার কষ্ট হয় নি। আর বুঝতে পেরেও চুপ করেছিলাম বলেই তুমি এত সহজে আমার পাতা ফাঁদে পা দিয়েছিলে। কিন্তু তুমি আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলে কেমন করে জান?

ফোনে আমার কথার জবাব কেমন হাঁ হুঁ করে সারছিলে যখন সঙ্গে সঙ্গে মনে আমার সন্দেহ হয় তাই যাচাই করবার জন্য তুমি ফোন ছেড়ে দেবার একটু পরেই দ্বিতীয়বার আবার যখন ফোন করলাম ফোনের লাইন এনগেজড পেলাম অর্থাৎ তুমি লাইনটা কেটে রেখেছিলে প্লাগ থেকে তারটা খুলে—চেয়ে দেখো এখনো লাইনটা খোলাই আছে প্লাগ থেকে—ফোনটা আবার প্লাগে লাগিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছিলে। এমনিই হয় ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

আমরা চেয়ে দেখলাম কিরীটীর কথা মিথ্যা নয়—প্লাগে ফোনের কানেকশনটা খোলা। কিরীটী আবার বলে, পাছে বড় বেগম

সাহেবার কাছে ব্যাপারটা ধরা পড়ে যায় বলেই তুমি ওই কাজ করেছিলে। অবিশ্যি এও বলব—আমি যখন বড় বেগম সাহেবাকে ফোন করি ভাগ্যক্রমে তুমি এই ঘরে ছিলে এবং ফোনে আমার গলার স্বর শুনেই বুঝতে পেরেছিলে আমি কে! সমস্ত ব্যাপারটাই একটা আকস্মিক যোগাযোগ।

এবার বল ত মরিয়ম বড় বেগম সাহেবা কোথায়, তাকেও কি নবাব সাহেবার মত তুমি আর তাজুদ্দীন সাহেব দুজনে মিলে শেষ করে দিয়েছ না এখনো সে জীবিত।

মরিয়ম নির্বাক।

কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি থেকে যে ঘৃণা আর অবজ্ঞা ঝরে পড়ছিল সেটা বুঝতে আমাদের কারুরই কষ্ট হয় না।

কিরীটী ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললে, সুব্রত, ওর মুখ থেকে কোন কথাই বের করা যাবে না—মিঃ বাসু আপনি আর সুব্রত বাড়িটা খুঁজে দেখুন, আমার ধারণা বড় বেগম সাহেবা এই বাড়ির মধ্যেই কোথাও না কোথাও আছেন। অবিশ্যি জানি না হতভাগিনী এখনো জীবিতা আছেন কিনা। আমি এখানেই রইলাম।

আমি আর মিঃ বাসু তখুনি ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম।

প্রথমেই পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

কিন্তু বেশী খোঁজাখুঁজি করতে হলো না। ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের মধ্যেই বড় বেগম সাহেবাকে পাওয়া গেল। হাত মুখ বাঁধা অবস্থায় বাথরুমের মধ্যেই পড়ে আছেন বড় বেগম সাহেবা দেখা গেল। কিন্তু তার জ্ঞান নেই।

হাত পা ও মুখের বাঁধন খুলে দিয়ে তার চোখে কিছুক্ষণ জলের ঝাপটা দিতেই বড় বেগম সাহেবার জ্ঞান ফিরে এলো। কাতর শব্দ করে চোখ মেলে তাকালেন তিনি।

দেখা গেল মাথায় তার একটা আঘাতের চিহ্ন। বোধহয় কোন

ভারী বস্তুর সাহায্যে মাথায় আঘাত হেনে তাকে অজ্ঞান করে হাত পা মুখ বেঁধে বাথরুমের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছিল।

ধরাধরি করে আমি আর মিঃ বাসু তাকে তার শয়নকক্ষে নিয়ে এলাম।

কেমন বোধ করছেন এখন বড় বেগম সাহেবা। জিজ্ঞাসা করলাম।

ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন বেগম সাহেবা, মাথায় বড় যন্ত্রণা।

কে আপনার মাথায় আঘাত করেছিল জানেন।

না।

জানতে পারেন নি।

না—বসে বসে একটা বই পড়ছিলাম হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে মাথায় আঘাত করেছিল—তারপর আর কিছুই জানি না। একটু জল—

ঘরে সরাইয়ের মধ্যে জল ছিল, জল দিলাম। জলপান করে যেন একটু সুস্থ হলেন।

উঠে এবারে পাশের ঘরে যেতে পারবেন।

পারব।

চলুন তাহলে পাশের ঘরে।

বড় বেগম সাহেবা তখনো বেশ দুর্বল মনে হলো আমাদের—আমিই তাকে ধরে ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গেলাম। ঘরে ঢুকে কিরীটীকে সব কথা বললাম।

বড় বেগম সাহেবা ছোটি বেগম সাহেবার দিকে তাকিয়ে ছিলেন—ছোটি বেগম সাহেবাও বড় বেগম সাহেবার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

ছোটি বেগম সাহেবা।

কিরীটীর ডাকে নুরুন্নেশা বেগম ওর মুখের দিকে তাকাল।

এবার সব স্বীকার করুন—

কি স্বীকার করবো ?

কেন আজ যা যা ঘটেছে।

আমি—আমি কিছু জানি না।

জানেন আপনি সব কিছুই কারণ আপনিই সব নাটের গুরু—

কি বলছেন যা তা মিঃ রায়।

ভুলে যাবেন না বেগম সাহেবা আমি কিরীটী রায়। আমার চোখে আপনি ধুলো দিতে পারেন নি—আর এও ত বুঝতে পারছেন তাসের ঘর আপনার ভেঙে গিয়েছে—the cat is now out of the bag.

What do you mean.

ঠিক যা সত্যি তাই মিন করেছি আমি—কারণ—মরিয়ম নয়—it was you হাঁ আপনিই নবাব সাহেবকে হত্যা করেছেন।

Are you mad! আপনি কি ক্ষেপে গেলেন। তীক্ষ্ণ প্রতিবাদের কণ্ঠে বলে উঠলেন ছোটি বেগম সাহেবা।

না। ক্ষেপিনি—যা বলচি তা সত্যি জেনেই বলচি—আপনিই হত্যা করেছেন আপনার স্বামীকে।

I must warn you Mr. Roy—it is extremely damaging—মানহানিকর।

কিরীটী মৃদু হাসলো। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললে, Damaging ত বটেই! তবে ফাঁসীর দড়িটা এড়াতে পারবেন না।

আমরা ঘরের মধ্যে সকলেই নির্বাক স্তম্ভিত হয়ে তখন দাঁড়িয়ে।

ভাবছেন কেমন করে প্রমাণ করবো কথাটা - তাই না বেগম সাহেবা!—প্রমাণ—হ্যাঁ দুটো মোক্ষম প্রমাণ আমার হাতে আছে—

কি বললেন!

বললাম ত প্রমাণ দুটো আছে আমার হাতে—বলতে বলতে

পকেট থেকে ভাঙা কাচের চুড়ির একটা অংশ ও একটা মেয়েলী হাতের দস্তানা বের করল কিরীটী Look—চেয়ে দেখুন—চিনতে পারছেন এই বস্তু দুটি। একটা ভাঙা কাচের চুড়ির অংশ—আর এই দস্তানাটা—এ দুটোই যে আপনার সেটা প্রমাণ করতে আদালতের কষ্ট হবে না। এ দুটোই আমি হোটেলের বাগানে ঘটনাস্থলে কুড়িয়ে পেয়েছি। হাতে দস্তানা এঁটে আপনার স্বামীকে আপনি ছোরা মেরে হত্যা করেছিলেন যাতে করে ছোরার বাঁটে আপনার হাতের কোন চিহ্ন না পাওয়া যায়—আর আপনার হাতের ঐ কাচের চুড়িগুলোই প্রমাণ করে দেবে ওরই একটা ছোরা মারার সময়ে ভেঙে গিয়েছিল—so, you understand, you are caught red handed !

নির্বাক স্তব্ধ সকলে। বোবা স্তব্ধতা একটা ঘরের মধ্যে।

নুরুন্নেশা বেগম তখন পাথরের মত নিষ্প্রাণ।

কিরীটী মিঃ বাসুর দিকে একবারে চেয়ে বলল, ওকে arrest করুন মিঃ বাসু—আমার কাজ শেষ হয়েছে। তবে মরিয়ম আর তাজুদ্দীন সাহেবকেও ছাড়বেন না। তারাও Conspiracy-র মধ্যে ছিল।

মিঃ বাসুর ইঙ্গিতে একজন সেপাই এগিয়ে গিয়ে নুরুন্নেশার হাতে লোহার বালা পরিয়ে দিল।

বড় বেগম সাহেবা আমি সত্যিই দুঃক্ষিত। কুণ্ডল জোড়া আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারলেও আপনাকে অন্ধ বিশ্বাসের খেসারৎ দিতে হলো। চল সুব্রত—আমরা ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে।

॥ ১২ ॥

পরের দিন কিরীটীর বাড়ির বাইরের ঘরেই বসে কিরীটী সমস্ত ব্যাপারটার বিশ্লেষণ করছিল। ঘরের মধ্যে আমি—মিঃ বাসু ও বড় বেগম সাহেবা ছিলেন। কিরীটী বলছিল, সব ঘটনার মূলেই ঐ অভিশপ্ত মণিকুণ্ডল জোড়া। মাস চারেক আগে তাজুদ্দীন খান লাহোর থেকে এখানে ভারতবর্ষে আসে। এসে ওঠে নবাব সাহেবের গৃহেই। এবং ধূর্ত তাজুদ্দীনের বুঝতে বেশী দেরী হয় না যে নবাব সাহেবের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

বড় বেগম সাহেবা বললেন, আমিই কথায় কথায় ওকে একদিন কথাটা বলেছিলাম।

শুধু তাই নয় আরো একটা কথা নিশ্চয়ই বলেছিলেন—নবাব বংশের রেয়ার জুয়েলসগুলোর কথাও নয় কি।

হ্যাঁ।

সেটাই হয়েছিল আপনার মারাত্মক ভুল।

বুঝতে পারিনি—

জানি। যাই হোক—জুয়েলসগুলোর কথা শুনে তাজুদ্দীনের মনে লোভের সঞ্চার হয়—আর সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবতে শুরু করে কি করে সেগুলো হাতিয়ে সে পাকিস্তানে সরে পড়বে।

এদিকে একটা ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল—

কি। প্রশ্ন করলাম আমি।

খুপসুরৎ চেহারা তাজুদ্দিন খানের—একই সঙ্গে যার ফলে দুটি নারী তার প্রতি আকৃষ্ট হলো—ছোটি বেগম সাহেবা আর মরিয়ম বিবি। ফলে ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেল আপনা হ'তেই দৈবক্রমে তাজুদ্দীনের খানের কাছে।

দুজনার সঙ্গেই ভদ্রলোক প্রেমের খেলা শুরু করলেন। মরিয়ম বিবি আর নুরুন্নেশা বেগম। অথচ দুজনার একজনও ব্যাপারটা সন্দেহ করলো না।

দুজনকেই বোঝালেন খান সাহেব জুয়েলসগুলো হাতিয়ে পাকিস্তানে সরে পড়বেন। দুজনেই সাহায্য করতে লাগলো তাকে।

মরিয়মকে তুই সন্দেহ করেছিলি কখন। প্রশ্ন করলাম আমি।

বড় বেগম সাহেবার মুখ থেকে তার কুণ্ডল চুরির বৃত্তান্ত শুনেই —কারণ পানীয়ের সঙ্গে ঘুমের ঔষধ দিয়ে কুণ্ডল চুরি করা তার পক্ষে যতটা সহজ ছিল অন্য কারো পক্ষে সেটা ছিল না, ঐ সঙ্গে এও বুঝেছিলাম মরিয়মের মত সামান্য এক দাসী কারোর পরামর্শ ব্যতীত ঐ দুঃসাহসিক কাজ করতে পারে না।

কিন্তু সে কে? কে দিয়েছিল পরামর্শ তাকে।

ছোট বেগম সাহেবা—না—এক নারী কখনো অন্য এক নারীকে অতটা বিশ্বাস করতে পারে না।

তাই ভাববার জন্য ব্যাপারটা বড় বেগম সাহেবার কাছে দুদিনের সময় নিয়েছিলাম।

তারপরই নবাব সাহেবের ওখানে গিয়ে খান সাহেবকে দেখে ও তার ছোট বেগমের কথাগুলি শুনে মনে মনে বুঝলাম এর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি আছে—আর সে অন্য কেউ নয়—ঐ আমাদের খান সাহেব।

তারপর।

সঙ্গে সঙ্গে খান সাহেব সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারলাম—তার পাকিস্তান ফিরে যাবার এয়ার প্যাসেজ বুকড্ হয়ে গিয়েছে। বুঝলাম তখন যা কিছু ঘটার ঐ রাত্রেই ঘটবে। আর ঐ পার্টিই হচ্ছে সব চাইতে বড় সুযোগ। তাই পার্টিতে যাই আমি। এখন কথা হচ্ছে মরিয়ম বিবিকে চিনতে পারা সত্ত্বেও কেন তাকে

সেটা জানতে দিলাম না। জানতে দিইনি এই কারণে তাহলে অত সহজে মরিয়ম বিবিকে ধরতে পারতাম না।

নবাব সাহেবও কি মরিয়মকে চিনতে পারেন নি! প্রশ্ন করলাম আমি, সে রাত্রে।

নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছিল।

তবে!

লনে নিয়ে গিয়েছিল তাকে নুরুন্নেশা ও তাজুদ্দীন সাহেবের ব্যাপারটা জেনে নেবার জন্য। কিন্তু হতভাগ্য জানতেন না ঐ রাত্রেই তাজুদ্দীন ও নুরুন্নেশা মতলব করেছিল তাকে শেষ করে ফেলার জন্য।

তাহলে every thing was pre-arranged।

তার সবটাই স্থির মস্তিষ্কের পূর্ব-পরিকল্পিত ব্যাপার ছিল—হয়ত--

কি

তাজুদ্দীন খান ও নুরুন্নেশা দুজনাই মতলব করেছিল যে সুবিধা পাবে সেই নবাব সাহেবকে হত্যা করবে সে রাত্রে—হয়ত পানীয়ের সঙ্গে বিষ দিয়েই হত্যা করতে চেয়েছিল যাতে করে কোন সন্দেহ তাদের উপর না পড়ে। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটনাক্রমে হয়ে দাঁড়াল অন্য—

মানে। মিঃ বাসু শুধালেন।

মরিয়মকে চিনতে পেরে নবাব সাহেবের মনে সন্দেহ জাগে, ফলে তিনি আর তার সঙ্গ ছাড়তে চান নি—

নবাব সাহেব তাহলে কুণ্ডল জোড়া পেলেন কি করে।

Probably that was another story। কিরীটী বললে।

কি রকম!

নবাব সাহেব হয়ত মরিয়ম বিবির কাছ থেকেই কুণ্ডল জোড়া কিছু টাকা বকশিস দিয়ে হাতিয়ে নিয়েছিলেন—কারণ মরিয়ম

বিবিকে হাত করা নবাব সাহেবের পক্ষে খুব একটা অসাধ্য কিছু ছিল না—কিংবা হয়ত মরিয়মের সঙ্গে নবাব সাহেবের কোন অবৈধ সম্পর্কও ছিল। তারপর যা ঘটেছে—তাও আমার কিছুটা অনুমান—

কি রকম। শুধালেন মিঃ বাসু।

কুণ্ডল জোড়া মরিয়ম বিবির হাত-ছাড়া হয়ে যাবার পর হয়ত খান সাহেবের মরিয়ম বিবির সঙ্গে প্রেমটা চটে যায়—

খুব সম্ভব—বললাম আমি।

সম্ভব নয় হয়ত তাই হয়েছিল আর তাইতেই মরিয়ম স্থির করে—যেমন করেই হোক নবাব সাহেবের কাছ থেকে কুণ্ডল জোড়া আবার হাতিয়ে নিয়ে যে করেই হোক যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেবো—

মরিয়ম বিবি কি কুণ্ডলের আসল রহস্য জানতে পেরেছিল বলে তোর মনে হয় কিরীটী! প্রশ্ন করলাম আমি।

সম্ভব নয়—তাহলে সে অত সহজে কুণ্ডল জোড়া হাত-ছাড়া করতো না। নবাব সাহেবও সেটা পেতেন না।

মিঃ বাসু বললেন, সত্যিই অভিশপ্ত কুণ্ডল।

কিরীটী বললে, সত্যিই তাই মিঃ বাসু! নচেৎ নিজের জিনিসের জন্যই বা নবাব সাহেবকে ঐভাবে প্রাণ দিতে হবে কেন?

বড় বেগম সাহেবা বললেন, অথচ একবারও যদি সে চাইত কুণ্ডল জোড়া আমার কাছে—দিয়ে দিতাম—

বেগম সাহেবার চোখে জল।

বেগম সাহেবা—

কিরীটীর ডাকে বেগম সহেবা অশ্রুসজল চোখ দুটি তুলে তাকালেন ওর মুখের দিকে।

কুণ্ডল সম্পর্কে যে কাহিনী আপনি বলেছিলেন সবটাই তাহলে আপনার বানানো।

হ্যাঁ—

তবে কেন বলেছিলেন।

আমি যদি জানতাম কুণ্ডল আমার স্বামীই নিয়েছে—

তাহলে আসতেন না আমার কাছে তাই না।

হ্যাঁ—তাছাড়া আমি—

নুরুন্নেশা বেগমের হাত থেকে স্বামীকে আপনার আবার ফিরে পেতে চেয়ে ছিলেন তাই ত।

হ্যাঁ—আমি ভাবি নি সে অমন করে ওকে গ্রাস করবে। ভেবেছিলাম দুজনে মিলে মিশে থাকবে—বলতে বলতে দুফোঁটা অশ্রু বড় বেগম সাহেবার শীর্ণ গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

আমি এবার যাই—

আসুন—

বেগম সাহেবা নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন বোরখাটা মুখের উপর টেনে দিয়ে।

দুই

চিন্তা ও কল্পনার বাইরে এক এক সময় এমন এক একটা ব্যাপার বা ঘটনা ঘটে যায় যে হঠাৎ যেন কেমন বিমূঢ় করে দেয়।

সংবাদটা শুনে মায়ামঞ্চ থিয়েটারের প্রোপ্রাইটার সৌরীন কুণ্ডু ঠিক তেমনই বিমূঢ় হয়ে যায় যেন।

সংবাদটা এনেছিল তার থিয়েটারের কেয়ারটেকার লোকনাথ।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে সৌরীন কুণ্ডু চায়ের কাপটি সামনে নিয়ে সবে ঐ দিনকার সংবাদ পত্রে এমিউজমেণ্ট কলমটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে সবে দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় চোখ বুলচ্ছে এমন সময় লোকনাথ যেন ঝড়ের মত এসে ঘরে ঢুকল।

তার গৃহে লোকনাথের অবারিত দ্বার।

লোকনাথ সোজা একেবারে উপরে তার বসবার ঘরে এসেই ঢুকছিল।

পদশব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে লোকনাথের দিকে চেয়েই চম্‌কে উঠেছিল সৌরীন কুণ্ডু।

চোখে মুখে একটা আতংক যেন স্পষ্ট।

মাথার চুল এলো মেলো।

পরনের শার্টের বোতামগুলো ভাল করে লাগায়নি পর্যন্ত।

লোকনাথ—এই সকালে কি ব্যাপার?

শিগ্‌গিরী একবার থিয়েটারে চলুন স্যার—কথাটা বলতে বলতে লোকনাথের গলাটা যেন বুজে আসে।

থিয়েটারে কেন—কি হয়েছে?

সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে স্যার।

সর্বনাশ!

হ্যাঁ—মায়া—

মায়া কি—কি হয়েছে মায়ার?

জানি না ঠিক কি হয়েছে তার—তবে—

কি তবে?

মায়া নেই।

মায়া নেই! তার মানে! কোথায় গেছে?

মায়া বেঁচে নেই স্যার।

সেকি!

সৌরীন কুণ্ডু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

হ্যা স্যার, থিয়েটারের সাজ-ঘরের মধ্যে মায়ার মৃত দেহ পড়ে আছে।

মায়ার মৃত দেহ—

সৌরীন কুণ্ডু আবার বসে পড়ে।

কি বলছো তুমি পাগলের মত যা তা লোকনাথ!

চলুন স্যার—আপনি এক্ষুনি একবার চলুন—মনে হচ্ছে সে আত্মহত্যা করেছে।

মায়া আত্মহত্যা করেছে!

সেই রকমই মনে হচ্ছে—

কিন্তু কেন—মায়া আত্মহত্যা করবে কেন!

তা জানিনা স্যার—আপনি চলুন এখুনি একবার—

সৌরীন কুণ্ডু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে তারপর ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুমি যাও—আমি আসছি।

ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য ও চিন্তার অতীত হলেও ঘটেছে এবং সেই কথাটাই জানিয়ে দিয়ে গেল লোকনাথ।

লোকনাথ চলে গেল কিন্তু সৌরীন্দ্র কুণ্ডু তখনো বসে থাকে চেয়ারটার উপরে।

একটু বেলা করেই আজ ঘুমটা ভেঙেছিল সৌরীন কুণ্ডুর।

গত রাত্রে নতুন নাটকের শততম রজনী উৎসব গিয়েছে—পর পর দু'টো নাটকের মার খাবার পর বর্তমান নাটকটি যে জমেছে বুঝতে পারা গিয়েছিল গত পঞ্চাশ রাত্রি থেকেই।

ক্রমশঃ জমে উঠেছে নাটকটি।

অথচ নতুন নাট্যকার, নতুন অভিনেতা-অভীনেত্রী সব কিছুই নতুন।

নাম মাত্র খরচে ও প্রয়াসে সৌরীন কুণ্ডু নতুন নাটকটি খুলেছিল।

বড় বড় অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মাসে মাসে এক রাশ করে টাকা দিয়ে নাটক করবার মত কোমরের জোর সত্যিই যেন কমে গিয়েছিল সৌরীন কুণ্ডুর।

কিন্তু তাহলেও জানা দু'তিন যে বড় বড় অভিনেতা ও অভিনেত্রী ছিল তার মঞ্চে তাদের ছাড়াতে পারেনি সৌরীন কুণ্ডু।

তাদের বলেছিল, একটা ভাল নাটক দেখে শুনে ভাল করে একটু রিহার্শেল দিয়ে পূজোর আগে শুরু করা যাবে। মাঝখানে ক'টা মাসের জন্য একটা স্টপ্ গ্যাপ্ হিসাবে যেমন তেমন একটা নাটক করব ভাবছি—

অভিনেতা ও অভীনেত্রীরা বলেছিল, বেশ ত' তাই করুন।

আর তাতেই এই নাটক সুরু করেছিল সৌরীন কুণ্ডু।

নতুন একটি ছেলে প্রদীপ—এ্যামেচার ক্লাবে এখানে ওখানে কিছু অভিনয় করেছে—চেহারাটা সুন্দর দেখে ছেলেটিকে পছন্দ হওয়ায় কয়েক মাস ধরে তাকে সামান্য মাইনে দিয়ে সৌরীন কুণ্ডু বসিয়ে রেখেছিল।

সেই দীপককেই মেইন রোল দিয়ে ও তাদেরই এ্যামেচার গ্রুপের সম্পূর্ণ নতুন একটি মেয়ে, মায়া—তাকে নায়িকার রোলটি দিয়ে, সামান্য কয়েক দিন রিহার্শেল দিয়ে পুরানো সেট সেটিংস নিয়েই খুলে দিয়েছিল সৌরীন কুণ্ডু নাটকটা।

সত্য কথা বলতে কি সৌরীন কুণ্ডু থেকে সুরু করে ঐ নতুন নাটকের উপরে থিয়েটারের সকলেরই কেমন যেন একটা স্পষ্ট তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল।

কেউ যেন ওদিকে তাকানোও প্রয়োজন বোধ করেনি। বরং কেউ কেউ তো মুখ বেঁকিয়ে বলেছে, সৌরীন্দ্রবাবুর মতিচ্ছন্ন হয়েছে। বড় বড় নাট্যকারের নাটক, বাঘা বাঘা অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়েই যখন জমানো গেল না তখন—

সৌরীন কুণ্ডু নিজেও কোন উৎসাহ বা উত্তেজনা পোষণ করেনি।

নিয়মিত যেমন থিয়েটারে আসে তেমনি আসছিল। হঠাৎ এক শনিবার নাটকের সেল দেখে চমকে উঠেছিল সৌরীন কুণ্ডু।

নাটকটির তখন চল্লিশ রজনী চলছে।

নতুন নাটক খুললেও সে নাটকের উপরে কোন আস্থা ছিল না বলেই তখনো সৌরীন কুণ্ডু নতুন নাটক খুঁজছে—মুখ্য অভিনেতা অশোক মুখার্জীর সঙ্গে প্রায়ই তার ঘরে বসে ভবিষ্যৎ প্ল্যান সম্পর্কে আলোচনা চলেছে।

ভেবে ভেবে কোন কুল-কিনারাই যেন মিলছে না।

এমন সময় অনিল পাল বুকিং থেকে এসে গতদিনকার সেলের স্টেটমেণ্টটা রাখল, স্যার হাউস ফুল—পর পর দুটো শোই।
হাউস ফুল!

সৌরীন কুণ্ডু তাকাল অনিলের দিকে।

নাটকটা বোধহয় ধরে যাবে স্যার—কারণ আজকের এ্যাডভান্সও দেখে মনে হচ্ছে—সামনের বৃহস্পতিবারও হাউস ফুল যাবে।

সামনের বৃহস্পতিবার কোন ছুটি আছে নাকি অনিল?

সৌরীন কুণ্ডু প্রশ্ন করে।

না—স্যার। আমি বলছিলাম কি—

কি?

কিছু বড় পোস্টার ছাড়লে হতো না স্যার ?

পোস্টার !

হ্যাঁ স্যার—ভাল করে একটু পাবলিসিটি দিতে পারলে—

ঠিক আছে তুমি যাও বুকিংয়ে—

অনিল পাল ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সৌরীন কুণ্ডু তার ঘর থেকে উঠে স্টেজ বক্সে গিয়ে বসল।

এতদিন নাটকটা চলেছে কোনদিন এদিকে পা বাড়ায়নি।

বকস্ থেকেই তার নজরে পড়ে, গম গম করছে একেবারে হাউস যেন।

তিলধারণেরও যেন স্থান নেই।

বসে বসে সৌরীন কুণ্ডু অভিনয় দেখতে লাগল। নতুন ছেলেটির ও মেয়েটির অভিনয় যেন ভালই লাগে সৌরীন কুণ্ডুর।

সেই চিরাচরিত লাউড্ অভিনয় নয়—অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ভাবে অভিনয় করছে ছেলে ও মেয়ে দুটি।

ঠিক যেন ঘরোয়া পরিবেশে দু'জনে কথাবার্তা বলছে।

দর্শকরা নিঃশব্দে বসে শুনছে।

হাততালি নেই—চেঁচামেচি নেই—

শেষ পর্যন্ত অভিনয়টা সে রাত্রে সৌরীন কুণ্ডু দেখলো। বক্সে বসেই দেখলো।

॥ ২ ॥

বুকিংয়ের অনিল পাল ছোকরাটি মিথ্যে বলেনি—

সত্যিই পরের বৃহস্পতিবার শোর ঘণ্টাদুই আগেই হাউস-ফুল হয়ে গেল।

তারপরের শনি ও রবিবারও প্রত্যেকটি হাউস ফুল।

প্রতি রাত্রেই সৌরীন কুণ্ডু ঐ রাতের পর অভিনয় দেখেছে—ভেবেছে এবং বুঝতে পেরেছে ঐ নতুন ছেলে-মেয়ে দুটির টিম ওয়ার্ক সহজ ও স্বাভাবিক অভিনয়ই নাটকটি জমিয়ে দিয়েছে।

ব্যবসায়ী মানুষ সৌরীন কুণ্ডু। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করে—ব্যবসা সে বোঝে।

পাবলিসিটি অফিসার ফণি ঘোষকে ডেকে পাঠাল সৌরীন কুণ্ডু—ঘণ্টা দুই তার সঙ্গে পরামর্শ করল—তারপরই নাটকের পাবলিসিটি শুরু হলো।

অনিল মিথ্যে বলেনি, পাবলিসিটিতে কাজ হলো।

নাটক জমে গেল সত্যি সত্যিই—যাকে বলে একেবারে রম্-রমা।

শুধু জমা নয়, গত দশ বছরে সৌরীন কুণ্ডু অত পয়সা পায়নি…। সারাটা শহর জুড়ে কেবল ঐ নাটকের কথা সকলের মুখে মুখে।

মায়া-মঞ্চের নতুন নাটক—'প্রথম ও শেষ।'

মায়া মঞ্চের সর্বপ্রধান অভিনেতা অশোক মুখার্জী কিন্তু মৃদু হেসে বলেছিল, ও কিছু না বাবা—স্রেফ মানুষ একটু হুজুগ তুলেছে—ও দু'দিনেই ঠাণ্ডা হয়ে এলো বলে। দেখে নিও।

কিন্তু সেও যখন দেখলো নাটকের সেল কমা ত দূরে থাক আরো যেন ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, তখন একদিন যেন কৌতূহলের বশেই ষ্টেজ বক্সে গিয়ে বসল অশোক।

প্যাক্‌ড্‌ হাউস।

পাকা অভিনেতা অশোক মুখার্জী—উনিশ বছর বয়েসে ষ্টেজে এসেছিল আজ তার বয়স আটচল্লিশ পার হতে চলেছে।

বলতে গেলে একটা যুগ সে ষ্টেজ, নাটক ও অভিনয় নিয়েই আছে—আজ অভিনেতা হিসাবে তার নাম ও খ্যাতি মধ্য গগনে। তার নামেই আজ টিকিট বিক্রী হয়।

অশোক মুখার্জীর বুঝতে দেরি হয় না যে নাটকটি জমেছে এবং দীর্ঘদিন ধরে চলবে আরো।

নাটকের টিম ওয়ার্কটি অদ্ভুত হয়েছে।

প্রত্যেকেই বলতে গেলে নতুন—সামান্য দু'চারজন পুরাতন অভিনেতা।

বিশেষ করে ঐ নতুন মেয়েটীর অভিনয় যেন অশোককে সত্যিই মুগ্ধ করে।

মেয়েটি যেন স্বচ্ছন্দ এক ঝর্ণার মত আপন খুশিতে হেসে গেয়ে নেচে চলেছে মঞ্চের উপরে—কোন প্রয়াস বা কৃত্রিমতা নেই।

মেয়েটির বয়সও ত বেশী নয়। বড় জোর আঠার উনিশ হবে।

রোগা পাতলা চেহারা।

লম্বাও খুব নয়—পাঁচ ফুট ২।১ ইঞ্চির বেশী নয়। গায়ের রঙও কালোই বলতে হবে।

কিন্তু চোখ দুটি যেমন অপূর্ব—তার চাউনি ও ভঙ্গি তেমনি মিষ্টি।

আর গলার স্বরে যেন একটা আদি রস ঝলকে উঠছে। কোন প্রয়াস কিছু নেই—সহজ স্বাভাবিক।

অভিনয় করে করে আজ এতগুলো বছর পার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এমন আদি-রস ভরা গলার স্বর অশোক বুঝি ইতিপূর্বে কোন অভিনেত্রীর কণ্ঠেই পায়নি।

শ্রোতাদের যেন মুগ্ধ বিস্মিত করে রেখেছে মায়া।

অশোক বুঝতে পারে এ নাটক এখন চললো। রাতের পর রাত চলবে এ নাটক এখন অব্যাহত গতিতে।

এক সময় অভিনয় শেষ হলো।

একে একে দর্শকরা হল-প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে নিঃশব্দে বের হয়ে গেল। কিন্তু অশোক বসে থাকে।

আরো অনেকক্ষণ পরে অশোক ষ্টেজ বক্স থেকে বের হ'য়ে সোজা সৌরীন কুণ্ডুর ঘরে এসে ঢুকল ধীরে ধীরে।

অনিল পাল উচ্ছসিত কণ্ঠে সৌরীন কুণ্ডুকে তখন বলছে, সামনের বৃহস্পতিবার হাউস ফুল হয়ে গেল স্যার। বুঝলেন স্যার—

আরো যেন কি বলবার ইচ্ছা ছিল অনিলের কিন্তু অশোককে ঘরে ঢুকতে দেখে থেমে গেল। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে গেল অনিল।

যাবার সময় আড়চোখে একবার তাকিয়ে গেল অশোকের মুখের দিকে।

সৌরীন কুণ্ডু অশোকের মুখের দিকে তাকায়, এই যে অশোক কখন এলে?

অভিনয় দেখছিলাম—বলতে বলতে একটা চেয়ার টেনে বসল অশোক।

দেখলে নাটকটা।

প্রশ্নটা করে সৌরীন অশোকের দিকে আবার তাকায়।

হ্যাঁ—

সত্যি, আশাই করতে পারিনি পাবলিক এমন করে নাটকটা নেবে।

হুঁ। অশোক একটা সিগ্রেট ধরায়, সে যেন একটু অন্যমনস্ক।

সৌরীন কুণ্ডু বলে, সেল যেমন দেখছি তাতে মনে হচ্ছে এবার দু'পয়সা পাবো—

হুঁ।

সত্যি কথা বলতে কি অশোক, এ থিয়েটার লিজ্ নেওয়া অবধি এমন আমি সেল দেখিনি। আমি কি ভাবছি জানো।

কি ?

কিছু অভিনেতা অভিনেত্রীকে ত বসিয়ে রেখেছি—তাদের নোটিশ দিয়ে দিই।

সেটা কি ভাল হবে।

কিন্তু বসিয়েই বা কতদিন আর মাইনা দেবো। শুধু শুধু আসবে, যাবে আর মাইনে নেবে।

তা ঠিক।

তারপরই যেন একটু ইতস্ততঃ করে বলে সৌরীন কুণ্ডু, তুমিও ত বলছিলে অশোক তোমার শরীরটা ইদানীং ভাল যাচ্ছে না। কিছুদিন ছুটি পেলে ভাল হতো—তা আমি বলছিলাম কি—

অশোক সৌরীন কুণ্ডুর মুখের দিকে তাকাল।

তুমিও বরং কিছুদিনের ছুটি নাও না।

ছুটি!

হ্যাঁ—যাও কোথাও ৬।৭ মাসের জন্য ঘুরে এসো। ছয় সাত মাসের মধ্যে নতুন নাটকের কথা যখন আর ভাববার প্রয়োজন হচ্ছে না—কি বল।

দেখি—

না—যাও। আরে বাবা—শরীরটা আগে—বুঝলে না—তোমাদের গিরীশ ঘোষই ত বলে গেছেন দেহপট সনে নট সকলি মিলায়—তা দেহটাই যদি ভেঙ্গে যায়—

বিজ্ঞের হাসি হাসে সৌরীন কুণ্ডু।

অথচ ঐ সৌরীন কুণ্ডুই কয়েক মাস আগে ছুটি নেওয়ার কথায় অশোককে বলেছিল, বল কি ছুটি নেবে! তার চাইতে গলায় আমার পা দিয়ে চলে যাও না কেন।

এখন সেই সৌরীন কুণ্ডুর গলাতেই অন্য সুর।

হাতের সিগারেটটায় কয়েকটা টান দিয়ে অশোক মৃদু কণ্ঠে ডাকে, দেখ সৌরীন—

কিছু বলছো?

সৌরীন অশোকের মুখের দিকে তাকায়।

বলছিলাম কি—

কি বল ত?

তোমার এই নাটকে ঐ যে স্মাগলারের রোলটা আছে—

হ্যাঁ—হ্যাঁ চমৎকার করেছে ছেলেটি। নতুন ছেলে, অথচ—

পার্টটার মধ্যে জিনিস আছে—তেমন করে অভিনয় করতে পারলে নাটকে একটা ক্যারেক্টার সৃষ্টি করা যায়—

ছেলেটি অভিনয় করছে সত্যিই ভাল—তাই না?

হুঁ—তবে আরো ভাল হতে পারত। ভাবছি—

কি?

ঐ রোলটা আমি করবো।

তুমি!

হ্যাঁ—অভিনয় দেখতে দেখতে ঐ কথাটাই ভাবছিলাম—বুঝলে রোলটার মধ্যে এমন একটা আবেগ এমন একটা ডেপ্ত আছে—যেটা হয়ত সত্যিকার অভিনয় করতে পারলে একটা বৈচিত্রের চমক—

কিন্তু—সত্তর রজনী পার হয়ে গেল। আজ—এ সময় টিম ভাঙ্গা কি উচিৎ হবে?

অশোক যেন আশ্চর্য হয়েই সৌরীন কুণ্ডুর মুখের দিকে তাকায়।

তার মত একজন অভিনেতা সামান্য একটা সাইড্ রোল স্বেচ্ছায় করতে চাইছে, অথচ—

সৌরীন কুণ্ডু ইতস্ততঃ করছে।

অবশ্যি রোলটা তুমি করলে একটা হৈ হৈ পড়ে যাবে জানি—কিন্তু—জমা জিনিস—সৌরীন আমতা আমতা করে বলে আবার।

আরো জমিয়ে দেবো বুঝলে? তুমি পোষ্টার কালই ছাড়—তাহলে সেই কথাই রইলো বুঝলে—কাল, পরশু দুদিন একটু রিহার্সেল দিয়ে নেবো তারপর বৃহস্পতিবারের শোতে নামব।

কথাটা বলেই উঠে দাঁড়াল অশোক।

ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ ৩ ॥

শো অনেকক্ষণ ভেঙ্গে গিয়েছে—অভিনেতারাও যে যার চলে গিয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলা থেকে নেমে কম্পাউণ্ড পার হয়ে অশোক রাস্তায় এসে নামল।

শীতের রাত—দশটা বেজে গিয়েছে।

গাড়ি, ট্রাম, বাস চলছে বটে তবে মানুষজনের ভিড় কমে এসেছে।

অন্যান্য দিন অশোক ট্যাক্সিতে চেপেই বাসায় যায় আজ কিন্তু কোন ট্যাক্সি নিল না।

ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতেই এগিয়ে চলল।

বাগবাজারে বাসা।

থিয়েটার থেকে খুব একটা দূর নয়।

বার বার যেন ঐ মায়া মেয়েটির যৌবনোচ্ছল দেহবল্লরী তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

দেহের কি লীলায়িত ভঙ্গি।

হাঁটা-চলা কথা-বার্তা—প্রতিটি মুভমেণ্টের মধ্যে যেন অপূর্ব এক যৌবন-সুষমা তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছিল। আর কি আদি-রসাত্মক কণ্ঠস্বরটি।

সেই সুনন্দ ডাকটি—যেন এখনো দু'কান ভরে বাজছে।

অভিমানের সেই সিন্‌টি—চাপা কণ্ঠস্বরে মৃদু বেদনার অভিমান জড়ানো কথাগুলো যেন সত্যিই শিহরণ তুলেছিল শুনতে শুনতে অশোকের সারা দেহে।

স্ত্রীলোক সম্পর্কে অশোকের কোন দিনই কোন প্রেজুডিস্ নেই—মঞ্চে ও ছায়া ছবিতে অভিনয় করতে করতে আজ পর্যন্ত তার জীবনে বহু মেয়েই এসেছে, আবার চলে গিয়েছে।

কাউকে দুদিন, কাউকে হয়ত দশদিন নিয়ে নাড়া-চাড়া করেছে কিন্তু কই মনে পড়ছে না ত অশোকের কেউ আজ পর্যন্ত তার মনের মধ্যে সত্যিকারের কোন তৃষ্ণা জাগিয়েছে।

অথচ ঐ মায়া মেয়েটি—

কি অদ্ভুত আকর্ষণ মেয়েটির।

নাটকে ঐ মেয়েটিই প্রাণ।

মৌচাকের ঐ মক্ষীরাণী। ওকে ঘিরেই উৎসব। নাটকের বর্তমান সাফল্যের মূলে ঐ মায়া মেয়েটিই।

মায়া—কি যেন মেয়েটির পুরো নাম!

মায়া শিকদার।

প্রথম দিন মেয়েটিকে দেখে অশোকের মনে হয়েছিল অত্যন্ত সাধারণ—অত্যন্ত তুচ্ছ একটা মেয়ে।

রোগা—কালো—চোখে-মুখে একটা বোকা বোকা ভাব।

অদ্ভুত শান্ত—যেন প্রাণহীন।

ঐ মেয়েটিই তরুণী নায়িকার রোল করেছে শুনে সেদিন হেসে উঠেছিল অশোক সৌরীন কুণ্ডুর সামনেই।

বলেছিল, সুইসাইডিং পলিসি—

অন্যান্য যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তারাও হেসেছিল। সমর্থনই করেছিল তাকে।

অথচ সেই মেয়েটিকেই আজ মঞ্চে পাদপ্রদীপের আলোয় যেন সম্পূর্ণ অন্য মনে হয়েছিল।

মনে হয়েছিল ও যেন অনন্ত-যৌবনা।

পুরুষের মনে ওরাই জাগিয়েছে তৃষ্ণা চিরদিন সত্যিকারের।

ওদের জন্যই বুঝি পুরুষ পাগল হয়েছে, যেমন ঐ নাটকের তরুণ নায়ক সুনন্দ হয়েছে।

সুনন্দ আর জয়তী—

আর তাদের মাঝখানে ঐ স্মাগলার লোকটি—ভবানীশঙ্কর।

শেষ পর্যন্ত অবশ্যি নাটকে ভবানীশঙ্করেরই জয়—অর্থের বিনিময়ে সে-ই একদিন কিনে ছিনিয়ে নিয়ে গেল জয়তীকে।

ভালবাসার বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে গেল।

কিন্তু দেহটাই পেল বটে জয়তীর ভবানীশঙ্কর—জয়তীকে পেল না।

জয়তীর যে দেহের মধ্যে প্রাণ একদিন কানায় কানায় উছলে উঠছিল আজ ভবানীশঙ্করের মনে হলো সেই জয়তীকে ঘরে এনে তার ওপর আধিপত্য করার পর—ও বুঝি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

মরা জয়তী।

মৃত—নিস্পন্দ—পাথর জয়তী।

রাতের পর রাত—তারপর ভবানীশঙ্করের মৃত জয়তীকে নিয়ে শব-সাধনা—অবশেষে একদিন ক্লান্ত হয়ে থামল ভবানীশঙ্কর।

জয়তীকে বললে, বের হয়ে যাও—আমার বাড়ি থেকে তুমি বের হয়ে যাও।

জয়তী যেন ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না—তার উপলব্ধিকে স্পর্শ করছে না ব্যাপারটা—সেও কেমন যেন বোবা অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ভবানীশঙ্করের দিকে।

ও তো জানে না—ভবানীশঙ্কর আজ হেরে গিয়েছে।

দুর্দান্ত বেপরোয়া স্মাগলার ভবানীশঙ্কর—যাকে পুলিশ কোন দিন ধরতে ছুঁতে পারেনি সকলের চোখের উপর দিয়ে যে নির্ভীক ভাবে এগিয়ে গিয়েছে—সে আজ সামান্য একটা মেয়ের কাছে হেরে গেছে।

যে মানুষটা কখনো কিছুতে ব্যর্থকাম হয়নি—চিরদিন মুঠো

ভর্তি করে পেয়েছে, আজ তারই পরাজয় ঘটেছে ঐ তুচ্ছ একটা মেয়ের কাছে।

জয়তীর কাছে আজ তার হার হয়েছে।

আজ যেন সে প্রথম উপলব্ধি করলো স্মাগলার ভবানীশঙ্কর জীবনের সব চাইতেই বড় স্মাগলিংয়েই সে ফাঁকিতে পড়েছে।

হঠাৎ আপন মনেই পথ চলতে চলতে অশোক হেসে ওঠে।

বোকা। ভবানীশঙ্কর বোকা। আর তাই সে জয়তীর মধ্যে মৃত্যুকে ডেকে এনেছে।

সে জানে জয়তীকে বাঁচাবার মন্ত্র!

একটা হোঁচট খেল অশোক।

আর এতক্ষণে তার প্রথম খেয়াল হলো—বাড়ির পথে না গিয়ে সে এতক্ষণ উল্টো পথে হেঁটে এসেছে।

সৌরীন কুণ্ডু কিন্তু অশোকের সে রাত্রের প্রস্তাবটা নাকচ করতে পারল না।

অশোককে চটাবার মত সাহস তার ছিল না।

মঞ্চজগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট—আজ না হলেও দুদিন বাদে আবার তাকে প্রয়োজন হবে—যে কারণেই হোক বর্তমান নাটকটি জমে গেছে বলেই—ওদের নিয়ে পরবর্তী নাটকও যে জমবে তার কোন গ্যারান্টিও নেই।

কে বলতে পারে এ নাটকটা হয়ত একটা স্রেফ এ্যাক্সিডেন্ট!

সৌরীন কুণ্ডু পরের দিনই থিয়েটারে এসে পোষ্টারের ব্যবস্থা করল।

অশোকের নামে পোষ্টার পড়ল।

এবং নির্দিষ্ট দিনে অশোক ভবানীশঙ্করের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো।

দর্শকরা একটা প্রত্যাশা নিয়ে সে রাত্রে শো দেখতে এলো। কিন্তু দেখা গেল—নাটক যেন সে রাত্রে তেমন জমলই না।

অশোক সমস্ত প্রাণ দিয়ে অভিনয় করছিল তবু যেন জমলো না নাটক।

প্রেক্ষাগৃহে একটা গুঞ্জন ওঠে।

কোন মতে সে রাতটা কাটল।

পরের রাত্রে অশোক আরো সতর্ক হয়ে তার সমস্ত শক্তি ঢেলে দিয়ে অভিনয় করে—কিন্তু তবু নিজেই যেন বুঝতে পারে নাটক জমছে না।

নিজে নিজেই অশোক বিশ্লেষণ করে—বুঝবার চেষ্টা করে কেন জমছে না নাটক।

অভিনয়ে কোথায় ত্রুটি! ঘাটতি কোথায়!

আরো তিন রাত্রি চলে গেল।

কাগজে কাগজে তার অভিনয় সম্পর্কে উচ্ছসিত প্রশংসা বেরুল—ভবানীশঙ্কর অশোকের জীবনের এক অনবদ্য সৃষ্টি।

অভূতপূর্ব অভিনয়-স্বাক্ষর।

কিন্তু অশোক নিজে বুঝতে পারে সে যা মনে মনে আশা করেছিল তা হচ্ছে না।

মনের মধ্যে যে রূপটি সে কল্পনা করেছিল অভিনয়ে সেটা সে ফুটিয়ে তুলতে পারছে না।

কিন্তু কেন—কেন তা সে পারছে না।

অকস্মাৎ সে যেন আবিষ্কার করে—তার ব্যর্থতার মূলে রয়েছে মায়া।

মায়া তার পার্শ্ব-অভিনেত্রী—শুধু তাই নয়, নাটকে তার যে সব দৃশ্যগুলি সবচাইতে জমাট হয়ে উঠবার কথা সে সব দৃশ্যেই মায়া উপস্থিত।

মায়ার সঙ্গেই তার অভিনয়।

বিশেষ করে ঐ দৃশ্যগুলোই যেন বিশেষ করে ঝুলে যাচ্ছে। কেমন প্রাণহীন জলো হয়ে যাচ্ছে।

কেমন যেন নিরুত্তাপ। মন্থর—শিথিল।

ষ্টেজবক্সে বসে বসে মায়ার মধ্যে যে অভিনয়-প্রতিভা—অভিনয়ের মধ্যে যে প্রাণসঞ্চার দেখেছিল—ক্ষণে ক্ষণে তার চোখের মুখের ভাবের পরিবর্তন, লীলাচাঞ্চল্য তাকে নেশার মত আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তার যে কিছুই এখন সে দেখতে পাচ্ছে না মায়ার মধ্যে।

যে দুর্বার আকর্ষণ তাকে মায়ার প্রতি নেশাগ্রস্ত করে তুলেছিল তার কিছুই যেন সে পাচ্ছে না মায়ার অভিনয়ের মধ্যে।

জয়তী যেন প্রথম দৃশ্য থেকেই মৃতা।

একটা প্রাণহীন চরিত্র যেন মঞ্চে তার সঙ্গে নড়ে চড়ে কথা বলে যাচ্ছে, হেসে যাচ্ছে মাত্র।

॥ ৪ ॥

সেদিন অভিনয়ের পর অশোক ডেকে পাঠাল মায়াকে তার সাজ-ঘরে ড্রেসার অমূল্যকে দিয়ে।

মায়া এসে হাজির হলো।

দরজায় ওপাশ থেকে তার গলা শোনা গেল, অশোকবাবু আপনি আমাকে ডেকেছেন?

অশোক তখনো তার মেক্‌আপ তোলেনি—শেষ দৃশ্যের পোষাক ছাড়েনি—ঘবেব মধ্যে পায়চারি করতে করতে একটা সিগ্রেট টান ছিল।

ক্ষণে ক্ষণে ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হচ্ছিল।

অস্থির একটা আক্ষেপে যেন মধ্যে মধ্যে মাথার বড় বড় এলো-মেলো তৈলহীন রুক্ষ চুলগুলো টানছিল।

পায়চারি থামিয়ে বললে, ভিতরে এসো।

মায়া ভিতরে এসে দাঁড়াল।

শোন, তোমার অভিনয় এরকম হচ্ছে কেন?

আজ্ঞে

মায়া অশোকের দিকে মুখ তুলে তাকায়।

বলছি আজ কয়দিন থেকে তোমার অভিনয় আগেকার মত হচ্ছে না কেন? কোন প্রাণ নেই, কোন কিছু নেই।

আমি ত যেমন আমাকে শেখানো হয়েছিল তেমনিই অভিনয় করছি—

শেখানো হয়েছিল তোমাকে!

হ্যাঁ -

মিথ্যা কথা বলো না—তুমি জাত-অভিনেত্রী—তোমাকে কারো অভিনয় শেখাতে হয় না—

আমি আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না—

আই ওয়াণ্ট সিন্‌শিয়ার কো-অপারেসন্—সম্পূর্ণ সহযোগীতা চাই তোমার অভিনয়ের সময়—

আমি—

শোন, অভিনয়ে তোমার যে চরিত্র তাতে তোমায় আরো প্যাসো-নেট্—আরো সেকস্ এপিলিং হতে হবে। আই মীন— বুঝতে পারছো তুমি আমার কথাটা।

মায়া চুপ করে থাকে। মাথা নীচু করে থাকে।

আমার সঙ্গে অভিনয় করতে কি তোমার ভয় হয়?

না—

তবে—অমন প্রাণহীন অভিনয় করছো কেন?

আপনি বিশ্বাস করুন আমি আমার যথাসাধ্যই করবার চেষ্টা করি কিন্তু—

কিন্তু।

আপনার মধ্যে যেন আমি—

বল থামলে কেন?—

অলক্তর মধ্যে—তার অভিনয়ের যে আবেগ আমি পেতাম সেটা যেন আমি এখন পাচ্ছি না।

অলক্ত!

হ্যাঁ – আপনার আগে যে ভবানীশঙ্কর করছিল—

হুঁ—

কিছুক্ষণ আবার পায়চারি করলো অশোক তারপর ওর মুখের দিকে তাকাল, মায়া—

বলুন।

থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইয়োর কনফেসন্। তোমার স্পষ্টবাদীতায় সত্যিই আমি খুশি হয়েছি।

তারপরই একটু মৃদু হাসলো।

প্রশ্রয়ের হাসি।

দাঁড়িয়ে রইলে কেন মায়া—বোস—বোস ঐ চেয়ারটায়—

মায়া বসে না—দাঁড়িয়েই থাকে।

বোস—

ঐ সময় থিয়েটারের ভৃত্য কালী কাপে করে গরম কফি নিয়ে এলো।

অভিনয়ের মধ্যে এক কাপ গরম কফি পান করা অশোকের বহুদিনকার অভ্যাস।

কফি খাবে মায়া? অশোক জিজ্ঞাসা করে।

না—মায়া মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়।

বোস না—

মায়া এবার বসল চেয়ারটায়।

কালী কফির কাপটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে চলে গিয়েছিল, কাপটা হাতে তুলে নিল অশোক।

কাপে একটা চুমুক দিল।

অনেকেই জানত অশোক অভিনয়ের সময় এতটুকু মদ্যপান করে না যদিও মদ্যপানের ব্যাপারে তার জুড়ি মেলা দুষ্কর।

কিন্তু অনেকেই জানত না ঐ কফি পানই ছিল তার মদ্য পান।

কফির সঙ্গে থ্রি এক্স রাম মিশিয়ে মিশিয়ে দিয়ে যেতো কালী অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে।

বোতলটা কালীর জীম্মাতেই থাকত।

কাপে আর একটা দীর্ঘ চুমুক দিয়ে পুনরায় মায়ার দিকে তাকিয়ে ডাকে অশোক, মায়া—

বলুন—

কত দিন তুমি অভিনয় করছো ?

এখানে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার আগে মধ্যে মধ্যে এ্যামেচার ও অফিস ক্লাবে দু'চার বার অভিনয় করেছি—

ব্যাস !

হ্যাঁ—

তাহলে বলবো তুমি জন্ম অভিনেত্রী, অভিনয়ের একটা প্রতিভা নিয়েই তুমি জন্মেছো, কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মত। এতকাল আমি স্টেজে আছি কিন্তু একটুও বাড়িয়ে বলছি না। জেনো, তোমার মত এমন অভিনয়-প্রতিভা ইতিপূর্বে আমার চোখে পড়েনি—

মায়া মৃদু হাসে।

আমি বলছি একদিন তুমি স্টেজ জ্বালিয়ে দেবে তোমার অভিনয় দিয়ে। ভবিষ্যৎ অভিনেত্রী-সম্রাজ্ঞী তুমি।

মায়া মাথা নীচু করে।

তারপর মৃদু কণ্ঠে বলে, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—বাড়ি যেতে হবে—

ব্যস্ত হয়ো না, আমি তোমাকে তোমার বাসায় নামিয়ে দিয়ে যাবো। তোমার বাড়ি কোথায় ? কোথায় থাকো তুমি ?

নেতাজী কলোনীতে—

কোথায় সেটা—

বেলগাছিয়ায়—

আমি তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাবোখন। বাড়িতে কে কে আছে তোমার ?

মা—বাবা—আর ছোট দুটি ভাই বোন।

বাবা কি করেন ?

বাবা প্যারালিসিসে পঙ্গু হয়ে আজ চার বছর প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে আছেন।

বল কি—তাহলে বোধহয় তুমিই ফ্যামিলির একমাত্র আরনিং মেম্বার।

হ্যাঁ—লেখাপড়া ত শিখতে পারিনি—অভিনয় করে যা পাই তাই দিয়েই কোন মতে সংসার চলে—

মাসে কত দেয় তোমাকে সৌরীন?

এসেছিলাম সত্তর টাকায়, গত মাস থেকে মাসে একশ' করে দিচ্ছেন।

মাত্র একশ। দাঁড়াও আমি কালই বলবো সৌরীনকে—

কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে পোষাক বদলে নিচ্ছিল অশোক। পায়জামা—পাঞ্জাবী—মুখের মেকআপও তুলে নিয়েছিল।

কালী এসে ঐ সময় দরজার ফাঁকে উঁকি দেয়—

কিরে কালী!

ট্যাক্সী এসে গেছে—

যা আমি আসছি—চল মায়া—

মায়া উঠে দাঁড়াল।

॥ ৫ ॥

দুজনে সাজঘর থেকে বেরুতেই প্যাসেজে অলক্তর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

অলক্ত মায়ার অপেক্ষাতেই প্যাসেজে দাঁড়িয়েছিল তখন।

রোজ সে-ই অভিনয়ের শেষে মায়াকে তার গৃহে পৌঁছে দেয়—আগে বরাবর অভিনয়ের শেষে অলক্ত মায়ার জন্য অপেক্ষা করত। কিন্তু কিছুদিন থেকে অশোক তার পার্টটা করায় সে বসে আছে—কোন পার্ট নেই তার—তাহলেও সৌরীন কুণ্ডু তাকে ছাড়েনি, মাইনা দিয়ে যাচ্ছে।

রোজই সে থিয়েটারে আসে এবং অভিনয়ের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর অভিনয়ের শেষে মায়াকে গৃহে পৌঁছে দিয়ে নিজের বাসায় যায়।

সেও মায়াদের বাড়ির কাছাকাছিই থাকে—পাতিপুকুরে।

অলক্তকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ যেন মায়ার ব্যাপারটা মনে পড়ে যায়। থমকে দাঁড়ায় সে।

কি বলবে, কি করবে যেন বুঝতে পারে না।

কিন্তু অলক্তই কথা বলে, বাড়ি যাবে না মায়া?

একটু বুঝি ইতস্ততঃ করে সে—কি বুঝি বলবার চেষ্টা করে কিন্তু তার আগেই অশোকের ব্যাপারটা নজরে পড়ে গিয়েছিল, সে-ই বলে, আমি ওকে পৌঁছে দিচ্ছি—এসো মায়া—

মায়া মাথা নীচু করে।

অশোক এগিয়ে যায়—মায়া তাকে অনুসরণ করে।

পরের দিন মায়া থিয়েটারে এসে নিজের মেকআপ রুমে বসে মেকআপ নিচ্ছে, সৌরীন কুণ্ডুর গলা শোনা গেল—

মায়া দেবী—

কে ?

আমি সৌরীন কুণ্ডু—

আসুন—আসুন—

সৌরীন কুণ্ডু এসে ঘরে ঢুকল, অশোককে আপনার মাইনের কথা বলতে গেলেন কেন, আমিই ত ঠিক করে রেখেছিলাম সামনের মাস থেকে আপনার মাইনা আরো কিছু বাড়িয়ে দেবো—

মায়া বিব্রত বোধ করে। বলে, আমি ত তাকে—

আপনাকে সামনের মাস থেকে দুশো করে দেবো। খুশি ত—

মায়া কোন জবাব দেয় না।

সৌরীন কুণ্ডু সংবাদটা দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

কিন্তু মায়া সত্যিই খুশি হয়—এবার একেবারে ডবল—দুশো টাকা করে সে পাবে—যাক এবার আর তত অভাব থাকবে না।

বাবার ঔষধপত্র কেনা যাবে।

ভাই বোন দুটিকেও আবার স্কুলে ভর্তি করা যাবে।

সত্যি, অশোকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা তার ভরে ওঠে।

অশোককে ধন্যবাদ একটা জানানর জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে সে।

সে-রাত্রেও অভিনয়ের শেষে অশোকে ঘর থেকে তার ডাক এলো।

তাড়াতাড়ি মেক্‌আপ তুলে বেশ বদল করে মায়া অশোকের সাজঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ভিতরে আসবো—

কে মায়া—এসো, এসো—

সামনে কফির কাপ রাম মিশ্রিত—আয়নার সামনে বসে মেক্‌আপ তুলতে তুলতে অশোক মধ্যে মধ্যে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছিল।

আমাকে ডেকেছিলেন ?

বোস।

মায়া আজ আর ইতস্ততঃ করে না। চেয়ারটায় বসে পড়ে।

হ্যাঁ—ফিল্মে অভিনয় করবে ?

ফিল্ম !

হ্যাঁ—রোলটা অবিশ্যি ছোট, দিন তিনেকের কাজ—

করবো—

ঢোক এ লাইনে—তারপর তোমার পার্টস আছে—তুমি ঠিক ফিল্ম লাইনেও জায়গা করে নিতে পারবে—তিন দিনের জন্য তোমাকে তিনশ টাকা দেবে।

আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেবো অশোকবাবু—

অশোক হাসি মুখে ফিরে তাকাল মায়ার দিকে, ধন্যবাদটা এখন তোলা থাক মায়া।

মায়া খুশি ও লজ্জায় মাথা নীচু করে।

অশোক আবার বলে, তাহলে কাল দুপুরে তুমি প্রস্তুত হয়ে থেকো—

কাল !

হ্যাঁ—কালই তোমাকে স্টুডিওতে যাবার পথে তুলে নিয়ে যাবো।

দুপুরে কখন ?

বেলা বারোটা নাগাদ।

থাকবো।

সে রাত্রেও দুজনে বেরুতেই অলক্তকে দেখতে পেল।

আজ কিন্তু অলক্তকে দেখে মায়া এতটুকু বিব্রত বোধ করল না বা সংকোচ বোধ করল না।

একি—অলক্ত—তুমি দাঁড়িয়ে আছো বুঝি—আমিত অশোকবাবুর সঙ্গে যাচ্ছি—

মায়াই বলে ওঠে নিজের থেকে।

অলক্ত একবার মায়ার দিকে মুখ তুলে তাকাল কিন্তু কোন সাড়া দিল না।

এসো মায়া—

অশোক ডাকে।

চলুন—

এগিয়ে যায় দুজনা পাশাপাশি।

অলক্ত দাঁড়িয়েই থাকে।

প্যাসেজের মৃদু আলোয় অশোক ও মায়া তার সামনে থেকে মিলিয়ে যায়।

প্যাসেজের পরেই কাঠের সিঁড়ি।

ওদের পায়ের শব্দ সিঁড়িতে ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়।

॥ ৬ ॥

সবাই প্রায় চলে গিয়েছে তখন।

নীচে সিফ্‌টাররা দু তিনজন মঞ্চের উপর সিনগুলো সব গুছিয়ে রাখছে।

শূন্য মঞ্চ।

টিম্‌ টিম্‌ করে একটা আলো জ্বলছে।

অলক্ত ধীরে ধীরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

বুকের মধ্যে একটা জ্বালা যেন সে অনুভব করছিল।

মায়ার সঙ্গে তার পরিচয় আজকের নয়।

পাড়ায় তাদের একটা থিয়েটার ক্লাব ছিল—ও আর প্রদীপ দু'জনে মিলে গড়ে তুলেছে সে ক্লাব।

এপাড়া ওপাড়া থেকে সব ছেলে মেয়েদের সংগ্রহ করে মধ্যে মধ্যে অভিনয় করত। বলতে গেলে মায়ার অভিনয়ের হাতে খড়ি তাদের 'নিশান' ক্লাব থেকেই।

সুরম্য নাট্যকার আর প্রদীপ ছিল পরিচালক ক্লাবের।

প্রদীপের সঙ্গে সৌরীন কুণ্ডুর কি করে যোগাযোগ হয়েছিল অলক্ত জানে না।

তবে মাঝখানে সুরম্য শুনেছিল প্রদীপ মায়ামঞ্চে চাকরি পেয়েছে—একষ্ট্রা হিসাবে মাইনে পাচ্ছে বর্তমানে।

হঠাৎ একদিন ক্লাবে গিয়ে অলক্ত দেখে ক্লাবে খুব হৈ চৈ হচ্ছে।

প্রদীপ ও সুরম্যকে ঘিরে সবাই ঘনিষ্ঠ হয়ে পরম উৎসাহের সঙ্গে নানা কথা বলছে।

এমনিতে চিরদিন মুখচোরা টাইপের ছেলে সুরম্য—বেশী কথা কোন দিনই বলতো না, মুচকি মুচকি কেবল হাসত।

সেদিন যেন সুরম্য অকস্মাৎ বাচাল হয়ে উঠেছিল।

অনেক কষ্টে জানতে পারলে অলক্ত সুরম্যর যে নাটকটা সামনের পুজোয় অভিনয় করা হবে বলে লেখা হয়েছিল সেই নাটকটাই নাকি মায়া-মঞ্চে অভিনীত হবে—শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে অনেকেই ঐ নাটকে অভিনয়ের চান্স পাচ্ছে।

কটা দিন তারপর কি উত্তেজনা ক্লাবের সকলের ওদের।

কূপের মুষিক হঠাৎ সাগরে গিয়ে যেন পড়েছে।

ক্লাবের পাণ্ডা প্রদীপ আর অলক্ত।

প্রদীপ ত আগেই মায়া-মঞ্চে চাকরি কোরছিল অভিনয় না করলেও সৌরীন কুণ্ডু আরো অনেককে ও সেই সঙ্গে মায়াকেও ডেকে নিল। এবং মায়াকে মঞ্চে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে ওদের দুজনারই প্রচেষ্টা ছিল। প্রদীপ ও অলক্ত!

আজ সেই মায়াই তাকে এড়িয়ে গেল।

অলক্তর চোখের কোণ দুটো জ্বালা করছিল।

মঞ্চের নামা অভিনেতা অশোকবাবুর দৃষ্টি আজ মায়ার উপর পড়েছে, তাই মায়া আজ অলক্তকে ভুলে গিয়েছে।

মায়া হয়ত আজ নতুন এক ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে

কিন্তু মায়া কি জানে না ঐ অশোকবাবু কি চরিত্রের লোক!

ভাল অভিনেতা সে হতে পারে, কিন্তু মদ্যপ—চারিত্রহীন।

সকলেই জানে লোকটা একের নম্বরের লম্পট।

মায়াও যে শোনেনি কথাটা তাও ত নয়।

এখন অলক্ত বুঝতে পারছে তাকে নাটক থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজে অশোক তার ঐ চরিত্রে অবতীর্ণ হবার পশ্চাতে ঐ মায়াই।

মায়ার উপরে নজর পড়েছে অশোকবাবুর তাই সে কৌশলে ঐ কাণ্ডটা ঘটিয়েছে—এই সুযোগে সে মায়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারবে।

আর কার্যত তাই দেখা যাচ্ছে।

প্রথমে আক্রোশ হয় অলক্তর তারপর হয় অভিমান।

ঠিক আছে, মায়া যদি তার ভালটা না বোঝে, নিজের ধ্বংস নিজে টেনে আনে ত আনুক।

অশোকবাবুর সখ মিটে গেলেই সে মায়াকে ছেঁড়া জুতোর মত আবার একদিন রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

ওদের মত লোকের সখ মিটতে আর কয়দিন!

দুদিনেই সখ মিটে যাবে। মায়ার প্রয়োজনও ওর কাছে ফুরিয়ে যাবে তখন।

অলক্ত সেই রাত্রেই মন-স্থির করে মায়ার ব্যাপারে আর সে মাথা ঘামাবে না! মায়া যা খুশি করে করুক!

আরো দুটো মাস কেটে গেল।

অলক্ত থিয়েটারে যায় আসে—কোন কাজ কর্ম নেই, উইংসের পাশে বসে বসে অভিনয় দেখে, তারপর এক সময় থিয়েটার শেষে বাড়ি ফিরে আসে হাঁটতে হাঁটতে।

মায়ার সঙ্গে অশোকের আরো ঘনিষ্ঠতা হয়েছে।

থিয়েটারের শেষে দুজনে এক সঙ্গে বাড়ি ফেরে।

কোন কোন দিন দু'জন এক সঙ্গেই থিয়েটারে আসে।

নাটকের সেল বেশ ভালই। মনে হয় শত রজনী গৌরবের সঙ্গে পার হয়ে যাবে।

অশোকের সঙ্গে মায়ার ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারটা থিয়েটারে সকলেরই চোখে পড়ে।

থিয়েটারের পুরানো লোকেরা আড়ালে চোখ টিপে হাসাহাসি করে।

মায়ার যে সেটা নজরে পড়ে না তাও নয়—কিন্তু মায়ার যেন কোন ভ্রূক্ষেপই নেই সে জন্য।

মায়া ইতিমধ্যে দু'একটা ছবিতে অশোকের জন্য ছোটখাটো

চাঙ্গও পেয়েছে। মায়ার মধ্যেও একটা পরিবর্তন দেখা যায় যেন।

মায়া যেন আগের সেই লাজুক নম্র শান্ত মায়া আর নেই।

ভাল করে সবার সঙ্গে আজকাল আর সে কথাও বলে না।

কারো সঙ্গে মেশেও না।

যা কিছু তার মেলামেশা ঐ অশোকের সঙ্গেই।

অলক্ত দূরে দূরেই থাকে—মায়ার ধারে কাছেও আসে না।

কিন্তু একদিন অকস্মাৎ প্রদীপের সঙ্গে খিটিমিটি বেধে যায় মায়ার।

প্রদীপ মায়াকে বলে, মায়া তোর অভিনয় দিন দিন ডেটোরিয়েট্ করছে—

মানে?

মায়া গ্রীবা বেঁকিয়ে তাকাল প্রদীপের দিকে।

এর আগের সীনটা তুই ঐভাবে নষ্ট করলি কেন?

নষ্ট আমি করিনি—করেছো তুমি প্রদীপদা—

কি বললি?

হ্যাঁ—যেভাবে আজ ঐ সিনটা আমি অভিনয় করলাম ওটাই কারেক্ট।—

না।

হ্যাঁ—

হুঁ—তাহলে আজকাল অশোকবাবুর কাছে নতুন করে অভিনয়ের পাঠ নিচ্ছিস তুই—

প্রয়োজন হয়েছে তাই নিয়েছি—ভুলো না অশোকবাবুর পায়ের তলায় বসে এখনো দশ বছর তুমি অভিনয় শিখতে পারো প্রদীপদা—

হঠাৎ প্রদীপ উত্তরে বলে বসে, তাই বুঝি তার সঙ্গে রোজ রাত্রে তার বাড়িতে অভিনয়ের পাঠ নিতে যাস।

যাই ত—তাতে তোমার কি?

ভাল—ভাল—তা অভিনয়েরই পাঠ নিস, না আরো কিছুর পাঠ নিস?

মুখ সামলে কথা বলো প্রদীপদা—

কেন তোর ভয়ে, না তোর অশোকবাবুর ভয়ে? প্রদীপ গুহ তোদের ভয় করে না বুঝলি? কথাটা বলে প্রদীপ আর দাঁড়ায়নি।

কিন্তু কথাটা ত মিথ্যে নয় একেবারে।

মায়াকে আজকাল প্রায়ই অশোক তার ফ্ল্যাটে রাত্রে অভিনয়ের শেষে নিয়ে যায় এবং বাসায় ফিরতে তার কোন কোন দিন অনেক রাত হয়ে যায়।

মায়ার মা মৃন্ময়ী দেবীও মেয়েকে প্রশ্ন করেছিল, এত রাত করে ফিরিস কেন? থিয়েটারত সাড়ে নয়টাতেই ত ভেঙ্গে যায় শুনেছি।

মায়া জবাব দিয়েছে, থিয়েটার ভাঙ্গলেই ত থিয়েটারের কাজ শেষ হয় না অনেক সময় আবাব রিহার্সেল দিতে হয়—তাই রাত হয়ে যায়।

মৃন্ময়ী অত শত বোঝে না—ভাবে—হবেও বা।

কিন্তু মায়ার পঙ্গু বাবা রাধানাথ রাত্রে মেয়েব মধ্যে মধ্যে অত দেরি করে বাসায় ফেরাটা ভালভাবে নিতে পারে না।

স্ত্রীকে বলে, বয়সের মেয়ে—এত রাত করে ফেরে।

কিন্তু সাহস করে কড়া কথা বলতে পারে না মেয়েকে—আজ মেয়ের আয়েই সংসার চলছে—নিজে আজ সে পঙ্গু—একটা পয়সা আনবার ক্ষমতা তার নেই আজ।

সম্পূর্ণ ভাবেই মেয়ের মুখাপেক্ষী তারা।

॥ ৭ ॥

এমনি যখন পরিস্থিতি তখনই ঠিক ব্যাপারটা ঘটলো।

সকালবেলা থিয়েটারের জমাদার সুখলাল সাজঘর পরিস্কার করতে এসে মায়ার সাজঘরে ঢুকে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল দরজাটা ঠেলে।

মায়ার সাজঘরটা ছিল আলাদা। ভিতরের দিকে—ছোট ঘরটা।

সাজঘরের মেঝেতে মায়ার মৃতদেহটা পড়ে আছে।

প্রথমটায় ঘটনার আকস্মিকতায় সুখলাল যেন কয়েকটা মুহূর্তের জন্য বোবা হয়ে গিয়েছিল তারপরই অস্ফুট একটা চিৎকার করে ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

বেলা তখন খুব বেশী হয়নি—সকাল সাড়ে সাতটা মাত্র। টিকিট ঘর তখনো খোলেনি।

লোকজনের মধ্যে থিয়েটারে তখন দু'জন দারোয়ান—জমাদার সুখলাল ও কেয়ারটেকার বোকাবাবু অর্থাৎ লোকনাথ।

বোকাবাবু সৌরীন কুণ্ডুরই কি এক রকম দূর আত্মীয়ের ছেলে। ভাল নাম লোকনাথ।

বিশেষ লেখাপড়া করেনি—সাদা-সিধে হাবাগোবা মানুষ—

থিয়েটারেই সে সর্বক্ষণ থাকে—কেবল দু'বেলা খাবার জন্য কিছু সময়ের জন্য বাইরে যায়।

বোকা ঘুম থেকে উঠে বাইরের লবিতে দাঁড়িয়ে একটা দাঁতন নিয়ে দন্ত ধাবন করছিল।

সুখলাল হাউ হাউ করে সেখানেই এসে পড়ে বোকাবাবুকে বলে, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে বোকাবাবু।—

সর্বনাশ! কি হয়েছে?

মায়া দিদিমণি—

মায়া দিদিমণি, কি হয়েছে তার ?

চল শিগ্‌গিরী দেখবে চল—মায়া দিদিমণি নেই—

নেই ?

হ্যাঁ—মরে গেছে।

কি পাগলের মত যা-তা বকছিস।

ভয়ে উত্তেজনায় সুখলাল তখন ভাল করে—স্পষ্ট করে সব কথা বলতে পারছে না কথাগুলো তার জড়িয়ে জড়িয়ে যায়।

বোকাবাবু, কি হবে ?

কোথায় দেখেছিস তুই মায়া দিদিমণিকে ?

তার সাজঘরে।

সেকি ! সাজঘরে !

হ্যাঁ—

চল, দেখি—

বোকাবাবু এগিয়ে যায় স্টেজের দিকে—সুখলাল ওর পিছনে পিছনে যায়।

বোকাবাবুও মায়ার সাজঘরের মধ্যে ঢুকে থমকে দাঁড়ায়।

সত্যিই মায়া পড়ে আছে তার সাজঘরের মেঝেতে চিৎ হয়ে।

চোখ দু'টো ঠেলে বের হয়ে এসেছে যেন—মুখটা সামান্য হাঁ করা, কষ বেয়ে পড়েছে খানিকটা রক্ত মিশ্রিত লালা।

একটা মাছি মুখের উপরে উড়ছে।

শুধু তাই নয়—সবচাইতে যেটা বেশী আশ্চর্য করে বোকাবাবুকে, গত রাত্রের থিয়েটারের মেক আপ্‌ পর্যন্ত তখনো মায়ার মুখে লেগে রয়েছে।

পরণে সেই লাস্ট সিনের নীল রংয়ের সিল্কের শাড়িটা—কপালে ও সিঁথিতে সিন্দুর।

বোকা আর দাঁড়াতে পারে না।

মাথাটা তার ঘুরতে শুরু করেছিল। সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে আসে।

কি করা উচিত। কি এখন করবে বোকাবাবু।

প্রথমেই যে কথাটা তার মনে হয় সেটা হচ্ছে অবিলম্বে সৌরীনদাকে একটা খবর দিতে হবে।

কালই মাত্র নতুন নাটকের মহাসমারোহ করে শততম রজনী অভিনয় হয়ে গিয়েছে।

পুরস্কার বিতরণ ছিল—নাট্যকার থেকে শুরু করে মায় গেটকিপার ও সুইপাররা পর্যন্ত সকলেরই পুরস্কার মিলেছে।

এখনো চারিদিকে ফুলের মালা ঝুলছে।

সৌরীন কুণ্ডু ফিরেছিল বেশ একটু রাত করেই। তাছাড়া গত কালই সৌরীনদা বলছিল বাড়ির ফোনটা নাকি আউট অফ্ অর্ডার হয়ে আছে।

নচেৎ এখুনি একটা ফোনই করে দেওয়া যেত।

অবিশ্যি খবর না পাঠালেও এখুনি হয়ত সৌরীন কুণ্ডু এসে পড়বে থিয়েটারে। প্রত্যহ সে সকাল আটটা থেকে সোয়া আটটার মধ্যে একবার থিয়েটারে আসেই।

বেলা প্রায় বারটা পর্যন্ত থাকে।

এ্যাড্ভান্স সেল কি রকম হলো না হলো খবর নেয়—

তাছাড়া সৌরীনের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ঐ সময় সকালের দিকে থিয়েটারে আড্ডা দিতে আসে।

মুড়ি সিঙ্গারা কচুরীর সঙ্গে চা চলে ও সেই সঙ্গে আড্ডা।

বোকা অর্থাৎ লোকনাথ আর দেরি করে না।

তখুনি সৌরীন কুণ্ডুর বাড়ি দিকে ছোটে সংবাদটা দেবার জন্য একটা ট্যাক্সী নিয়ে।

সৌরীন কুণ্ডুকে সংবাদটা দিয়ে ফিরে এলো আবার বোকা থিয়েটারে হন্ত দন্ত হয়ে।

বোকা ফিরে এসে অফিস ঘরের মধ্যেই বসেছিল।

সাজ-ঘরের মধ্যে মায়ার মৃত দেহটা দেখা অবধি বোকা রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিল।

সাদাসিধে সরল প্রকৃতির মানুষ বোকা।

কোন ঘোর প্যাঁচ বেচারী বোঝেও না থাকেও না কোন ঘোর প্যাঁচের মধ্যে কখনো।

সৌরীন কুণ্ডু থিয়েটারটা লীজ নেবার আগে বোকা সৌরীন কুণ্ডুব বাসাতেই থাকত। দু' বেলা দুটি খেত আর টুক্ টাক্ কাজ করত!

সৌরীন কুণ্ডুই তাকে মাসে মাসে দু চার টাকা করে হাত খরচা দিত। বোকার তাতেই চলে যেতো।

থিয়েটার লীজ নেবার পরে বোকাই বলেছিল, আমাকে একটা কাজ দিন থিয়েটারে—

সৌরীন কুণ্ডু হেসে বলেছিল, কি কাজ তুই কববি থিয়েটারে—

দিন না যা হয় একটা কিছু—

বেশ—তুই থিয়েটারে কেয়ারটেকার হয়ে থাক।

সেই অবধি বছর পাঁচেক ধরে বোকা থিয়েটারেই থাকে সর্বক্ষণ। মাসে মাসে গোটা চল্লিশ করে টাকা দিত সৌরীন বোকাকে।

ঐ টাকায় খাওয়া পরা দিব্যি চলে যায় বোকার।

কখনো দুটো ভাত ডাল সিদ্ধ করে নেয় কখনো হোটেলে খায় আর সাজঘরের বাইরে বড় সোফাটার পরে শুয়ে ঘুমায়।

সৌরীন কুণ্ডু একটু পরেই এসে হাজির হলো থিয়েটারে।

ইতিমধ্যে বুকিংয়ের গৌরবাবু, প্রম্পটার মণিবাবুও এসে গিয়েছিল—তারা দুজন, দরোয়ান ও জমাদার সকলে মিলে লবিতে জটলা করছিল।

সৌরীনকে আসতে দেখে সকলে চুপ করে। ওর মুখের দিকে তাকায়।

বোকাও অফিস ঘর থেকে বের হয়ে আসে সৌরীনের সাড়া পেয়ে।

বোকার দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করে, কোথায়?

সাজঘরে—

সৌরীন এগিয়ে যায়—বোকা তার পিছনে পিছনে যায়।

মৃতদেহ দেখে এসে কিছুক্ষণ যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সৌরীন, তারপর এক সময় আবার নিজের অফিস ঘরে ফিরে এসে ঐ এলাকার থানার ও-সি শম্ভু চাটুয্যেকে একটা ফোন করে দেয়।

থানা অফিসাব শম্ভু চাটুয্যে ওর পরিচিত।

থিয়েটারে আসা-যাওয়া আছে।

শম্ভু চাটুয্যেও সংবাদটা পেয়ে কম অবাক হয় না। বলে, বলেন কি মিঃ কুণ্ডু—

হ্যাঁ—আপনি আসুন—

আমি এখুনি আসছি—

সৌরীন যেন সত্যিই অন্ধকার দেখে।

কাল শনিবার ছিল—আজ রবিবার দুটে শো। সামনের বুধবার আরো দুটো শো।

আজকের দুটো শোর সব টিকিট ত বিক্রীই হয়ে গিয়েছে—আগামী কাল ও পরের বুধবারের টিকিটও অগ্রিম বিক্রী হয়ে গিয়েছে।

নাটকটা যে ভাবে জমে উঠেছে তাতে করে তিনশ রজনী ত হবেই—কত আশা করেছিল সৌরীন।

ঠিক এই সময় একি বিভ্রাট ঘটলো!

কিন্তু মায়া মেয়েটা সুইসাইডই বা করলো কেন?

নিজে ত গেলই, তার থিয়েটারের চালু নাটকটারও সমাপ্তি ঘটিয়ে গেল।

আজকের শো ত মাথায় উঠলো—সব টিকিট রিফাণ্ড দিতে হবে—পরেই বা ওই পার্টটা কাকে দিয়ে করাবে সৌরীন।

ওই বয়েসের অমন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী তার ষ্টেজে আর এখন কোথায়।

তাছাড়া যে-ই এখন ওর ওই পার্ট করবে সে যদি নিঃসংশয়ে ওকে টেক্কা না দিতে পারে ত সব গেল।

নাটকের সেল দেখতে দেখতে পড়ে যাবে।

অর্থাৎ, নাটকটা মরে গেল। আচ্ছা মেয়েটার কি আক্কেল।

সুইসাইড করতে গেলি কেন।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে সৌরীনের ইদানীং মেয়েটা নাকি রীতিমত উড়তে শুরু করেছিল—অশোকের সঙ্গে লটঘট শুরু হয়েছিল।

এদের পছন্দের, রুচিরও বাবা বলিহারী—অশোক ত ওর বাপের বয়েসী।

। ৮ ।

শম্ভু চাটুয্যে এসে ঘরে ঢুকল।

সৌরীনবাবু!

সৌরীনের চিন্তাধারায় ছেদ পড়ে।

এই যে আসুন—চলুন—

কোথায় ডেড বডি?

সাজঘরে।

চলুন—

দুজনে সাজঘরের দিকে অগ্রসর হলো।

সাজঘরে ঢুকে শম্ভু চাটুয্যে বেশ কিছুক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব পরীক্ষা করলো। প্রথমে মৃতদেহ ও পরে ঘরটা।

ছোট স্বল্প-পরিসর ঘর—

একটা ছোট বেঞ্চ পাতা আছে এক ধারে—দেওয়ালে ব্রাকেট লাগানো—তার সামনে একটি আর্সী ফিট করা।

খান দুই চেয়ার। একটা মাঝারী সাইজের আলমারী।

ঘরের যাতায়াতের জন্য দুটো দরজা—একটা পশ্চিমমুখী—অন্যটা দু'ঘরের মধ্যবর্তী দক্ষিণমুখী—আর একটা ছোট দরজা আছে—ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে যাবার জন্য—বাথরুম দিয়েও বের হয়ে যাওয়া যায় পশ্চিম দিককার প্যাসেজে।

দু'ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটা খোলাই ছিল— সুখলাল ওই দরজা-পথেই প্রথমে সাজঘরে ঢুকেছিল।

বাকী দুটো দরজাই বন্ধ ছিল ভিতর থেকে।

শম্ভু চাটুয্যে সৌরীন কুণ্ডুর মুখের দিকে তাকাল, চলুন আপনার ঘরে যাওয়া যাক।

চলুন।

ওরা এসে আবার সৌরীন কুণ্ডুর ঘরে বসল।

ইতিমধ্যে থিয়েটারের আরো কিছু কিছু লোক এসে গিয়েছে।

টিকিট ঘরের সামনে ভিড়-

টিকিট বিক্রী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। মায়া দেবীর আকস্মিক অসুস্থতার একটা নোটিশ হাতে লিখে টিকিটের কাউন্টারের সামনে টাঙ্গিয়ে দিয়ে।

সৌরীনবাবু!

শম্ভু চাটুয্যের ডাকে সৌরীন ওর মুখের দিকে তাকাল।

ব্যাপারটা কিন্তু আমার মনে হচ্ছে—

কি? সৌরীন একটু চাপা উৎকণ্ঠার সঙ্গেই প্রশ্নটা করে।

সৌরীন কুণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে শম্ভু চাটুয্যে বলে, মনে হচ্ছে আত্মহত্যাটত্যা নয়—

তবে কি?

পিওর কেস অফ মার্ডার—নিষ্ঠুর নৃশংস হত্যা—

হত্যা!

হ্যাঁ—

কি বলছেন আপনি?

হ্যাঁ—অবিশ্যি পোষ্টমর্টেম্ না করা পর্যন্ত আমরা ডেফিনিট্ হতে পারবো না।

আপনি বলছেন মিঃ চ্যাটার্জী, মায়াকে কেউ হত্যা করেছে! সৌরীন পুনরায় প্রশ্ন করে।

অন্ততঃ বর্তমানে তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু তার আগে আপনাকে এক কাজ করতে হবে।

কি?

আপনি থিয়েটারের সকলকে ডেকে পাঠান। সকলকেই আমি কিছু প্রশ্ন করতে চাই—

ডেকে পাঠাবার আর বোধহয় প্রয়োজন ছিল না—কারণ ইতিমধ্যে দুর্ঘটনার সংবাদটা অনেক দূর ছড়িয়ে গিয়েছিল মুখে মুখে।

এবং আশে পাশে থিয়েটারের যারা থাকত তারা ইতিমধ্যে থিয়েটারের লবিতে এসে ভিড় করেছিল।

থিয়েটারের লোহার গেট্ দুটো ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

টিকিট ঘরের দরজাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও থিয়েটারের সামনে একটা ছোটখাটো ভিড় জমে গিয়েছিল।

মুখরোচক সংবাদ।

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বাদ দিলেও একটা থিয়েটারের কর্মী-সংখ্যা ত নেহাৎ কম নয়।

চার পাঁচজন সিফ্‌টার—তিনজন ইলেকট্রিসিয়ান্—বেয়ারা জন তিনেক—

ভিতরে একটা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্য টি ষ্টলের মত আছে—তারাও দুজন এবং দুজন জমাদার—ড্রেস ইত্যাদির ইনচার্জে একজন ও সে-সবের সরবরাহের জন্য একজন—চৌদ্দজন।

তাছাড়া—মেয়েদের জন্য একজন ও ছেলেদের একজন মেকআপ ম্যান। এবং মিউজিক্ হ্যাণ্ডস্ জন ছয়েক—দুজন প্রম্পটার।

একে একে যারা এসে গিয়েছিল তাদের ডেকে শম্ভু চাটুয্যে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে।

এবং তাদের মুখ থেকে যতদূর জানা গেল—

॥ ৯ ॥

গতকাল রবিবার দুটো শো ছিল। এবং শোর সেদিন শততম রজনীর স্মারক উৎসব—হাউস ফুল ছিল।

রাত নয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে শো শেষ হয়। তারপর যেমন অন্যান্য দিনের মত একে একে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা থিয়েটার থেকে চলে যায় তেমনি সবাই চলে গিয়েছে।

কেউই বলতে পারল না—গত রাত্রে মায়াকে অভিনয়ের শেষে থিয়েটার থেকে বের হয়ে যেতে দেখেছিল কিনা।

অন্যান্য দিন প্রায়ই সবার শেষে থিয়েটার থেকে বের হয় অশোক এবং তার সঙ্গেই বের হয় মায়া।

কিন্তু গত রাত্রে অশোক নাকি একাই বের হয়েছিল—এবং অন্যান্য দিনের চাইতে একটু আগেই।

জানা গেল অশোককে বাইরে বের হয়ে যেতে দেখেছে দুজন। বেয়ারা অতুল ও ইলেসট্রিসিয়ান্ প্রভাস।

অশোকের সঙ্গে যে ইদানীং মায়ার একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল এবং সেটা সকলেরই নজরে পড়েছিল, তাও শম্ভু চাটুয্যে জানতে পারে।

আরো কিছু কিছু সংবাদ সংগৃহীত হলো।

ঐ মায়া মেয়েটিকে ঘিরে ইদানীং থিয়েটারের মধ্যে বেশ একটা নাকি আবর্ত সৃষ্টি হয়েছিল।

সে আবর্তের মধ্যে তিনজন জড়িয়ে ছিল—অশোক, প্রদীপ ও অলক্ত। অথচ মেয়েটি, যতদূর জানা গেল, অশোকের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, প্রথমোক্ত দুজনার সঙ্গে পূর্ব পরিচয় থাকা সত্ত্বেও।

আপাততঃ তখনকার মত মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে থিয়েটারের সাজঘরটা লক্ আপ করে এবং দুজন পুলিশ প্রহরায় রেখে শম্ভু চাটুয্যে তখনকার মত চলে গেল।

সৌরীন কুণ্ডুকে বলে গেল, অভিনেতাদের সকলের সঙ্গে একবার কথাবার্তা বলতে চায় সে।

কুণ্ডু যেন সকলকে একটা খবর দেয় সন্ধ্যায় থিয়েটারে আসার জন্য ঐ দিনই।

সৌরীন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

শম্ভু চাটুয্যে চলে যাবার পর সৌরীন তার ঘরের মধ্যেই ঝিম্ দিয়ে বসে থাকে।

সৌরীনের যেন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ হচ্ছিল।

একি হলো!

একটা সাজানো ছক সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল।

তাছাড়া শম্ভু চাটুয্যে যা বলে গেল তাই যদি হয়—মায়া খুনই যদি হয়ে থাকে, তাহলে ত আর এক ঝামেলা।

কিন্তু তাই বা হবে কি করে!

মায়াকে হত্যা করতেই বা যাবে কেন কেউ!

কিন্তু শম্ভু চাটুয্যে যখন বলে গেল তার ধারণা মায়াকে কেউ হত্যাই করেছে তখন কথাটা মন থেকে একেবারে মুছে ফেলাও যাচ্ছে না।

সন্ধ্যাবেলা শম্ভু চাটুয্যে আবার থিয়েটারে এলো।

মোটামুটি অভিনেতা অভিনেত্রীরা সকলেই এসেছিল।

সকলে এসে প্রেক্ষা-গৃহের মধ্যে জমায়েত হয়েছিল।

সকলেই বিস্ময়ে যেন বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল।

সবার শেষে এসেছিল অশোক—সকলেই আড় চোখে অশোকের দিকে তাকায়।

অশোক সকলের থেকে পৃথক হয়ে অডিটোরিয়ামের ফ্রন্ট-রোর একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে সিগ্রেট টেনে চলে।

শম্ভু চাটুয্যে সৌরীন কুণ্ডুর ঘরে বসে একে একে সকলকে ডেকে পাঠাচ্ছিল।

প্রভাত—একজন প্রৌঢ় অভিনেতা।

অনেক দিন ধরে ঐ থিয়েটারে আছে। বেঁটেখাটো ফর্সা। টাইপ রোলে অভিনয় করে।

সে বললে শেষ দৃশ্যের শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থাকতে হয় একমাত্র মায়াকেই। এবং তার উপস্থিতিতেই যবনিকা নামে।

গত রাত্রে যখন যবনিকা পড়ে শেষ দৃশ্যে প্রভাত তখন উইংসের পাশেই দাঁড়িয়ে প্রম্পটার মণি চাটুয্যের সঙ্গে কথা বলছিল।

সে নিজের চোখে দেখেছে মায়াকে সিন থেকে বের হয়ে আসতে। এবং মায়ার বেব হয়ে আসার কয়েক মুহূর্ত আগেই বের হয়ে আসে অশোক।

দুজনকেই প্রভাত বের হয়ে আসতে দেখেছে।

সকালবেলা থিয়েটারের বেয়ারা কালী তার জবানবন্দীতে বলেছিল, গত রাত্রে শোর পর সে মায়াকে তার সাজঘরের মধ্যে ঢুকে যেতে দেখেছে এবং তার একটু পরেই সে দেখেছিল অশোক দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বের হয়ে গেল।

অশোকের সঙ্গে মায়া ছিল না।

অশোক একলাই গিয়েছে।

॥ ১০ ॥

অলক্ত সাক্ষী দিতে এসে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা বললে—অশোককে সেও ষ্টেজ থেকে বের হতে দেখেছে, কিন্তু সে বাইরে চলে যায়নি সঙ্গে সঙ্গে—

প্যাসেজে এসে সে—প্যাসেজের দিককার মায়ার সাজঘরের যে দরজা সেই দরজায় সে অশোককে নক্ করতে দেখেছে।

মায়া দরজা খুলে দেয়। দুজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। অলক্ত ব্যাপারটা দেখেছে কারণ ঐ সময় সে প্যাসেজেই ছিল দাঁড়িয়ে।

তবে শেষ পর্যন্ত কি হয়েছে সে বলতে পারে না কারণ অলক্ত একটু পরেই থিয়েটার থেকে বের হয়ে যায়।

রাত তখন কটা হবে? প্রশ্ন করে শম্ভু চাটুয্যে অলক্তকে।

বোধহয় সোয়া দশটার কাছাকাছি হবে।

তারপর?

তারপর আমি কিছু জানি না, আমি সোজা বাড়ি চলে গিয়েছিলাম।

আপনাব সঙ্গে মায়াদেবীর ত এক কালে ভালই ঘনিষ্ঠতা ছিল তাই না!

ঘনিষ্ঠতা আবার কি—এক ক্লাবে অভিনয় করতাম—এক তল্লাটে থাকতাম। কাজেই—

বলুন, থামলেন কেন?

আলাপ পরিচয় ছিল একটু—

আর কিছু নয়? শম্ভু চাটুয্যে পুনরায় প্রশ্ন করে।

না—

কিন্তু আমি রিপোর্ট পেয়েছি মায়া দেবীর সঙ্গে আপনার একটু বেশী ঘনিষ্ঠতাই ছিল—

একটুও না। ভুল শুনেছেন।

ভুল শুনেছি!

শম্ভু চাটুয্যে হাসল।

হ্যাঁ—ভুলই শুনেছেন কারণ কোন রকম ঘনিষ্ঠতাই কখনো তার সঙ্গে আমার ছিল না।

ওঃ আচ্ছা ঠিক আছে আপনি যেতে পারেন। প্রদীপ বাবুকে পাঠিয়ে দিন এবারে—

একটু পরে প্রদীপ এলো।

প্রদীপ তার জবানবন্দীতে বললে, নাটকের শেষ দৃশ্যে তার এ্যাপিয়ারেন্স নেই—কাজেই বরাবর সে শো ভাঙ্গবার আগেই থিয়েটার থেকে চলে যায়। সে কিছু জানে না, কিছু বলতে পারে না।

শম্ভু চাটুয্যে এবার প্রশ্ন করে, মায়া দেবীর সঙ্গে আপনার ত বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল শুনলাম।

ঘনিষ্ঠতা বলতে আপনি কি বলতে চান বুঝতে পারছি না—তবে আলাপ পরিচয় ত অনেক দিন ধরেই ছিল। শেষটায় কিছুদিন ধরে অবিশ্যি তার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে ওর সঙ্গে আমি কথা বলাও বন্ধ করে দিয়েছিলাম—

তা হঠাৎ এমন কি ঘটেছিল যে একেবারে কথা বলাও বন্ধ করেছিলেন?

ক্ষমা করবেন, সেটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার—

অতঃপর অশোকের ডাক পড়ল।

অশোক বললে, মায়ার সঙ্গে ইদানীং তার একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল ঠিকই—কারণ মেয়েটির অপূর্ব প্রতিভার জন্যই অশোক মেয়েটিকে

লাইক করতো—মেয়েটিও তাকে পছন্দ করতো—তার বেশী কিছু নয়।

গত রাত্রে শো'র পর আপনি নীচে প্যাসেজে দাঁড়িয়ে মায়া দেবীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন ?

কে বললে ! না ত।

কিন্তু একজন আপনাকে দেখেছে—

হতেই পারে না—এ্যাবসার্ড—কাল শো'র পর মায়ার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। সোজা আমাকে স্টুডিওতে চলে যেতে হয়েছিল নাইট সুটিং ছিল বলে।

।থিয়েটার থেকে আপনি কখন বের হয়ে যান ?

ঠিক রাত ন'টা চল্লিশে। গেটে দারোয়ান আমাকে দেখেছে। গেটের বাইরে বেরুতেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে যাই। সেই ট্যাক্সিতে করেই সোজা আমি স্টুডিওতে যাই .

স্টুডিওতে কখন পৌঁছান ?

বোধহয় সাড়ে দশটার পর—দশটা পঁয়তাল্লিশ হবে—

শ্যামবাজার থেকে টালীগঞ্জে যেতে রাত্রে ঐ সময় অতক্ষণ লাগলো !

তা কখনো কখনো লাগে বৈকি ট্রাফিক জ্যাম থাকলে।

হুঁ স্টুডিও থেকে কখন ফেরেন ?

সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে আসি—

কেন ?

কারণ সুটিং শেষ পর্যন্ত হয় নি—

ওঃ তারপর কোথায় যান ?

গিয়েছিলাম একজায়গায়—

কতরাত পর্যন্ত ছিলেন সেখানে ?

তা দুটো আড়াইটা হবে—

আর কোন অভিনেতা অভিনেত্রীর কাছ থেকেই বিশেষ কোন সংবাদ সংগ্রহ করা গেল না।

মায়াকে সাজঘরে অভিনয়ের পর ঢুকতে দেখা গিয়েছে বটে কিন্তু বের হতে কেউ দেখেনি।

শম্ভু চাটুয্যের ধারণা যে মিথ্যা নয় সেটা পরের দিনই সন্ধ্যায় জানা গেল।

পোষ্টমর্টেমে রিপোর্ট পাওয়া গেল—গলা টিপে শ্বাসরোধ করে মায়ার মৃত্যু ঘটানো হয়েছে।

সম্ভবতঃ কাপড় জাতীয় কিছু গলায় পেঁচিয়ে শ্বাস রোধ করা হয়েছিল।

এদিকে বৃহস্পতিবার থেকে আবার শো শুরু করল সৌরীন কুণ্ডু মায়ার জায়গায় একটি নতুন মেয়েকে নিয়ে।

নতুন করে অভিনয় শুরু হলো—অশোক কিন্তু অভিনয় করল না।

অলক্ত তার পূর্বের রোলে ফিরে এলো।

হাউস মোটামুটি ভালই ছিল, কিন্তু দেখা গেল অভিনয় যেন জমছে না। কিছুতেই দানা বাঁধছে না।

নাটকের সর্বত্র যেন মায়ার অভাব অনুভূত হয়।

বোঝা যায় মায়াই ছিল নাটকের প্রাণ।

প্রদীপ—অলক্ত—অশোক কেউ নাটকের প্রাণ ছিল না। আজ কথাটা মায়ার অভাবে যেন আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে সকলের কাছে।

আরো কয়েক রাত্রি পর পর অভিনয় হলো নাটকের, কিন্তু দেখা গেল নাটকের সেল ক্রমশঃ যেন কমছে।

সৌরীন ঝানু লোক এ লাইনে। বুঝতে পারে এ নাটক এখন আর চলবে না—নতুন নাটকের প্রয়োজন।

অশোক ও প্রদীপকে বার বার সে কথাই বলতে লাগল।

ওদিকে মায়ার হত্যার ব্যাপারটাও যেন কেমন চাপা পড়ে গেল।

॥ ১১ ॥

এমন সময় থিয়েটারে আর একটা ব্যাপার ঘটলো।

মায়া মাসের কুড়ি দিন কাজ করেছিল। কুড়ি দিনের সেই মাইনা মায়ার প্রাপ্য ছিল! একদিন সন্ধ্যায় মায়ার মা মৃণ্ময়ী দেবী এলো সেই মাইনা নিতে সৌরীনের কাছ থেকে।

মৃন্ময়ী বলছিল সৌরীনকে, মেয়েটাকে আমার কে বা কারা অমন করে মেরে ফেললো আপনারা ধরতে পারলেন না?

পুলিশ ত কম চেষ্টা করেনি কিন্তু কিছুই ত হদিশ করতে পারলো না। সৌরীন বলে।

সে রকম করে চেষ্টা করলে কি আর পারত না।

আপনি জানেন না সবরকম চেষ্টাই করা হয়েছে—

না, তাহলে হয়ত নিশ্চয়ই ধরা পড়তো কোন হত্যাকারী।

আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন মৃণ্ময়ী দেবী?

হঠাৎ সৌরীন প্রশ্ন করে।

আমার ধারণা—

বলুন থামলেন কেন?

মানে বলছিলাম—আমি বোধহয় জানি কে মায়াকে হত্যা করেছে—হঠাৎ মৃণ্ময়ী বলে।

সৌরীন কুণ্ডু কথাটা শুনে যেন চমকে ওঠে।

বলে, জানেন!

হ্যাঁ—

কে?

প্রশ্নটা করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় সৌরীন কণ্ডু মায়ার মার মুখের দিকে।

মৃণ্ময়ী তখন কতকগুলো চিঠি বের করে সৌরীনের হাতে দেয়।

কি এগুলো? চিঠি বলে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ—চিঠি মায়ার সুটকেশের মধ্যে ছিল—আমার ছোট মেয়ে রীণা তার দিদির সুটকেশের মধ্যে এই চিঠিগুলো পেয়েছিল। এগুলো পড়লে হয়ত বুঝতে পারবেন আপনিও ব্যাপরটা—

সৌরীন একটু কৌতুহলের সঙ্গেই যেন চিঠিগুলো হাতে নেয়।

বলে, তা এ চিঠিগুলো পুলিশ যখন আপনাদের ওখানে গিয়েছিল তাকে দেন নি কেন, তারপর একটু থেমে বলে, কবে এ চিঠিগুলো পেয়েছেন?

মায়ার মৃত্যুর দুতিন দিন পরেই।

সাদা খামে চিঠিগুলো ভরা—ডাকে আসেনি—হাতে হাতে বোধ হয় ছাড়া হয়েছে।

বেশী নয়—খান তিনেক চিঠি।

প্রত্যেক খামের উপরে লেখা, মায়া।

মৃণ্ময়ী বললে, প্রকৃতপক্ষে এই চিঠিগুলো আপনার হাতে দেবার জন্যই আমি এসেছি। চিঠিগুলো পড়ুন আপনি। তাহলেই আন্দাজ করতে পারবেন হয়ত সব কিছু।

সৌরীন একে একে তিনখানা চিঠিই পড়ে।

সংক্ষিপ্ত চিঠি—প্রত্যেক চিঠির সারবস্তু মোটামুটি এক। প্রত্যেক চিঠিতেই মায়াকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। এবং কোন চিঠিতেই নাম নেই তলায়, কেবল লেখা ইতি।

বোঝা যায় উড়ো চিঠি।

মায়া, যে পথে চলেছো সে পথ থেকে নিজের মঙ্গল চাও ত এখনো ফেরো। ও তোমাকে সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

দশ দিন তোমাকে সময় দিলাম হয় তুমি ওর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক-

ছেদ করবে নচেৎ জেনো ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে তোমাকে। ইতি।

আর একটা চিঠি—একই ভাবের লেখা—।

মায়া, দশ দিন তোমাকে সময় দিয়েছিলাম—কিন্তু মনে হচ্ছে ব্যাপারটার মধ্যে কোন গুরুত্বই দাওনি।

আবারও বলছি—ফের, নচেৎ প্রাণ দিয়ে শেষ পর্যন্ত তোমার এ বোকামির মাশুল দিতে হবে জেনো। ইতি—

শেষ চিঠি—।

মায়া, শেষবারের মত তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—এখনো ফেরো। মরতে যদি না চাও ত এখনো ফেরো। ইতি।

পড়লেন চিঠিগুলো? মৃণ্ময়ী শুধায়।

পড়লাম। ঠিক আছে এগুলো থাক আমার কাছে। আচ্ছা এ চিঠি কার লেখা বলে আপনার মনে হয় মৃণ্ময়ী দেবী?

মনে হচ্ছে অলক্তর—

অলক্তর!

হ্যাঁ—

কেন—তার হাতের লেখা কি আপনি চেনেন?

না—তবে তার লেখা বলেই মনে হয়—কারণ যে রাত্রে ঐ ঘটনা ঘটে তার দিন পনর আগে অলক্তর সঙ্গে নাকি রাত্রে পথে ওর ভীষণ ঝগড়া হয়।

কে বললো সে কথা আপনাকে?

কেন মায়াই বলেছিল।

হুঁ। আচ্ছা আপনি যান—

মৃণ্ময়ী দেবী বিদায় নেবার পরই সৌরীন কুণ্ডু শম্ভু চাটুয্যেকে থানায় ফোন করে—এবং শম্ভু চাটুয্যে আসতেই তার হাতে চিঠিগুলো তুলে দেয় সৌরীন।

সেদিন থিয়েটার ছিল না।

শম্ভু চাটুয্যে চিঠিগুলো নিয়ে থানায় ফিরে এসে ঘরে ঢুকতেই দেখে কিরীটী তার ঘরে বসে আছে তারই অপেক্ষায়।

ঘরের বাতাস সিগারের গন্ধে ভরে উঠেছে।

কিরীটী শম্ভু চাটুয্যের বিশেষ পরিচিত।

অনেক দিন থেকেই উভয়ের পরিচয়।

ঘরে ঢুকেই তাকে দেখে সোল্লাসে শম্ভু চাটুয্যে বলে ওঠে কিরীটী কতক্ষণ রে?

বেশ কিছুক্ষণ।

সত্যি?

হ্যাঁ—একটা দরকার ছিল তোর কাছে।

সে ত বুঝতেই পারছি নচেৎ কি আর মহাপ্রভুর পদার্পণ ঘটেছে এখানে! তা এতদিন দেখিনি—কোলকাতায় ছিলি না নাকি?

না, মাদ্রাজ গিয়েছিলাম।

মাদ্রাজ হঠাৎ?

এই একটু ঘুরতে, তা শোন তোর কাছে একটা সংবাদের জন্য এসেছি।

কি সংবাদ?

বছর দেড়েক আগে, মনে আছে তোর নিশ্চয়ই, ভূপেন বোস য়্যাভিন্যুতে একটা ফ্ল্যাট-বাড়ির দোতলার একটা ফ্ল্যাটে অবিনাশ-লিঙ্গম নামে এক দক্ষিণী ভদ্রলোককে তার ফ্ল্যাটের ঘরের মধ্যে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় ও সেই সঙ্গে তার তরুণী ভার্যাটি নিখোঁজ হয়ে যায়।

হ্যাঁ—মনে আছে বৈকি। শেষ পর্যন্ত কেসটা চাপা পড়ে যায়—সেই মেয়েটিকেও পাওয়া যায় না এবং ভদ্রলোকের মৃত্যুর ব্যাপারটারও কোন হদিশ পাওয়া যায়নি।

তা হঠাৎ এতদিন পরে আবার সে কেসটা সম্পর্কে—

চুরোটটা ইতিমধ্যে নিভে গিয়েছিল সেটায় নতুন করে অগ্নি-সংযোগ করতে করতে কিরীটী বলে, সরকার পক্ষ থেকে সেই কেসটা গত মাসে আমার স্কন্ধে আরোপ করা হয়েছে। যাক—শোন, যে জন্য আমি তোর কাছে এসেছি—তোর ত মায়ামঞ্চ থিয়েটারের মালিকের সঙ্গে যথেষ্ট দহরম আছে।

হ্যাঁ—তা আছে, সেখানেই ত গিয়েছিলাম।

কেন, থিয়েটার দেখতে?

না—সে এক ব্যাপার, থিয়েটারের এক অভিনেত্রীর খুনের ব্যাপার নিয়ে।

কি রকম?

শম্ভু চাটুয্যে তখন সংক্ষেপে মায়ার মৃত্যুর ব্যাপারটা বিবৃত করে কিরীটীর কাছে। চুরোট টানতে টানতে সব শুনল কিরীটী তারপর বললে, খুব একটা জটিল ব্যাপার বলে ত' মনে হচ্ছে না সে যাক—তাহলে ত তোর অভিনেতা অশোকের সঙ্গে পরিচয় আছে?

তা আছে।

কি রকম পরিচয় রে।

বেশ ভালই।

হুঁ—তাহলে অশোকের সঙ্গে মায়ার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল?

সেই রকমই ত সংবাদে প্রকাশ।

কিরীটী আর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে ধূমপান করতে থাকে। একটু যেন অন্যমনস্ক ভাব।

আচ্ছা সত্যিই তুই কি মনে করিস কিরীটী, ব্যাপারটা খুব কঠিন নয়?

সব শুনে ত তাই মনে হচ্ছে তারপরই একটু থেমে বলে, সে চিঠি-গুলো এনেছিস।

হ্যাঁ—

দেখি—

শণ্ডু চিঠিগুলো কিরীটীর হাতে তুলে দিল। কিরীটী চিঠিগুলো একে একে পড়ল।

॥ ১২ ॥

একসময় পড়া শেষ হলে কিরীটী শম্ভু চাটুয্যের মুখের দিকে তাকাল।

বুঝতে পারলি কিছু? শম্ভু চাটুয্যে প্রশ্ন করে।

কি?

চিঠিগুলো অলক্তই লিখেছে, তাই না?

তা যদি লিখেও থাকে ত তুই সেটা প্রমাণ করতে পারবি না শম্ভু।

কেন?

কারণ তার হাতের লেখার সঙ্গে মিলবে না।

তার মানে?

তার মানে ঐ চিঠিগুলোর দ্বারা আমার মনে হচ্ছে—

কি?

হত্যাকারী তার অপরাধটা অন্যের ঘাড়ে চাপাবার একটা ছেলেমানুষী চেষ্টা করেছে।

তাই তোর মনে হচ্ছে?

শুধু তাই না, মনে হচ্ছে তোর সব কথা শুনে আগাগোড়া ব্যাপারটাই যেন একটা এ্যামেচারিস্ ব্যাপার।

এ্যামেচারিস্!

তাই ত মনে হচ্ছে, আর তুই ত একটু ভাল করে চিন্তা করলেই বুঝতে পারতিস ব্যাপারটার মধ্যে খুব বেশী একটা কিছু জটিলতা হয়ত নেই।

কিন্তু—আমি ত ভাই এখন পর্যন্ত ভেবে ভেবে কোন কূল কিনারাই করতে পারিনি।

হয়ত তুই যে লাইন ধরে ভেবেছিস আসলে সে লাইনটা ভুল—গোড়াতেই গলদ। কিরীটী চুরোটে মধ্যে মধ্যে টান দিতে দিতে কথাগুলো বলছিল। বসবার ভঙ্গিটা তার শিথিল আয়েসী।

তুই কি বলতে চাস কিরীটী মায়ার হত্যার ব্যাপারটা যেভাবে আমি বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছি সেটা ভুল!

তাই যেন মনে হচ্ছে।

কেন?

প্রথমতঃ ভেবে দেখ, হত্যাকাণ্ডটা কোথায় ঘটেছিল—বা কিভাবে ঘটতে পারে?

নিশ্চয়ই থিয়েটারের মধ্যেই।

হ্যাঁ—কারণ মৃতদেহ থিয়েটারের সাজঘরের মধ্যেই পরের দিন আবিষ্কৃত হয়েছে, আর সেই কারণেই সর্বাগ্রে দুর্ঘটনার দিন সন্ধ্যায় অর্থাৎ শোর কয়েক ঘণ্টা, তোর খোঁজ নেওয়া উচিৎ ছিল, মায়ার কাছাকাছি কে কে এসেছিল। সেদিন কার কার সঙ্গে সন্ধ্যায় তার দেখা হয়েছিল, তারা কে কে এবং তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে মায়ার কেমন ঘনিষ্ঠতা বা পরিচয় ছিল। তাদের সঙ্গে কি কি কথা হয়েছিল—

তা মোটামুটি যা জানতে পেরেছি সবই ত তোকে বললাম।

হ্যাঁ বলেছিস তবে তার মধ্যে অনেক জায়গায় অনেক ফাঁক থেকে গিয়েছে।

ফাঁক।

হ্যাঁ—তারপর তুই বললি ইদানীং অশোকের সঙ্গে মায়ার আলাপ হবার পর থেকে শো ভাঙ্গলে ওরা দু'জনে এক সঙ্গেই থিয়েটার থেকে বের হয়ে যেতো—দুর্ঘটনার রাত্রে কেন গেল না! অশোক ঠিক কখন বের হয়ে গিয়েছিল শো ভাঙ্গবার পর?

অশোক সে রাত্রে থিয়েটার ভাঙ্গবার সঙ্গে সঙ্গেই বের হয়ে যায় তার নাইট স্যুটিং ছিল বলে—

স্যুটিং সত্যিই সে করেছিল কি ?

তা অবিশ্যি জিজ্ঞাসা করিনি।

তারপর ধর, মায়ার মৃতদেহ পরের দিন সকালে আবিষ্কৃত হবার পর দেখা যায়, আগের রাত্রের শোর কাপড় জামাই তখনো তার পরিধানে ছিল। তাহলে মায়া সে শো ভাঙ্গবার পর শোর জামা কাপড়ও যেমন বদলাবার অবকাশ পায়নি তেমনি থিয়েটার থেকে আদৌ বের হয়নি শো ভাঙ্গবার পরও—

তাই ত মনে হয়।

কেবল মনে হলেই ত হবে না—সে যে কাপড় না বদলালেও বা বদলাবার অবকাশ না পেলেও সে যে আদৌ থিয়েটার থেকে শো ভাঙ্গবার পর বের হয়নি তারও সাক্ষ্যপ্রমাণাদির প্রয়োজন। নচেৎ · -

কি ?

আসলে হত্যাকাণ্ডটা কোথায় সংঘটিত হয়েছিল সেটাই গোলমাল হয়ে যাবে—

কিন্তু ওর দেহে যখন তখনো আগের রাত্রের শোর জামা-কাপড়ই ছিল তখন ত স্বতঃসিদ্ধ ভাবে মেনে নেওয়া যেতে পারে সাজঘরের মধ্যে থিয়েটারেই ব্যাপারটা ঘটেছে।

না।

কেন ?

হত্যাকারীর অপরাধটা অন্যের ঘাড়ে চাপানর একটা প্রয়াসও হতে পারে ব্যাপারটা।

তাই তোর মনে হয় ?

কি মনে হয় না হয় সেটা এখন অবান্তর। তার আগে তুই একটা কাজ করতে পারিস ?

কি বল।

কাল ত থিয়েটার আছে ?

হ্যাঁ।

কাল একবার থিয়েটারে যাবো চল—ওদের কয়েকজনকে আমি কিছু কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

বেশত—কিন্তু কাকে কাকে প্রশ্ন করবি বল।

ঐ অলক্ত, প্রদীপ, অশোক—জমাদার রূপলাল—দু'জন দরোয়ান যারা বাইরে থাকে—বেয়ারা কালী আর মেয়েদের মেকআপ রুমে যে মেয়েটি ওদের সাহায্য করে—কি যেন তার নাম?

লাবণ্য।

হ্যাঁ, তাকে এবং মায়ার পাশের ঘরে যেসব অভিনেত্রীরা বসত তাদের। তাহলে আজ আমি উঠি - কাল আসবো। ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় এখান থেকে থিয়েটারে যাবো। থিয়েটারের সেই সাজঘরে বসেই ওদের প্রশ্ন করবো। ব্যবস্থাটা তুই করতে পারবি ত?

কেন পারব না, খুব পারব।

॥ ১৩ ॥

পরের দিন থিয়েটার।

শম্ভু চাটুয্যে আগেই ফোনে সৌরীন কুণ্ডুকে সব কথা বলে-রেখেছিল।

সৌরীন বলেছিল সে সব ব্যবস্থা করে রাখবে।

রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ শম্ভু চাটুয্যে ও কিরীটী মায়ামঞ্চে এসে হাজির হলো।

তখন প্রথম অঙ্ক শেষ হয়ে নাটকে দ্বিতীয় অঙ্ক চলছে।

সৌরীন কুণ্ডু তার নিজের ঘরেই বসে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

শম্ভু চাটুয্যে কিরীটীর পরিচয় দেয়।

কিন্তু তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না কারণ কিরীটীর নামটা সৌরীন কুণ্ডুর অজানা নয়। কিরীটীর নামের সংগে তার পূর্বে পরিচয় ছিল সংবাদপত্র মারফৎ।

শম্ভু চাটুয্যে জিজ্ঞাসা করে, অভিনেতা অভিনেত্রীদের সব বলে রেখেছেন ত?

হ্যাঁ—কিন্তু কোথায় বসে ওদের সঙ্গে কথা-বার্তা বলবেন উনি?

কিরীটীই জবাব দেয়, মায়াদেবীর সাজঘরে বসে।

আসলে গত সন্ধ্যায় শম্ভু চাটুয্যের মুখে মায়ার মৃত্যু কাহিনী শুনতে শুনতে এতটুকুও আকৃষ্ট হয়নি কিরীটী। কিন্তু শম্ভু কোন কুলকিনারা করতে পারেনি শুনে কৌতূহল জাগে তার। বিশেষ করে ঐ থিয়েটারে অশোকও আছে বলে কাল মায়ার মৃত্যুর ব্যাপারটাও তাকে আরো বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত করে তোলে।

এবং মায়ার মৃত্যুর ব্যাপারটা চিন্তা করতে করতেই যেসব

লোকগুলো মায়ার থিয়েটার-জীবনের সংগে জড়িয়ে ছিল তাদের নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করবার ইচ্ছা হয়।

তাছাড়া আরো একটা কারণ ছিল।

অশোকের সংগে সে পরিচিত হতে চায় - সেটারও একটা সুযোগ সে পেয়ে যাবে থিয়েটারে গেলে।

তাই কিরীটী শম্ভু চাটুয্যেকে অনুরোধ জানায় পরের দিন থিয়েটারে তাকে একটিবার নিয়ে যাবার জন্য—তাতে করে দু' কাজই হবে—শম্ভুর ব্যাপারটার সঙ্গে মায়ার মৃত্যুর ব্যাপারটাও নেড়ে চেড়ে দেখা যাবে, সেই সংগে অশোকের সঙ্গেও হয়ত পরিচয়ের একটু সুযোগ সে পেয়ে যাবে।

ক্রমে এক সময় থিয়েটার শেষ হলো।

ইতিমধ্যে কুণ্ডুই ভিতবে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। যেসব অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে কিরীটী কথা বলতে চায় তাদের ত আগেই সৌরীন বলে রেখেছিল।

শো ভাঙ্গবার পর একে একে সব দর্শকরা চলে গেল—প্রেক্ষাগৃহ খালি হয়ে গেল—যাদের প্রয়োজন নেই তারাও চলে গেল।

কেবল সাজঘরের সামনে অপেক্ষা করতে থাকে অশোক, প্রদীপ, অলক্ত, মায়ার ঘরের পাশে যে আরো দুটি মেয়ে বসত—রঞ্জনা ও সুপ্রিয়া, এছাড়া লাবণ্য, দরোয়ান মহাবীর সিং, রামপ্রসাদ, বেয়ারা কালী এবং জমাদার রূপলাল—তারাও একটু দূরে অপেক্ষা করতে থাকে।

সাজঘরে এসে সকলে প্রবেশ করল।

কিরীটী, শম্ভু চাটুয্যে ও সৌরীন।

প্রথমেই ভাল করে ঘরটা, যে ঘরের মধ্যে মায়ার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছিল, ভাল করে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল কিরীটী।

তারপর প্যাসেজটা, সংলগ্ন বাথরুমটা পরীক্ষা করে দেখল।

জেনে নিল মৃতদেহ কোথায় ছিল।

প্রথমেই কিরীটী বললে দারোয়ান দুজনকে ডাকতে।

রামপ্রসাদ ও মহাবীর সিং।

ওদের একজন লবিতে ও অন্যজন গেটের সামনে থিয়েটারের শো শুরু হওয়া থেকে ভাঙ্গার পরও অনেকক্ষণ ছিল।

তাদেব ডিউটিই ঐ ভাবে থাকা। নজর রাখা থিয়েটারে কে আসে—কে যায়—সর্বক্ষণ।

প্রথমেই ডাকা হলো দাবোয়ান বামপ্রসাদকে।

দাবোয়ান রামপ্রসাদ অনেক দিন থেকে সৌরীন কুণ্ডুর কাছে আছে।

একটা সাপ্তাহিক সিনেমা থিয়েটার সংক্রান্ত কাগজ ছিল এক সময় সৌরীনের। সেই সময় থেকেই রামপ্রসাদ ওর কাছে কাজ করছে।

এবং সৌরীন কুণ্ডু থিয়েটারটা লিজ্ নেবার পর থিয়েটারেই দারোয়ানের কাজ করছে কয়েক বছর ধরে।

সৌরীন কুণ্ডু আগেই বলেছিল, রামপ্রসাদ লোকটা বিশ্বাসী ও সৎপ্রকৃতির।

কিরীটী রামপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, মায়াদেবীকে ত তুমি অনেক দিনই দেখছো রামপ্রসাদ—ভাল করেই তাকে চিনতে তাই-না?

জী।

তবে সে রাত্রে যাকে থিয়েটার থেকে বের হয়ে যেতে দেখেছিলে সে মায়া দেবী কি না ঠিক করে বলতে পারছো না কেন? লবিতেই ত তুমি ছিলে আর লবির সামনে দিয়ে সে বের হয়ে গিয়েছিল যখন—

আজ্ঞে অনেকেই ত তখন থিয়েটার ভাঙ্গবার পর বের হয়ে যাচ্ছিল তাই ঠিক ভাল করে নজর করতে পারিনি।

তা নয় রামপ্রসাদ, কিরীটী বলে, যাকে তুমি দেখেছো সে হয়ত আদৌ মায়া দেবী ছিল না—

হতে পারে বাবুজী।

অশোকবাবুকে বের হয়ে যেতে দেখো নি ?

না—

অলক্তবাবুকে ?

না—

আচ্ছা রামপ্রসাদ সবাই যখন সে রাত্রে থিয়েটার ভাঙ্গার পর চলে গেল তারপর তুমি কি করছিলে ?

পূব দিকের প্যাসেজে যে ছোট ঘরটা আছে সেখানেই আমি থাকি সেখানেই চলে গিয়েছিলাম— তারপর এক সময় খাওয়া দাওয়ার পর শুয়ে পড়ি।

থিয়েটারের ভিতরে আর ঢোকোনি ?

না।

হুঁ। আচ্ছা, সে রাত্রে কেউ মায়াদিদিমণির সঙ্গে দেখা করতে আসেনি ?

না। কেউ এলে আমাকে না জানিয়ে ভিতরে যেতে পারে না।

হুঁ। আচ্ছা তুমি যাও।

রামপ্রসাদের পর থিয়েটারের দ্বিতীয় দরোয়ান মহাবীর সিংকে ডাকা হলো। মধ্য বয়সী লোকটা।

তোমার নাম মহাবীর সিং ? কিরীটী প্রশ্ন করে মহাবীরের মুখের দিকে চেয়ে।

জী !

কত দিন এখানে কাজ করছো ?

এক সাল হবে।

তাহলে থিয়েটারের সকলকেই জান, সকলকেই চিনতে তুমি ?

জী!

সে রাত্রে তুমি শো ভাঙ্গার পর কোথায় ছিলে?

জী গেটের সামনে—

মায়া দেবীকে তুমি বের হয়ে যেতে দেখেছিলে?

না।

অশোকবাবুকে?

না।

অলক্তবাবুকে?

দেখেছি।

কখন?

শো ভাঙ্গার আধঘণ্টাটাক পরে হবে তখন ভিড়টা অনেক পাতলা হয়ে এসেছে।

মহাবীর!

জী!

অলক্তবাবুর সঙ্গে আর কাউকে তুমি যেতে দেখেছো মানে থিয়েটারের আর কাউকে?

না ত! অলক্তবাবু একাই ছিলেন। তবে-

কি! বল, থামলে কেন?

অলক্তবাবুকে দেখে মনে হয়েছিল যেন—

কি?

অলক্তবাবু [illegible] করেছেন।

কেন!

অলক্তবাবু টলছিলেন। ভাল করে চলতে পারছিলেন না।

ঠিক আছে। তুমি যেতে পা[illegible]।

কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বললে।

মহাবীর সিং অতঃপব ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী সৌরীন কুণ্ডুর মুখের দিকে তাকাল, সৌরীনবাবু!

বলুন।

অলক্তবাবু কি নেশা করেন নাকি!

কখনো ত চোখে পড়েনি তাছাড়া আমার কড়া নির্দেশ আছে শো চলাকালে—আগে বা পরে মঞ্চে কেউ ড্রিংক করতে পারবে না।

সবাই কি সে নির্দেশ আপনার মেনে চলেন?

নিশ্চয়ই।

অশোকবাবু?

অশোক!

হ্যাঁ—শুনেছি তিনি নাকি খুব বেশী ড্রিংক করেন।

করে তা আমিও জানি তবে শো চলার সময় সে কখনো ড্রিংক করে না।

কিরীটী মৃদু হাসল।

সৌরীন আর কোন কথা বলে না। চুপ করে থাকে।

শম্ভু এবার জিজ্ঞাসা করে, এবার কাকে ডাকব?

রূপলালকে ডাক—

সাজঘরের দরজায় যে কনেস্টবলটি দাঁড়িয়েছিল তাকে বললে রূপলালকে ডাকবার জন্য।

রূপলাল এ থিয়েটারে কতদিন আছে সৌরীনবাবু?

বছর দুই হবে।

লোকটা নেশা ভাঙ্গ করে?

শুনেছি করে।

এখানে রূপলালের ডিউটি কি? কি করতে হয় তাকে?

রূপলালের ডিউটি শোর সময় সর্বক্ষণ ভিতরে থাকার—তারপর শো ভাঙ্গলে টুকটাক সব কাজ সেরে ষ্টেজঘরের আলো নিভিয়ে ষ্টেজের দরজায় তালা লাগান।

ষ্টেজঘরের চাবি তাহলে রূপলালের কাছেই থাকে।

হ্যাঁ—

থিয়েটারেই থাকে নিশ্চয়ই রূপলাল।

হ্যাঁ—ষ্টেজের পিছনে ঘর আছে সেই ঘরেই থাকে রূপলাল

॥ ১৪ ॥

রূপলাল এসে ঘরে ঢুকল।

ষণ্ডা পেশী বহুল চেহারা। বয়েস চল্লিশের মধ্যেই বলে মনে হয়। পরণে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড়।

মাথায় চক্‌চকে তেড়ি।

ছোট ছোট দুটো চোখ—বেশ রক্তিম। চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় ধূর্ত প্রকৃতির লোক।

কিরীটীর হঠাৎ মনে হয় রূপলালের মুখটা যেন তার চেনা, কবে কোথায় যেন দেখেছে কিন্তু সঠিক মনে করতে পারে না, মনের মধ্যে হাতড়াতে থাকে। কোথায় দেখেছে রূপলালকে সে—কোথায়?

তোমার নাম রূপলাল? কিরীটী প্রশ্ন করে।

জী!

দেশ কোথায় তোমার?

জী—ছাপরা জিলা!

এখানে কত মাইনে পাও?

জী?

মাইনে কত পাও?

আশি রূপেয়া—

রূপলাল!

জী

সে রাত্রে ষ্টেজের দরজায় তালা দিয়েছিলে?

জরুর।

ষ্টেজে যখন তালা লাগাও তখন ষ্টেজে কাউকে দেখেছিলে?

নেহি।

রূপলাল!

জী।

সে রাত্রে তুমি কতটা সরাব পিয়েছিলে?

এক বুঁদও খাইনি হুজুর--

ঝুট মাত্ বোল—

বিশ্বোয়াস করিয়ে সাব্—ম্যায় নে—

আবার ঝুট বলচো! তুমি খেয়েছিলে। আমি জানি--

রূপলাল আচমকা যেন কেমন থতমত খেয়ে যায়। চুপ করে থাকে।

কি -খাও নি? সাচ্ সাচ্ বাতাও--

জী। খুব সামান্য—

কতটুকু?

খুব সামান্য।

হুঁ! ঠেঙে তালা লাগাবার আগে ত সব আলো নিভিয়ে দিতে তাই না?

জী।

সাজঘরের আলো জ্বলছে কিনা দেখতে না?

ওহি ত হামার কাম সাব্—

সেদিন রাত্রে শো শেষ হবার পর তাহলে তুমি সব আলো নিভিয়ে সাজঘরে চাবি দিয়ে দিয়েছিলে, রূপলালকে প্রশ্ন করে কিরীটী।

জী।

এ ঘরের আলোও নিভিয়ে ছিলে?

জী হাঁ—

না নেভাওনি। তুমি আবার ঝুট্ বলচো।

হঠাৎ কিরীটীর প্রতিবাদে রূপলাল যেন কেমন থতমত খেয়ে যায়।

বোকার মত কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল করে।

তুমি এ ঘরে ঢোকইনি, তাই না রূপলাল?

এ ঘরের আলোটা নিভানই ছিল—ঘর অন্ধকার ছিল তাই—

এ ঘরে ঢোকনি তুমি তাই ত!

না আমি ঢুকিনি।

অতঃপর রূপলালকে বিদায় দিল কিরীটী।

কিরীটী এবারে শম্ভু চাটুয্যের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, তোমার মুখে কাল সব শুনে ঐ রকমই আমি একটা মনে মনে ধারণা করেছিলাম শম্ভু। কারণ আমার বিশ্বাস, সে-রাত্রে শেষ সিন করে মায়া দেবী এই ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আততায়ী অতর্কিতে একটা কাপড় বা রুমাল জাতীয় কিছু দিয়ে পিছন থেকে তাকে জাপটে ধরে তার মুখ বন্ধ করে দেয়, তারপর—

কি—কি তারপর! শম্ভু শুধায়।

তারপর আততায়ী তাকে স্ট্রাঙ্গল্ করে, মানে শ্বাসরোধ করে মায়া দেবীকে হত্যা করে। এবং কাজ শেষ করে বাথরুমের দরজা দিয়ে বের হয়ে যাবার আগে এ ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যায়।

তাহলে তুমি বলতে চাও—কিরীটী—

হ্যাঁ—আততায়ী এই ঘরের মধ্যে আগে থাকতেই ওৎ পেতে ছিল।

কিন্তু কোথা দিয়ে এলো আততায়ী এ ঘরে?

সম্ভবতঃ বাথরুমের দরজা-পথেই।

কিন্তু—

কিম্বা এমনও হতে পারে আততায়ী কোন স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে ষ্টেজের ভিতর দিয়েই, সকলের চোখের সামনে দিয়ে এক ফাঁকে এই ঘরে এসে ঢুকে আত্মগোপন করেছিল। এবং সম্ভবতঃ তখন মঞ্চে শেষ সিন অভিনীত হচ্ছে—রূপলাল এবং অনেকেই হয়ত তাকে

দেখেছে আসতে। কিন্তু স্ত্রীলোকের বেশ থাকায় কেউ হয়ত দেখলেও তাকে সন্দেহ করেনি—

তাহলে তুমি বলতে চাও সে রাত্রে মায়াদেবীর হত্যাকারী কোন স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে আগে থাকতেই বাথরুমের দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে ওৎ পেতে ছিল ?

শম্ভু চাটুয্যে প্রশ্ন করে।

সেই রকমই যে ঘটেছিল তা আমি বলিনি তবে তেমনটা ঘটে থাকতেও পারে।

কিরীটী বলে।

তাহলে ব্যাপারটা Pre-arranged !

মনে হয় তাই।

শম্ভু চাটুয্যেকে যেন কেমন অন্যমনস্ক মনে হয় অতঃপর।

কিরীটী বলে, সে রাতটা ছিল থিয়েটারের স্পেশাল নাইট। শততম রজনী-উৎসব। অন্যান্য রাত্রির চাইতে সে রাত্রে সবাই ব্যস্ত থাকবে—উৎসবের ব্যাপার—সেই জন্য হয়ত হত্যাকারী বিশেষ করে ঐ রাতটিই বেছে নিয়েছিল তার কাজ হাসিল করবার জন্য, তাছাড়া আর একটা কথা ভুলে যেওনা—

কি ?

শম্ভু চাটুয্যে কিরীটীর মুখের দিকে তাকায় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

মায়াদেবীকে সত্যি সত্যি কেউ সে রাত্রে শোর পর থিয়েটার থেকে বের হয়ে যেতেও দেখেনি—

কিন্তু রামপ্রসাদ—

সেও হলফ্ করে বলতে পারেনি কথাটা, এখন কথা হচ্ছে—

কি ?

কেউ সে রাত্রে মায়াদেবীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কি না।

রামপ্রসাদের অজ্ঞাতে ত সেটা হতে পারে না, রামপ্রসাদই তাই বলে গেল।

কিন্তু রামপ্রসাদের অজ্ঞাতেও ত কেউ যেতে পারে ষ্টেজের ভিতরে—

তার মানে ?

মানে যদি কোন স্ত্রীলোক হয়—যাক্ গে—এবারে তোমাদের অশোকবাবুকে ডাক।

সাজঘরের সামনেই সরু জায়গাটায় সব অভিনেতা অভিনেত্রীরা ভিড় করেছিল তাদের মধ্যে অশোকও ছিল।

শম্ভু চাট্‌জ্যে অশোককে ঘরে ডেকে নিয়ে এল।

॥ ১৫ ॥

বয়েস হলে কি হবে এবং রগের দু'পাশের চুলে রূপালী ছোঁওয়া লাগলে কি হবে এখনও চেহারার মধ্যে রীতিমত একটা জৌলুস আছে যেন।

সুন্দর—সুগঠিত সুশ্রী চেহারা।

বসুন অশোকবাবু! কিরীটীই আহ্বান জানাল।

আপনি? অশোক প্রশ্ন করে, আপনাকে কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে!

দেখে থাকবেন হয়ত—

শম্ভু চাটুয্যেই তখন বলে, কিরীটী রায়।

অশোক সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

বসুন অশোকবাবু—আপনাকে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, কিরীটী বলে।

অশোক একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

অশোকবাবু!

বলুন!

সে রাত্রে আপনি ঠিক কখন থিয়েটার থেকে যান?

বলতে পারেন শো ভাঙ্গার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—

শুনলাম আপনার সে রাত্রে নাইট সুটিং ছিল।

হ্যাঁ—

সুটিং হয়েছিল সে রাত্রে?

না—

বাড়িতে ফিরে আসেন কখন তাহলে স্টুডিও থেকে?

প্রায় সোয়া দুটো হবে—

শুনেছি ইদানিং মায়াদেবীর যে দিন শো থাকতো শোর পর তিনি আপনার সঙ্গেই যেতেন।

হ্যাঁ—ওকে নামিয়ে দিয়ে যেতাম মধ্যে মধ্যে—

তাহলে রোজ যেতেন না।

না।

সে রাত্রে কি মায়াদেবী জানতেন যে আপনার নাইট স্যুটিং আছে?

হ্যাঁ—আগে থাকতেই জানিয়ে দিয়েছিলাম শিবুকে দিয়ে—

জানিয়ে দিয়েছিলেন!

হ্যাঁ—

আচ্ছা শো ভাঙ্গার পরই আপনি সে রাত্রে চলে গিয়েছিলেন। বলছেন—রাত তখন আন্দাজ কটা হবে?

সে রাত্রে শো ভাঙ্গে নটা চল্লিশে, দশ মিনিটের মধ্যেই আমি চলে যাই।

আপনি যখন থিয়েটার থেকে বের হয়ে যান—কেউ আপনাকে দেখেছিল?

কেন! সৌরীনই ত জানে সে কথা—বেরুবার সময় প্যাসেজে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়—

আচ্ছা অশোকবাবু স্টুডিও থেকে কিসে আপনি ফেরেন?

স্টুডিওতে আমি যাইনি—

যানই নি?

না—থিয়েটার থেকে বেরুতেই প্রোডাকসনের একটি ছেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়—সে স্যুটিং হবে না ক্যানসেলড্ হয়ে গিয়েছে সেই কথাটাই আমাকে বলতে আসছিল। তার মুখে স্যুটিং হবে না শুনে আর স্টুডিওতে যাই নি।

কোথায় গিয়েছিলেন তাহলে থিয়েটার থেকে বের হয়ে সে রাত্রে ?

ক্ষমা করবেন—সেটা একান্ত আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

তার মানে কোথায় সে রাত্রে গিয়েছিলেন, আপনি বলতে চান না।

যা মনে করেন।

শুনেছি ইদানীং মায়াদেবীর সঙ্গে আপনার বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—

তা যদি হয়েই থাকে ত তাতে কি ?

না তাই জিজ্ঞাসা করছি।

ঘনিষ্ঠতা বলতে কি আপনি মীন্ করছেন জানি না—তবে মেয়েটিকে আমার ভাল লাগত—

মধ্যে মধ্যে রাত্রে শোর পর মায়াদেবী আপনার ফ্ল্যাটে যেতেন।

যেতো—

মধ্যে মধ্যে রাতও কাটাতেন মায়াদেবী আপনার ফ্ল্যাটে—

মিথ্যে কথা !

মিথ্যে কথা ?

হ্যাঁ—সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। মাঝে মাঝে রাত্রে আমার সঙ্গে যেতো তবে কখনো সেখানে কোনদিন রাত্রে থাকেনি।

ওঃ আমি যেন শুনেছিলাম মায়াদেবী মধ্যে মধ্যে রাত্রে আপনার ফ্ল্যাটে রাত কাটাতেন।

॥ ১৬ ॥

অতঃপর কিরীটী শম্ভু চাটুয্যেকে কি যেন ইংগীত করে।

শম্ভু একটা সাদা কাগজ ও একটা কলম অশোকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, অশোকবাবু যা খুশি আপনার দু'লাইনে এই কাগজটায় লিখে নামটা সই করে দিন।

অশোক ভ্রু কুঞ্চিত করে শম্ভু চাটুয্যের দিকে তাকায়।

কই লিখুন।

কিন্তু কেন বলুনত!

লিখুন না—পরে বলছি—কিরীটী এবার বলে।

অশোক মুহূর্তকাল যেন কি ভাবে—যেন একটু ইতঃস্তত করে তারপর কাগজটা টেনে নিয়ে নিজের পকেট থেকেই ঝর্ণা কলমটা বের কসে খস্ খস্ করে দুটো লাইন লিখে নাম সই করে কাগজটা শম্ভু চাটুয্যের হাতে ফিরিয়ে দিল, নিন—কিন্তু এবার জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—এটার কি প্রয়োজন ছিল?

কিরীটির ইংগীতে আবার শম্ভু চাটুয্যে মায়ার মার দেওয়া একখানা চিঠি পকেট থেকে বের করে অশোকের দিকে এগিয়ে দেয়।

কি এটা?

একটা চিঠি।

চিঠি?

হ্যাঁ – পড়ে দেখুনত—এই চিঠির হাতের লেখাটা আপনি চেনেন কিনা!

অশোক শম্ভু চাটুয্যের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়ল—

এ ত দেখছি মায়াকে লেখা চিঠি! অশোক বলে।

কিরিটী বলে, হ্যাঁ—হাতের লেখাটা চিনতে পারছেন?

না।

কে মায়াদেবীকে ঐ ধরনের চিঠি লিখতে পারে বলে আপনার মনে হয়।

বলতে পারবো না।

মায়ার কোন শত্রু ছিল বলে আপনার মনে হয়—

কেমন করে জানব!

প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী—

কার?

ধরুন আপনারই—

ননসেন্স্—কি আবোল তাবোল সব বকছেন। আমাদের মধ্যে সেরকম কোন relationই ছিল না কোনদিন।

অশোকবাবু আপনি শকুন্তলাদেবী নামে কাউকে চিনতেন?

হঠাৎ যেন মনে হলো অশোক একটু থতমত খেল—কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে দৃঢ় গলায় বলে, না—ও নাম কখনো পূর্বে শুনেছি বলেও মনে পড়ছে না।

ভদ্রমহিলা দক্ষিণী—তার স্বামীর নাম ছিল অবিনাশলিঙ্গম—একটা বিলিতী কম্পানীতে পাবলিসিটি অফিসার ছিলেন—

না—ও নামে কাউকে কখনও আমি চিনতাম না।

স্বামী স্ত্রী ওর ভূপেন বোস য়্যাভিন্যুর দোতলার একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতেন, মনে করবার চেষ্টা করুন—আমি জানি আপনি তাদের চিনতেন—তাদের ফ্ল্যাটে আপনার যাতায়াতও ছিল—শুধু তাই না—আপনার ও শকুন্তলা দেবীর একটা ফটোও—

ফটো!

হ্যাঁ—ফটোটা তার মৃত্যুর পর তার হ্যাণ্ড-ব্যাগের মধ্যে পাওয়া যায়।

অশোক চুপ করে থাকে।

কি। মনে পড়ছে এবার বোধহয় আপনার অশোকবাবু।

য়্যাঁ—হ্যাঁ—মানে তেমন কিছু না—সামান্য আলাপ ছিল, এক আধবার গিয়েছি তাই মনে পড়ছিল না।

যাক শেষ পর্যন্ত তাহলে আপনার মনে পড়েছে ভদ্রমহিলাকে—কিন্তু তার ফটোটা দেখে মনে হয় না যে সামান্য আলাপ মাত্র ছিল আপনাদের মধ্যে।

মানে—

মানে পুলিশের তাই ধারণা—

পুলিশ!

হ্যাঁ—আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে—ঐ শকুন্তলাকে একদিন ছোরা বিদ্ধ মৃত অবস্থায় তার ফ্ল্যাটের বেড-রুমে পাওয়া যায় অবিনাশ-লিঙ্গম সে সময় টুরে কলকাতার বাইরে ছিল—মনে পড়ছে নিশ্চয়ই সব কথা আপনার।

হ্যাঁ—তবে—

বলুন!

সে সময়ই ত পুলিশকে আমি বলেছিলাম শকুন্তলাদেব সঙ্গে সামান্য পবিচয় আমার ছিল তবে তার সঙ্গে তেমন কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল না কোন দিনই—

কিন্তু পুলিশ আপনার সে কথা বিশ্বাস করেনি।

না বিশ্বাস করলে আমি আর কি করতে পারি!

না—তাই বলছি—তা ছাড়া আপনি বোধহয় জানেন না—শকুন্তলা দেবীর মৃত দেহ পোষ্ট-মর্টম্ করে জানা গিয়েছিল যে সে সময় শকুন্তলা সন্তান সম্ভবা ছিল—

তাই নাকি?

হ্যাঁ—অথচ অবিনাশলিঙ্গম বিবাহের আগে থাকতেই পুরুষত্ব-

হীনতায় ভুগছিল—তার পক্ষে কোন দিনই সন্তানের বাপ হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

কে বললে আপনাকে?

পুলিশের কাছেই অবিনাশলিঙ্গম নিজের জবান বন্দীতে বলেছে কথাটা। এবং সেই কারণেই তাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাহের বছর দুই পর থেকেই একটা মনকষা-কষি চলছিল—যদিও সে কারণে সেপারেশন্ বা ডিভোর্স হয়নি শেষ পর্যন্ত—

কথাটা শুনতে absurd বলে মনে হচ্ছে নাকি মিঃ রায়।

হ্যাঁ শুনতে absurdই মনে হবার কথা তাহলেও তাদের মধ্যে মানে তাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কটা তখন পর্যন্ত বজায়ই ছিল যে কারণেই হোক, এবং ঐ সময়ই সম্ভবতঃ আপনার সঙ্গে শকুন্তলা দেবীর পরিচয় হয়—

আপনি দেখছি অনেক কিছুই জানেন মিঃ রায় শকুন্তলা দেবী সম্পর্কে। অশোকের গলাব স্বরে যেন একটা চাপা ব্যঙ্গ প্রকাশ পায়।

তা অবশ্য জানি। কারণ পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগকে সে সময় শকুন্তলা দেবীর হত্যা রহস্যের কিনারা করবার জন্যে অনেক চেষ্টা করতে হয়েছিল যদিও শেষ-পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তেই তারা পৌঁছাতে পারে নি। এবং আজও পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগ তাদের অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে—

তা আমাকে এ সব প্রশ্ন করছেন কেন মিঃ রায়? আপনার কি ধারণা আমিই আপনাদের সেই শকুন্তলা দেবীকে হত্যা করেছি?

সে জন্য নয়—

তা হঠাৎ আজকের মামলার মধ্যে সে প্রসঙ্গই আসছে কি করে?

আপনার সঙ্গে শকুন্তলা দেবীব ঘনিষ্ঠতা ছিল কথাটা জানতে পেরেই আমি আপনাকে প্রশ্নগুলো করেছি যদি আপনি সেই ব্যাপারে কোন আলোক-সম্পাৎ করতে পারেন কিছুটা এই আর কি!

তা এতকাল পরে পুলিশের ঐ কথাটা মনে হওয়ার কারণ? তাছাড়া পুলিশ যদি আমাকে সন্দেহই করে থাকবে তাহলে তখনই বা আমাকে গ্রেপ্তার করে নি কেন?

তাহলে কথাটা আপনাকে খুলেই বলি। স্ত্রীর মৃত্যুর পরই অবিনাশলিঙ্গম তার চাকরি ছেড়ে দিয়ে তার দেশে ত্রিচিনাপল্লীতে চলে যায় এবং কয়েক মাস পরে ব্যবসা শুরু করে বেশ একটা মোটা টাকার মূলধন নিয়ে।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ—এবং এখনো মধ্যে মধ্যে কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির কাছ থেকে পাঁচ-দশ হাজার করে টাকা পায়—যদিও পুলিশ জানতে পারে নি টাকার উৎসটা কোথায়, অর্থাৎ কোথা থেকে বা কার কাছ থেকে অবিনাশলিঙ্গম গত এক বছর ধরে মধ্যে মধ্যে ঐ টাকাটা পাচ্ছে—আপনি তো তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আপনি বলতে পারেন এমন কোন source তার টাকা পাওয়ার থাকতে পারে কি-না?

না—ক্ষমা করবেন। আমি জানি না—জানবার কোন কারণও আমার দিক থেকে থাকতে পারে না।

কিরীটী মৃদু হাসল তারপর বলে—

পুলিশের আর একটা ধারণা কি জানেন?

কি?

ব্ল্যাক মেইলিং করেই কাউকে অবিনাশলিঙ্গম ঐ টাকাটা পাচ্ছে।

ব্ল্যাক মেইলিং?

হ্যাঁ—।

তা টাকা যে ঐ ভাবে সে পাচ্ছেই আপনারা জানলেন কি করে—আর যদি জানতেই পারছেন তো আজও তার হদিস করতেই বা পারছেন না কেন?

কারণ টাকাটা চেকে পেমেণ্ট হয় না—

তবে—

নগদ পেমেণ্ট হয়—

কি করে জানলেন ?

জানতে পারা গেছে, তার পরই হঠাৎ একটু চুপ করে থেকে কিরীটী বলে, আচ্ছা অশোকবাবু, আপনি যখন কোন ছবিতে কাজ করেন ব্ল্যাক-মানি নেন তাই না ?

না—

নেন—একথা সকলেই আপনাদের লাইনে জানে। এবং যেহেতু কাগজে-কলমে তার কোন প্রমাণ থাকে না বলেই আপনারা যাঁরা ব্ল্যাকমানি নিয়ে থাকেন—বরাবর ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যান।

অশোক কোন জবাব দেয় না, চুপ করে থাকে।

যাক—এবারে আপনি যেতে পারেন, আমার আপনাকে যা জিজ্ঞাস্য ছিল জিজ্ঞাসা করা হয়ে গিয়েছে।

অশোক ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ ১৭ ॥

অশোক ও কিরীটীর কথা-বার্তা এতক্ষণ সৌরীন কুণ্ডু ও শম্ভু চাটুয্যে দুজনাই মনোযোগের সঙ্গে শুনছিল কেউ একটি কথা বলেনি।

অশোক ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পর শম্ভু চাটুয্যে বলে, শকুন্তলা দেবীর হত্যার ব্যাপারটা ত বছর খানেক আগেকার ঘটনা কিরীটী—

তাই। এবং এতদিন রহস্যটা অনুদ্‌ঘাটিত থাকলেও মনে হচ্ছে এবারে হয়ত আসল ব্যাপারটা জানা যাবে।

কিরীটী বাবু!

সৌরীন কুণ্ডুর ডাকে কিরীটী ওর মুখের দিকে তাকাল।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো কিছু যদি মনে না করেন—

নিশ্চয়ই না। বলুন।

অশোককে কি আপনারা সন্দেহ করছেন?

টাকাটা অবিনাশলিঙ্গম কোথা থেকে পাচ্ছে অন্তত সে-কথাটা অশোকবাবু জানেন এটাই আমার ধারণা—যাক আমাদের কাজটা এখনো শেষ হয়নি, এবারে অলক্তবাবুকে ডাকুন—

শম্ভু চাটুয্যেই ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে অলক্তকে ডেকে নিয়ে এল।

বয়স বেশী না অলক্তর।

চব্বিশ পঁচিশের মধ্যেই হবে।

বেশ বলিষ্ঠ চেহারা—গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম।

আপনার নামই অলক্ত বসু?

কিরীটী প্রশ্ন করে।

মুখটা বেশ গম্ভীর অলক্তর—মনে হয় সে যেন একটু বিরক্তই হয়েছে।

অলক্ত মৃদু স্বরে জবাব দেয়, হ্যাঁ—

বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন!

হঠাৎ অলক্ত যেন রীতিমত বিরক্তি-ভরা কণ্ঠেই বলে ওঠে, আচ্ছা আপনারা সকলে এখনো এভাবে একটা ফার্স করছেন কেন বলুন ত মায়ার হত্যার ব্যাপারটা নিয়ে?

ফার্স করছি? কিরীটী বলে।

তাছাড়া এটাকে আর কি বলবো!

কেন বলুন ত!

কেন আবার কি! সবটাইত বোঝা যাচ্ছে কার কীর্তি।

কিরীটী বলে, কার কীর্তি আপনি জানেন নাকি অলক্তবাবু?

কেবল আমি কেন; একটু সামান্য মস্তিকের চালনা করলেই আপনাদেরও মশাই বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়—

আপনার ধারণা তাহলে অশোকবাবুই মায়াদেবীকে হত্যা করেছেন সে রাত্রে!

নিশ্চয়ই।

কিন্তু কেন বলুন ত—আপনি আপনার জবান-বন্দীতে বলেছেন ওদের মধ্যে ভালবাসা হয়েছিল তাই নয় কি!

হ্যাঁ—সে কথা থিয়েটারের সবাই জানে।

তাই যদি হয় ত অশোকবাবু off all persons তার সেই ভালবাসার পাত্রীকে হত্যাই বা করতে যাবেন কেন!

ও পারে। ও সব পারে –

কিন্তু কেন! আপনি কোন যুক্তিতে ও-কথা অত জোর গলায় বলছেন?

অতশত জানি না মশাই—তবে আমি হলফ্ করে বলতে পারি ও মানে ঐ অশোকবাবুরই কাজ—

কিন্তু যাকে ভালবাসে তাকে কি কেউ—

ঐ—ঐখানেই আপনাদের ভুল হয়েছে—

ভুল হয়েছে!

হ্যাঁ—অশোকবাবু ওকে কেবল ভোগ করতেই চেয়েছিল—ভালোবাসাবাসির কোন গন্ধও ছিল না কোথায়ও।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ—আর সেই কারণেই মায়া অশোকবাবুকে প্রচণ্ড রকম ঘৃণা করতো—ডিসলাইক্ করতো—

তাই যদি ত মায়াদেবী অশোকবাবুর ফ্ল্যাটে যেতেন কেন রাত্রে?

এটা বুঝলেন না—পুয়োর গার্ল ওর পয়সার দরকার ছিল আর আপনাদের অশোকবাবু তারই সুযোগটা পুরোপুরি নিয়ে—

বুঝলাম কিন্তু সে জন্য অশোকবাবু তাকে খুন করতেই বা যাবেন কেন?

অশোকবাবু যে মুহূর্তে জানতে পেরেছিল মায়া তাকে ঘৃণা করে তখনই আক্রোশের বশে তাকে খুন করে।

কিন্তু অলক্তবাবু, আপনি হয়ত এখনো জানেন না শম্ভুবাবু আপনাকেই সন্দেহ করছেন—

কি বললেন?

বললাম ত শম্ভুবাবুর ধারণা তাই—

Nonsense. আমি—আমি মায়াকে হত্যা করেছি--

সেটাই ত স্বাভাবিক—

মানে? কি বলতে চান আপনি?

আপনি মায়াদেবীকে ভালবাসতেন তাই—

অলক্ত যেন হঠাৎ চুপসে যায়।

কি! চুপ করে গেলেন যে! ভালবাসতেন না?

না—

ভালবাসতেন না?

না।

আচ্ছা অলক্তবাবু—এই থিয়েটারের চাকরি ছাড়া আপনার উপার্জনের আর কোন source ছিল কি?

আমি একটা মার্চেণ্ট অফিসে কাজ করি।

কতদিন সেখানে কাজ করছেন?

মাস পাঁচেক হলো।

মাইনা কত?

দেড়শ—।

কতদূর পর্যন্ত আপনি লেখাপড়া করেছেন?

বি. এ পর্যন্ত পড়েছি।

হুঁ। এবার বলুন ত অলক্তবাবু—আপনার সঙ্গে মায়াদেবীর এতটা ঘনিষ্ঠতা যদি নাই ছিল ত আপনি তাকে চিঠি লিখে সাবধান বলুন সাবধান—থ্রেটেন বলুন থ্রেটেন করতে চেয়েছিলেন কেন?

কি বলছেন পাগলের মত। আমি মায়াকে চিঠি দিয়েছি!

চিঠি কখনো তাকে আপনি লেখেন নি বলতে চান

নিশ্চয়ই না—

আর ইউ সিওর?

হ্যাঁ—

কিরীটী পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে অলক্তর দিকে এগিয়ে ধরে বলে, দেখুন ত এই হাতের লেখাটা চিনতে পারেন কিনা!

কি ওটা—

দেখুন না—একটা চিঠি!

চিঠি! কার চিঠি?

দেখলেই বুঝতে পারবেন। মায়াদেবীর সুটকেশে যে চিঠিগুলো পাওয়া গিয়েছে—তারই একটা এটা—

সুটকেশে পাওয়া গিয়েছে!

হ্যাঁ—দেখুন না—

হঠাৎ যেন অলক্তর মুখের চেহারার পরিবর্তন ঘটে—মুখটা তার কেমন যেন ফ্যাকাশে বিবর্ণ মনে হয়, একটু ইতঃস্তত করে তারপর নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে কিরীটীর হাত থেকে চিঠিটা নেয়।

দেখুন—চেনেন—চিনতে পারছেন কার হাতের লেখা চিঠি।

অলক্ত চিঠিটা পড়লো!

তারপর কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

এ—এ চিঠি কোথায় পেয়েছেন?

বললাম ত—মায়াদেবীর সুটকেশে, আপনারই লেখা চিঠিটা তাই নয় কি!

না—

আপনার লেখা চিঠি নয়?

না—

ওঃ তা বেশ—বলে কিরীটী কাগজ ও পেনটা এগিয়ে দেয়—এই কাগজটায় যা হয় দুটো লাইন লিখে আপনার নামটা সই করে দিন—

মানে!

যা বললাম তাই করুন—

কেন?

উনি যা বলছেন—করুন অলক্তবাবু—এবারে শম্ভু চাটুয্যেই বলে।

কিন্তু কেন! কেন আমি লিখবো—লিখবো না আমি—

তীব্র ঝাঁঝাল গলায় প্রতিবাদ করে ওঠে অলক্ত।

লিখবেন না?

না—

না লেখার অর্থ বুঝতে পারছেন আপনি অলক্তবাবু? শম্ভু চাটুয্যে বলে।

বুঝতে আমি চাই না—

কিরীটী বাধা দেয়, থাক শম্ভু উনি যখন লিখতে চাইছেন না—

তখন বাধ্য হয়েই ওকে এ্যারেষ্ট করতে হবে—শম্ভু চাটুয্যে বলে।

এ্যারেষ্ট করবেন আমাকে! কেন?

মায়াদেবীকে হত্যার অপরাধে—

আমি তাকে হত্যা করেছি আপনাদের ধারণা তাহলে?

স্বাভাবিক সেটাই ত—

তাহলে শুনুন--চিঠিগুলো আমারই লেখা কিন্তু হত্যা তাকে আমি করিনি—চিঠিতে তাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম—

সাবধান করে দিয়েছিলেন—

হ্যাঁ করেছিলাম—কারণ ওকে সত্যি-সত্যিই আমি ভালবাসতাম।

যাকে ভালবাসি সে দিনের পর দিন আমার চোখের সামনে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে—সেটা সইতে পারছিলাম না বলেই ওকে ঐ ভাবে চিঠি দিয়েছিলাম দারোগাবাবু, বলতে বলতে অলক্তর গলার স্বর যেন অশ্রুতে বুজে আসে।

নিজেকে বুঝি একটু সামলে নিয়ে আবার বলে, কিন্তু সত্যি-সত্যিই যে শেষ পর্যন্ত ওকে এমন ভাবে নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করতে হবে, বিশ্বাস করুন, স্বপ্নেও আমি ভাবিনি --

অলক্তর চোখের কোল বেয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

ঠিক আছে আপনি বাইরে গিয়ে বসুন—প্রদীপবাবুকে পাঠিয়ে দিন—

॥ ১৮ ॥

প্রদীপ এলো।

রোগা পাতলা—সুশ্রী চেহারা প্রদীপের।

কিরীটীই প্রশ্ন শুরু করে—

আপনার সঙ্গে ত মায়াদেবীর যথেষ্ট পরিচয় ছিল প্রদীপবাবু তাই না!

হ্যাঁ—প্রদীপ মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়।

আচ্ছা আপনার কি মনে হয় ব্যাপারটা—মানে কে মায়াদেবীকে হত্যা করতে পারে?

বলতে পারবো না।

কাউকে আপনি সন্দেহও করেন না?

না—

আচ্ছা অশোকবাবুর সঙ্গে আপনার হৃদ্যতা কেমন?

তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, তাকেও আমি শ্রদ্ধা করি। সত্যিকারের উঁচুদরের একজন অভিনেতা অশোকবাবু—

আচ্ছা অশোকবাবুর সঙ্গে মায়াদেবীর যে হৃদ্যতা হয়েছিল সেটা আপনি কি ভাবে নিয়েছিলেন—

ভাল লাগেনি ব্যাপারটা আমার।

কেন?

কারণ আমি জানতাম অলক্ত তাকে ভালবাসে আর সেও অলক্তকে ভালবাসত—কিন্তু হঠাৎ মাঝখানে অশোকবাবু এলেন—সব যেন বিশ্রী ওলোট-পালোট হয়ে গেল বলে আমার তখন ধারণা হয়েছিল প্রথমে—কিন্তু পরে জানতে পেরেছিলাম যদিও অলক্তকে আমি সে কথা বলা সত্ত্বেও সে আমায় বিশ্বাস করেনি—

কি কথা।

অশোকবাবুর সঙ্গে সে মিশত বটে তবে—মনে মনে অশোক-বাবুকে সত্যিই তেমন পছন্দ করতো না—

কি বলচেন আপনি! তাহলে তিনি অশোকবাবুর সঙ্গে ওভাবে—

সেটাই বিস্ময় একটা—তবে আমার মনে হয়েছিল পরে—

কি?

অশোকবাবুর এমন একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল যেটা হয়ত মায়ার মত দুর্বলচিত্ত মেয়ে কাটিয়ে উঠতে পারছিল না—

শুধু কি তাই?

না:— আরো একটা কথা আমার মনে হয়।

কি?

মায়ার প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল মস্তবড় অভিনেত্রী হবে সে—প্রচুর নাম ডাক অর্থ—যেটা সে হয়ত ভেবেছিল অশোকবাবুকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারলে একদিন তার ভাগ্যে জুটতেও পারে। সেই কারণেই অশোকবাবুর সঙ্গে হয়ত অত ঘনিষ্ঠতা সে করেছে—

কিরীটী মনোযোগ দিয়ে প্রদীপের কথাগুলো শোনে।

প্রদীপ একটু থেমে আবার বলে—

অলক্ত মায়ার চরিত্রের ঐটাই জানত যে মায়া তার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অত্যন্ত নীচুতেও নেমে যেতে পারত। কিন্তু অলক্ত ঐখানেই মায়াকে চিনতে ভুল করেছিল বলে আমার মনে হয়।

সবশেষে লাবণ্য এলো।

লাবণ্য মেয়েটিই অভিনেত্রীদের শোর সময় তাদের ঘরে থাকত ও তাদের সব কাজে সাহায্য করত।

লাবণ্যকে প্রশ্ন করল কিরীটী, আপনি সে রাত্রে কখন গিয়েছিলেন?

শো শেষ হবার পর—লাবণ্য জবাব দেয়।

কতক্ষণ পরে—

মিনিট দশেক পরে।

যাবার আগে মায়াদেবীর সঙ্গে দেখা হয়নি ?

না—আমি বাইরে একটা কাজে গিয়েছিলাম—ফিরে এসে দেখি অন্যান্য অভিনেত্রীরা চলে গিয়েছে—মায়ার ঘর অন্ধকার। তাইতেই ভেবেছি মায়াও বুঝি চলে গিয়েছে।

অন্ধকার ঘর দেখে আর এ ঘরে ঢোকেননি ?

না। তবে—

কি—

সেদিন দারোগাবাবুকে আমি বলিনি—আমি যখন বের হয়ে যাই—প্যাসেজে এই ঘরের দরজার সামনে একজন ঘোমটা দেওয়া স্ত্রীলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম—

জিজ্ঞাসা করেন নি সে কে ?

না—একজন প্রৌঢ় বিধবা মহিলা প্রায়ই আসেন অভিনেত্রীদের কাছে ভিক্ষা নিতে। ভেবেছি বুঝি তিনিই—

কে তিনি ?

শুনেছি এককালে তিনি নাকি স্টেজে অভিনয় করতেন—

আপনি জানেন সৌরীনবাবু কে সে ?

হ্যাঁ মানদাসুন্দরী—সে আসতো প্রায়ই থিয়েটারে সাহায্যের —জন্য—

কোথায় থাকেন তিনি জানেন ?

জানি—নেবুতলায় একটা খোলার বস্তিতে—

তাকে এখুনি কি একবার গাড়ি পাঠিয়ে ডেকে আনা যায় ?

চেষ্টা করে দেখতে পারি—

তবে দেখুন একটু—আর ভাল কথা, ওদের সব আজকের মত

যেতে বলুন—কাল ত রবিবার থিয়েটার আছে—কাল সেকেণ্ড শোর পর আবার আমরা এখানে মিট্ করবো ওদের বলে দিন।

বেশ।

সৌরীন কুণ্ডুর প্রেরিত লোক আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এলো।

মানদাসুন্দরী আসতে পারেনি—সপ্তাহ দুই ধরে অসুস্থ; একেবারে শয্যাশায়ী বললেও হয়।

রাতও হয়েছিল। প্রায় সাড়ে এগারটা।

কিরীটী শম্ভু চাটুয্যের দিকে চেয়ে বললে, চল ওঠা যাক—

শম্ভু চাটুয্যে উঠে দাঁড়ালো।

সৌরীন কুণ্ডু মহাবীর সিংকে একটা ট্যাক্সী ডেকে আনতে বলে তার জন্য।

মহাবীর সিং এগিয়ে যাচ্ছিল গেটের দিকে। লবিতে এক পাশে দাঁড়িয়ে কিরীটী হাতের সিগ্রেটটায় টান দিচ্ছিল, সে বাধা দেয়, থাক্ মহাবীর সিং ডাকতে হবে না, আপনি কোন দিকে যাবেন কুণ্ডু মশাই—

মির্জাপুর ষ্ট্রীটের দিকে—

চলুন আমার গাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাবোখন—

না, না—আবার আপনি কেন কষ্ট করবেন—

কষ্ট আর কি ঐ পথেই ত আমি যাবো।

শম্ভু বলে, তাহলে আমি চলি কিরীটী—

কিরীটী শম্ভুকে দাঁড়াতে বলে নিজের হাত ঘড়িটার দিকে তাকাল—রাত তখন প্রায় পৌনে বারটা।

কি যেন আপন মনেই ভাবল কিরীটী—তারপর মৃদু কণ্ঠে বললে, শম্ভু—

কি?

আমার মনে হয় আর দেরি করা উচিত হবে না—

কি ব্যাপার ?

অলক্তবাবুর বাড়ি তুই চিনিস ?

চিনি না তবে ঠিকানা জানি—পাতিপুকুরে থাকে—

চল একবার সেখানে যাই—

সেখানে কেন ?

সৌরীন কুণ্ডু বা শম্ভু চাটুয্যে কেউ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না অত রাত্রে হঠাৎ অলক্তর বাসায় যাবার এমন কি জরুরী প্রয়োজন বোধ করল কিরীটী।

কিন্তু কিরীটী আর কোন কথাই বলে না, এগিয়ে যায় সোজা তার গাড়ির দিকে—

অগত্যা ওরা দুজনে ওকে অনুসরণ করে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসে।

কিরীটী দুইজন পুলিশকে থানা থেকে যাবার পথে তুলে নিতে বললো শম্ভুকে।

॥ ১৯ ॥

গাড়ি ছেড়ে দিল।

কিরীটী ড্রাইভারকে গাড়ি পাতিপুকুরের দিকে চালাতে বললো।

শীতের মধ্য রাত—স্তব্ধ, জনমনুষ্যহীন।

মধ্যে মধ্যে কেবল দু'একটা রিক্সা টুং টাং করতে করতে মন্থর গতিতে চলেছে বা দু'একটা ট্যাক্সি ছুটে চলে যায়।

ট্রাম অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

যাত্রীবাহী শূন্য একটা বাস চলে গেল—বোধহয় গ্যারেজে।

কিরীটী চুপচাপ বসে চুরোট টেনে যাচ্ছে—ওরা দুজনে পাশে বসে আছে কিন্তু কারো মুখেই কোন কথা নেই।

শম্ভু চাটুয্যে অবিশ্যি বুঝতে পারছিল বিশেষ একটা কারণেই এত রাত্রে চলেছে অলক্তর গৃহে কিরীটী।

থানা থেকে দু'জন পুলিশকে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

তবে কি শেষ পর্যন্ত অলক্তই নাকি! তাই নিশীথে এই আয়োজন! এই তড়িঘড়ি!

যাই হোক শেষ পর্যন্ত পাতিপুকুরে পৌঁছে অত রাত্রে অলক্তর বাসা খুঁজে বের করতে একটু যেন কষ্টই হয়।

এত রাত্রে কাউকে চোখেও পড়ছে না—কাউকে ঘুম থেকে ডেকে তোলাও যায় না।

বিষম মুশকিলে পড়ে ওরা—এদিক ওদিক অনির্দিষ্টভাবে ঘুরতে থাকে। কিরীটীর হঠাৎ নজরে পড়ে রাস্তার এক পাশে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সির আলোটা নেভানো।

তাহলেও ট্যাক্সির চালকের সীটে বসে কে যেন আবছা অন্ধকারে বিড়ি ফুঁকছে।

সেদিকে এগিয়ে গেল কিরীটী।

সামনে এগোতেই ট্যাক্সির নম্বরটা চোখে পড়ল —নম্বরটা পরিচিত কিরীটীর, সীতারামের ট্যাক্সি।

সীতারাম হয়ত এদিকেই থাকে বা এদিকে কোন সওয়ারী নিয়ে এসে থাকবে, এদিকটা ওর চেনাজানাও হতে পারে—ঐ কথা ভেবেই এগিয়ে যায় কিরীটী—পথের আলো ঐ জায়গায় তেমন আলোকিত করেনি।

ভাড়া যাবে? প্রশ্ন করে কিরীটী।

কে! রায় মশাই—

সীতারাম নাকি?

হ্যাঁ, আপনি—আপনার গাড়ি আনেন নি?

তুমি সওয়ারী নিয়ে এসেছো নাকি!

আর বলেন কেন—এক ঘণ্টার কাছাকাছি প্রায় বসে আছি—অপেক্ষা করতে বলে সেই যে এখুনি আসছি বলে গেলেন—

তুমি কি এর আগে এ-পাড়ায় এসেছো?

অনেকবার, কেন বলুন ত?

সাতের বি নম্বরটা কোথায় বলতে পারো?

সামনের ঐ গলির মধ্যে হবে—

কিরীটী ওদের সকলের আগে গলির দিকে এগুতে এগুতে বলে, চল শম্ভু।

কিরীটী ওদের আগেই গলির দিকে এগিয়ে যায়।

বেশীদূর যেতে হলো না—খান সাত-আট বাড়ির পরেই দেখা গেল একটা পানের দোকান বন্ধ হচ্ছে।

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে দোকানদারকে, এখানে থিয়েটারে অভিনয় করে অলক্তবাবু কোথায় থাকে বলতে পারো ভাই?

ঐ ত সাতের বি—এগিয়ে যান। লোকটা কথাটা বলে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

সাতের বি পাওয়া গেল।

একটা ভাঙ্গা দোতলা বাড়ির একতলার একটা ঘরে তখনো আলো জ্বলছিল—কিরীটী উঁকি দিল রাস্তার দিকের জানালা দিয়ে।

একজন বুড়ো মত লোক বসে তামাক টানছিল।

কিরীটী তাকেই জিজ্ঞাসা করে, এ বাড়িতে অলক্তবাবু থাকেন?

থাকেন, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় চলে যান—বলে বুড়ো তামাক টানতে লাগল।

সিঁড়ি দিয়ে অন্ধকারে উঠতে উঠতে হঠাৎ একটা গোঁ গোঁ শব্দ কানে আসে কিরীটীর।

কিরীটীর পিছনে পিছনে উঠছিল সিঁড়ি দিয়ে শম্ভু চাটুয্যে ও সৌরীন কুণ্ডু।

শম্ভু চাটুয্যে বুঝতে পারছিল না হঠাৎ কিরীটী এত রাত্রে অলক্তর সন্ধানে পাতিপুকুরে ছুটে এলো কেন!

জিজ্ঞাসাও করেনি কারণ শম্ভু চাটুয্যে কিরীটিকে ভাল করেই চিনত—প্রশ্ন করে ঐ সময় কিরীটীর কাছ থেকে কিছুই জানা যাবে না।

গোঁ গোঁ শব্দটা শুনেই কিরীটী তার চলার গতি বাড়িয়ে দিয়েছিল, প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়িগুলো অতিক্রম করেছিল অন্ধকারে।

শম্ভু চাটুয্যেও তার চলার গতি বাড়িয়ে দেয়।

সিঁড়িগুলো অতিক্রম করে সামনেই যে ঘরটা সবার আগে পড়লো তার দরজাটা খোলাই ছিল এবং ভিতরে আলো জ্বলছিল।

সেই আলোতেই চোখে পড়ে সবার একই সময় ঘরের মেঝেতে দুজন লোক ঝটা-পটি করছে—আর গোঁ গোঁ শব্দ হচ্ছে।

কিরীটীই সবার আগে এক লাফে গিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল এবং যারা ঝটাপটি করছিল তাদের উপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

একজন আর একজনের গলায় কি যেন একটা পেঁচিয়ে তার শ্বাস রোধ করে এনেছে তখন প্রায়।

কিরীটী উপরের লোকটির ঘাড়ে প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুসি বসিয়ে দিতেই লোকটা টলে পড়ে—সেই মুহূর্তে কিরীটী আর একটা ঘুসি চালায় তাকে লক্ষ্য করে।

দ্বিতীয় ঘুসিতে লোকটা এক পাশে টলে পড়ে যায়।

কিরীটী সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় যে লোকটি তখনো মেঝেতে পড়েছিল তার সামনে গিয়ে তাড়াতাড়ি তার গলা থেকে পেঁচান সিল্কের রুমালটা গোটা দুই টান দিয়ে খুলে নেয়।

লোকটি এলিয়ে পড়ে।

শম্ভু চাটুয্যে ও সৌরীন কুণ্ডু এতক্ষণে তার দিকে তাকিয়ে যেন চমকে উঠে—সে আর কেউ নয়—অলক্ত।

এদিকে যে পর পর দুটো ঘুসি খেয়ে টলে পড়েছিল সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই কিরীটী তার দিকে ফিরে তাকিয়ে কঠোর গলায় বলে, উঠে দাঁড়াও রূপলাল।

রূপলাল!

সৌরীন কুণ্ডুর গলা দিয়ে বিস্মিত একটা শব্দ বের হয় মাত্র, একি সত্যিই ত রূপলাল!

শম্ভু ঐ কুঁজো থেকে জল নিয়ে অলক্তবাবুর চোখে মুখে দাও—

শম্ভু চাটুয্যের দিকে তাকিয়ে কিরীটী বলে।

অলক্ত মেঝের উপর তখনো নেতিয়ে পড়ে আছে।

রূপলাল একপাশে যেন পাথরের মত দাঁড়িয়েছিল।

তার দিকে তাকাল কিরীটী, সৌরীনবাবু আমি জানতাম মায়া দেবীর হত্যার পিছনে যে আসল ব্রেণ সে আমার মুখ থেকে সব কথা

শোনবার পর আর এক মুহূর্তও দেরী করবে না—সর্বাগ্রে অলক্তবাবুকে পৃথিবী থেকে সরাবার তার প্রয়োজন হবেই—আমিও তাই আর দেরি করিনি—সঙ্গে সঙ্গেই শম্ভুবাবুকে নিয়ে প্রস্তুত হয়েই এত রাত্রেই আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম।

শম্ভু চাটুয্যে তখনো সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি—সে একবার কিরীটীর মুখের দিকে আর একবার রূপলালের মুখের দিকে তাকাতে থাকে।

॥ ২০ ॥

চোখে মুখে কিছুক্ষণ জলের ছিটে দিতেই ধীরে ধীরে অলক্ত চোখ মেলে তাকায় কোন মতে।

কিরীটী জিজ্ঞাসা করে এখন একটু সুস্থ বোধ করছেন কি অলক্তবাবু!

হ্যাঁ—

অলক্ত উঠে বসে। গলায় হাত বুলাতে থাকে অলক্ত।

যান—ঐ খাটের উপর গিয়ে শুয়ে পড়ুন—আপনাব সর্বাগ্রে এখন একটু বিশ্রাম দরকার—

অলক্ত অদূরে দণ্ডায়মান রূপলালের দিকে চেয়ে বলে, ঐ শয়তানটা যে আমাকে খুন করতে এসেছে তা আমি বুঝতে পারিনি—

বুঝতে পারা আপনার উচিত ছিল, কিরীটী বলে, আর এখন বুঝতে ত পারছেন মিথ্যে risk না নিয়ে সব কথা আজ সন্ধ্যাবেলাই আপনার আমাকে জানানো উচিৎ ছিল—

আমি—

আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হত আপনি নিশ্চয় জানতে পেরেছিলেন কে টাকা খাইয়ে ঐ রূপলালকে মায়াদেবীকে হত্যা করার জন্য নিয়োগ করে—তাই নয় কি!

অলক্ত চুপ করে থাকে।

বলুন চুপ করে থাকবেন না—

আমি ঠিক বুঝতে পারি নি!

বুঝতে পারেন নি?

না মানে অন্ধকারে লোকটা যে কে তা ঠিক চিনতে পারিনি—

তখন না পারলেও পরে অনুমান করতে পেরেছিলেন নিশ্চয়ই—

হ্যাঁ—

সে কথা তাহলে পুলিশকে জানাননি কেন?

ভয়ে—মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় অলক্ত।

কিরীটী এবার শম্ভু চাটুয্যের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, আর দেরী করো না শম্ভু, রূপলালের হাতে হাতকড়া লাগাও, উনি সাধারণ ব্যক্তি নন—জেল পলাতক এক দুর্ধর্ষ খুনে আসামী—

বল কি!

হ্যাঁ—ওর আসল নাম ছেদীলাল মাহাতো। পুলিশের খাতায় ওর ফটো আছে—তবে চেহারার একটু পরিবর্তন আছে। ফটোতে আছে মাথায় ছোট ছোট কদম ছাঁট চুল আর এখন তেল চক্‌চকে ঢেউ খেলান তেরীর বাহার—

শম্ভু আর দেরী করে না।

নিজেই এগিয়ে গিয়ে ছেদীলাল মাহাতোর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়। তারপর কিরীটীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, ওকে তুমি চিনলে কি করে কিরীটী?

ছেদীর মনে নেই—বছর আড়াই আগে ও যখন বিচারাধীন ফাঁসীর আসামী—তখন ওকে আমার এলাহাবাদের ইন্‌সপেকটার বন্ধু শিউশরণের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তারই ওখানে মানে থানায় একবার দেখেছিলাম। ও জানত না একবার যে মুখ আমি দেখি বড় একটা ভুলি না—আর সেটাই হয়েছে ওর চরমতম দুর্ভাগ্যের কারণ—একটা কেসে কিরীটী বলে, অনেকদিন আগে দেখলেও আজ সন্ধ্যায় সাজ ঘরে ওকে দেখেই আমি তাই হঠাৎ যেন চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু প্রথমটায় ঠিক ধরতে পারি নি—পরে চিন্তা করতে গিয়ে সব পরিষ্কার হয়ে যায় -সব মনে পড়ে যায়—

রূপলালই—মানে ঐ ছেদীলালই তাহলে—

হ্যাঁ—কিরীটী শম্ভু চাটুয্যের কথাটা সমাপ্ত করে, মায়াদেবীকে

সে রাত্রে ঐ সিল্কের রুমালটার সাহায্যেই গলা পেঁচিয়ে শ্বাস রোধ করে হত্যা করেছিল।

কিন্তু কেন?

কেন আবার! টাকার লোভে।

কিন্তু কে! কে এমন কাজ করলো! সৌরীন কুণ্ডুই এবারে প্রশ্ন করে।

ঐ রূপলালকেই জিজ্ঞাসা করুন না। কিরীটী জবাব দেয়।

কিন্তু রূপলালের কাছ থেকে কোন কিছুই জানা গেল না। লোকটা মুখ খুললো না।

শম্ভু চাটুয্যে অনেক শাসালো কিন্তু রূপলাল যেন একেবারে বোবা! মুখে শব্দটি নেই।

কিরীটী বলে, ব্যস্ত হয়ো না শম্ভু—আসল ব্যক্তিটি, অর্থাৎ এ খেলায় রঙের গোলামটিকে আশা করছি আজ রাত্রেই ধরতে পারবো। কিন্তু আর দেরি নয়—চল এখুনি আমাদের যেতে হবে।

কোথায়?

বেশী দূর নয়। এই কাছেই—

হাতকড়া-বদ্ধ রূপলালকে পুলিশের প্রহরায় একটা জীপে করে থানায় পাঠিয়ে দিয়ে দুজন কনেস্টবলের সঙ্গে কিরীটীর গাড়িতে সবাই উঠে বসল।

কিরীটী নিজেই ড্রাইভ করছিল।

গাড়িতে স্টার্ট দিতে শম্ভু প্রশ্ন করে, এবারে কোন্ দিকে?

কিরীটী ড্রাইভ করতে করতে মৃদু গলায় বলে, অশোকবাবুকে আমাদের একটু প্রয়োজন—

অশোক!

হ্যাঁ কুণ্ডুমশাই, আজকের রাত্রের শেষ কাজটুকু আমাদের অশোকবাবুর সামনেই সম্পন্ন করতে হবে—

কিন্তু এখন কি তাকে তার ফ্ল্যাট পাওয়া যাবে? সৌরীন কুণ্ডু বলে।

চলুন দেখা যাক। হয়ত পাওয়াও যেতে পারে।

গেলেও সে যে এখন কি অবস্থায় আছে!—

কি আর! মদের বোতল নিয়ে বসে আছেন তাই ত!

হ্যাঁ—

অশোকের ফ্ল্যাটের সামনে পৌঁছে একে একে সকলে গাড়ি থেকে নামল।

সৌরীন কুণ্ডুই সকলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

পাঁচতলা বাড়ি—ফ্ল্যাট সিসটেম্।

অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল—ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা সবাই তখন ঘুমাচ্ছে।

বারোয়ারী ফ্ল্যাটের মেইন্ গেট খোলাই থাকে—রাত্রি দিন।

দরোয়ান একজন থাকে বটে তবে সে ঐ নামেই। সেও তখন খাটিয়ায় শুয়ে নাসিকাগর্জন করছিল।

সিঁড়িতে আলো ছিল।

সকলে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যায় সৌরীন কুণ্ডুর পিছনে পিছনে।

পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে এসে সৌরীন কুণ্ডু দাঁড়াল।

দরজার গায়ে প্ল্যাষ্টিক্ প্লেটে অশোকের নাম চোখে পড়ে।

বন্ধ দরজার গায়ে কিরাটীই নক্ করলো

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এলো ভিতর থেকে, কে?

কিরীটী সৌরীন কুণ্ডুকে ইংগীত করে- সৌরীন কুণ্ডুই সাড়া দেয়, অশোক! দরজাটা খোল—আমি সৌরীন—

একটু পরেই দরজা খুলে গেল—মুখ বাড়াল অশোক খোলা দরজা পথে।

কি ব্যাপার সৌরীন! এত রাত্রে—

কিন্তু কথাটা শেষ হয় না, অশোক হঠাৎ চুপ করে যায়—দরজার সামনে কিরীটী ও শম্ভু চাটুয্যেকে দেখে।

কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে অশোক ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ভিতরে আসতে পারি অশোকবাবু? কিরীটী জিজ্ঞাসা করে।

অশোক তার বিহ্বল ভাবটা ততক্ষণে সামলে উঠেছে। বলে, কি ব্যাপার কিরীটীবাবু! এত রাত্রে!—

একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে—

কি কথা?

ভিতরে চলুন বলছি—

অশোক যেন মুহূর্তকাল ইতঃস্তত করে তারপরই দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে বলে, আসুন—

সকলে ঘরের মধ্যে ঢোকে একে একে।

॥ ২১ ॥

মাঝারী আকারের ঘর।

ঐটাই শোবার ঘর—

দামী আসবাব-পত্র রয়েছে ঘরের মধ্যে তবে সব কিছুই যেন বিশৃংখল—এলোমেলো।

এক পাশে একটা সোফার উপর একটা ছোট সুটকেশ খোলা—পাশে কিছু জামা কাপড়—মনে হলো বোধহয় ঐ সুটকেশে জামা কাপড় গোছান হচ্ছিল। কারেক সে দিকে দৃষ্টিপাত করে কিরীটী অশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার—সুটকেশ গোছাচ্ছিলেন মনে হচ্ছে—কোথায়ও যাবেন বুঝি?

হ্যাঁ—কাল সকালে কলকাতার বাইরে যাচ্ছি, মৃদু গলায় জবাব দেয় অশোক।

বাইরে—কোথায়? মাদ্রাজ—

চম্‌কে তাকায় কিরীটীর কথায় ওর মুখের দিকে সঙ্গে সঙ্গে অশোক।

কিরীটী যেন সেটা লক্ষ্যই করেনি এমনি ভঙ্গীতে বলে, কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন না—অবিনাশলিঙ্গম কালকের ভোরের প্লেনেই কলকাতায় এসে পৌঁচাচ্ছেন।

অবিনাশলিঙ্গম।

হ্যাঁ—তার সঙ্গেই ত দেখা করতে যাচ্ছিলেন মাদ্রাজ?

কে বললে আপনাকে? তাছাড়া মাদ্রাজ মোটেই আমি যাচ্ছিলাম না।

আমি জানি। আপনি মাদ্রাজই যাচ্ছিলেন।

ঠিক জানেন? আপনি দেখচি মশাই সর্বজ্ঞ—

সর্বজ্ঞ কি না জানিনা—তবে অশোকবাবু, একটু থেমে কিরীটী শান্ত গলায় বলে, আপনি কিরীটী রায় নামটাই হয়ত কেবল শুনেছেন তার সঠিক পরিচয়টা হয়ত আপনার জানা নেই নচেৎ আপনি বুঝতেন আপনার আজকের সন্ধ্যায় তার সঙ্গে কথাবার্তা হবার পর—আপনার পরবর্তী প্ল্যানটা কি হবে বা হতে পারে সেটা সে অনুমান করে নেবে এবং সেই ভাবেই সে কাজ করবে—

তাহলে এখানে এ সময়ে আসাটা আপনার প্ল্যান মত ?

তাই—

অর্থাৎ—

এখনো বুঝতে পারছেন না কিছু ?

না—

তাহলে শুনুন—রূপলাল successful হতে পারে নি—

রূপলাল !

হ্যাঁ এবং he has been caught red handed—সে এখন হাজতে এবং আপনার প্ল্যানের একটা অংশ ভেস্তে গিয়েছে—

তাই বুঝি !

হ্যাঁ অশোকবাবু—আপনি নিঃসন্দেহে একজন বড় অভিনেতা—তাহলেও বলবো অভিনয়টা আমার সঙ্গে করবার চেষ্টা না করলে বুদ্ধিরই পরিচয় দেবেন কারণ সেটা কোন কাজেই লাগবে না। শুনুন—আমরা প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

এসব কি ব্যাপার সৌরীন! মনে হচ্ছে তুমিও এর মধ্যে আছো—

সেও ত আপনিই ওকে বাধ্য করেছেন অশোকবাবু—কিরীটীই বলে।

দেখুন মশাই, এই রাত দুপুরে আপনাদের এভাবে একজন ভদ্রলোকের শোবার ঘরে হামলা করবার অর্থটা ঠিক এখনো আমি

বুঝছি না—তবে বুঝি না বুঝি—আপনাদের সকলকে এই মুহূর্তে এঘর থেকে চলে যেতে বলছি।

অশোকের গলায় রীতিমত উষ্মা ফুটে ওঠে।

যেতে আমরা রাজী আছি অবিশ্যি যদি আপনি আমাদের সঙ্গে যান—

What do you mean ?

চীৎকার করে ওঠে সহসা অশোক।

কিরীটী ফিরে তাকাল শম্ভু চাটুয্যের দিকে, শম্ভু—এই অশোকবাবুই হচ্ছেন শকুন্তলা দেবার হত্যাকারী—আর এরই নির্দেশে টাকা খেয়ে রূপলাল মায়াদেবীকে গ্রীণরুমে সিল্কের রুমাল গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে এবং—

Are you mad ?

আবার চিৎকার করে ওঠে অশোক।

ম্যাড্ যদি কেউ এঘরে এই মুহূর্তে থাকে ত—কিরীটী বলে, সে আপনিই—

Shut up ! will you ?

গর্জন করে ওঠে আবার অশোক।

চিৎকার করে সব কিছু অস্বীকার করবার চেষ্টা করলেই যা সত্য —যা ঘটেছে—তা মিথ্যে হয়ে যাবে না অশোকবাবু, তা হবে না। আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি। শম্ভু—arrest him.

শম্ভু এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দু পা পেছিয়ে অশোক পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে গর্জন করে ওঠে, খবরদার এক পা কেউ এগুবেন ত মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো—হাত তুলুন সবাই—

সহসা যেন সম্পূর্ণ এক বিপরীত পরিস্থিতি!

সবাই নির্বাক—হতচকিত!

সহসা কিরীটী হেসে ওঠে, অশোকবাবু, আপনি কি আমাকে এতই বোকা মনে করেন যে—আপনার পিস্তলের কথাটা আমি বেমালুম ভুলে যাবো—অনেক আগেই ওর ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি—ওর ম্যাগাজিনের চেম্বারে একটি গুলিও আর নেই সব আগে থাকতেই আমি বের করে নিয়েছি—

হঠাৎ যেন কেমন থতমত খেয়ে যায় অশোক আর ঠিক সেই মুহূর্তে চকিতে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে কিরীটী অশোকের হাত থেকে পিস্তলটা ছিনিয়ে নেয়।

হ্যাঁ—এবার শান্ত সুবোধ বালকের মত আমাদের থানার ও. সি-কে তার কর্তব্য করতে দিন—শম্ভু! arrest him—লৌহ বলয় দুটো এবার পরিয়ে দাও। শম্ভু চাটুয্যে আর দেরি করে না—দরজার গোড়ায় কনেস্টবলটিকে ইংগীত করতেই সে এসে অশোকের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়।

অভিনয় আমরাও করতে পারি অশোকবাবু দেখলেন ত! কিরীটী হেসে বলে, অনেক বড় অভিনেতা আপনি অশোকবাবু—মঞ্চে নানা ভূমিকায় শুনেছি অভিনয় করেছেন—কখনো কোন কয়েদীর ভূমিকাতেও হয়ত অভিনয় করেছেন - কিন্তু আজকের আমাদের অভিনয়টা নিশ্চয়ই আপনার খুব প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে—যথেষ্ট thrill অনুভব করছেন—

আগুন-ঝরা দৃষ্টিতে অশোক তাকায় কিরীটীর মুখের দিকে একবার তারপরই তার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়।

আর আজকের এই অভিনয়ের দৃশ্যটা কাল যখন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ছবিসহ প্রকাশিত হবে—ভাবুন ত কত বড় একটা surprise হবে দর্শকবৃন্দের কাছে যদিও সে সময় তাদের মুখের চেহারাটা আপনি দেখতে পাবেন না। কিরীটী বলে।

অশোক নীরব।

একটি শব্দও তার মুখ দিয়ে বের হয় না।

অদূরে একটি চমৎকার জাপানী ওয়াল ক্লক দেওয়ালে বসানো ছিল—সেই ক্লকে ঢং ঢং করে রাত চারটা ঘোষণা করল।

কিরীটী বলে, শম্ভু! রাত ত শেষ হয়ে এলো প্রায়—তুমি তোমার আসামীকে নিয়ে যাও আর আমরাও বাড়ী যাই—

সৌরীন কুণ্ডুও এতক্ষণ যেন পাথরের মত স্তব্ধ অনড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ব্যাপারটা তার কাছে শুধু আকস্মিকই নয় কল্পনারও অতীত ছিল বোধহয়।

চলুন সৌরীনবাবু।

চলুন।

পরের দিন থানায় বসে কিরীটী বলছিল—শম্ভু চাটুয্যে ও সৌরীন কুণ্ডুর সঙ্গে গত রাত্রের ব্যাপারটাই সন্ধ্যার দিকে আলোচনা প্রসঙ্গে, ঘটনাচক্রে শকুন্তলার হত্যার ব্যাপারটা ইনভেসটিগেট্ করতে করতে আমি অশোকের সন্ধানে শম্ভুর ওখানে না গেলে সেদিন সন্ধ্যায় হয়ত ব্যাপারটার শেষ পর্যন্ত একটা মীমাংসাই হতো না—

সৌরীন কুণ্ডু জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু অশোককে আপনি সন্দেহ করলেন কি করে?

দুটি কারণে, কিরীটী বলে, ওর প্রতি আমার সন্দেহ জাগে—প্রথমতঃ মায়ার সঙ্গে ওর রীতিমত ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারটা যেটা আপনাদের কাছ থেকেই জেনেছিলাম—দ্বিতীয়তঃ তার সে রাত্রে স্যুটিং ক্যানসেল্ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা, যে উনি বরাবর নিজের আত্মরক্ষার জন্য চমৎকার ভাবে একটা alibi-র সৃষ্টি করেছিলেন।

কি রকম? শম্ভু শুধায়।

প্রথমতঃ উনি যে প্রকৃতির লোক তাতে করে সে রাত্রে স্যুটিং

ক্যানসেল্ হওয়ায়—সেটা উনি আগে থাকতে জানতে নিশ্চয়ই পেরেছিলেন তাই থিয়েটার থেকে বের হয়ে কোন বিশেষ জায়গায় বা কোন স্ত্রীলোকের কাছে যদি যেতেনই সেটা বলবার ওঁর কোন বাধা থাকবার কথা নয়—তবু উনি বলতে চাননি। একান্ত ব্যক্তিগত বলে এড়িয়ে গিয়েছেন—এবং এড়িয়ে যাচ্ছিলেন বলেই মনে আমার প্রশ্ন জাগে—কোথায় তবে তিনি ছিলেন শো ভাঙ্গবার পর—রাত্রি আড়াইটা পর্যন্ত কি করেছিলেন। কেনই বা বলতে চাইছেন না সে কথাটা।

কিরীটী একটু থেমে বলে, কিন্তু প্রশ্নই জেগেছিল মনে—কোন সলুশন্ যেন খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পেলাম অলক্তবাবু ও প্রদীপবাবুর কথায়।

কোন কথায় তাদের? শম্ভু চাটুয্যে প্রশ্ন করে।

মায়াদেবীর একটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল বরাবরই সে কারণেই হয়ত সে অশোককে ভর করে নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে চেয়েছিল এমন কি সে কারণে সে নিজের দেহটা পর্যন্ত অশোকের হাতে তুলে দিয়েছিল—হয়ত অবিশ্যি এটা সম্পূর্ণই আমার অনুমান, মায়াদেবী যখন তার স্বার্থের খাতিরে আরো নিবিড় করে অশোককে আঁকড়ে ধরতে চায় এবং যার ফলে হয়ত বেচারী শকুন্তলার মতই অন্তঃস্বত্তা হয় তখন অশোক হয়ত মরীয়া হয়েই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য শেষ পর্যন্ত তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার প্ল্যান করে রূপলালকে টাকা দিয়ে হাত করে—

মায়া was pregnant? সৌরীন কুণ্ডু প্রশ্ন করে।

কিরীটী বলে, হ্যাঁ—পোষ্টমর্টম্ রিপোর্টে তাই বলেছে—

কিন্তু—

একটা কথা ভুলে যেও না শম্ভু। অশোকের মত লোকের সাধ মিটে গেলে অযথা ঝামেলা বহে বেড়াবার আর ইচ্ছা কোনদিনই

থাকে না। যাহোক যা বলছিলাম—তাহলেও সে নিজের হাতে কাজটা করতে চায়নি হয়ত। অতি সহজেই সন্দেহটা তার উপরেই এসে পড়বে বলে। অথচ মায়াকে সরান দরকার—অনন্যোপায় হয়েই তখন রূপলালের সাহায্য তাকে নিতে হয়েছিল হয়ত।

কিন্তু রূপলালের হাতে কাজের ভারটা তুলে দিলেও পুরোপুরি তাকে বিশ্বাস করতে পারেনি অশোক তাই অকুস্থানের আশে পাশেই কাজটা যখন সম্পন্ন হয় তাকে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল—

তাহলে তুমি বলতে চাও কিরীটী—

হ্যাঁ, শম্ভু, হত্যার সময় অশোক অকুস্থানের আশে পাশেই কোথাও ছিল, সে আদৌ সে-রাত্রে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মঞ্চ ছেড়ে যায়নি এবং যে এক নারীর উপস্থিতি যাকে লাবণ্য প্যাসেজে দেখেছিল সম্ভবতঃ সেই আমাদের অশোক—

বল কি!

অন্তত তাই আমার অনুমান। কিন্তু গলাটা শুকিয়ে উঠেছে একটু চায়ের ব্যবস্থা কর শম্ভু।

॥ ২২ ॥

শম্ভু তাড়াতাড়ি একজনকে ডেকে তিন কাপ চায়ের কথা বলে দেয়। একটু পরেই চা এলো।

চা পানের পর কিরীটি আবার শুরু করে।

এখন কথা হচ্ছে রূপলালকে সন্দেহ করলাম আমি কেন। রূপলালকে প্রথম দেখেই আমি চমকে উঠেছিলাম। মাথার চুলের বাহার পাল্টে দিলেও তার চোখ নাক ও থুতনী চোয়ালের কাটিংটা সে বদলাতে পারেনি আর সেটা কারো পক্ষে সম্ভবও নয়। প্রত্যেক মানুষেরই মুখের কাটিং বা ডৌলের একটি বিশেষত্ব থাকে নিজের নিজের। ছেদীলাল বা রূপলালেরও তা আছে—বহু ক্ষেত্রেই ঐ মুখের গঠন ও চেহারা মানুষের ভেতরটাকে প্রতিফলিত করে এবং দেখতে জানলে তা চোখে পড়ে।

সৌরীন কুণ্ডু ঐ সময় বলে, কিন্তু গত দু'বছরে রূপলাল যে এত বড় একটা ক্রিমিন্যাল হতে পারে আমার কখনো তা মনে হয়নি।

রূপলাল ষ্টেজে অভিনয় না করলেও তার ভিতরে একটা অভিনয় প্রতিভা ছিল সৌরীনবাবু—আর সেই অভিনয়ের দ্বারাই সে আপনাদের সকলকে প্রতারিত করেছে। অশোক হয়ত কোন ক্রমে রূপলালের আসল পরিচয়টা জানতে পেরেছিল—নিজের মনের আয়নাতেই রূপলালকে প্রতিফলিত করে। তারপর সে হয়ত আরো রূপলাল সম্পর্কে খোঁজ খবর করে রূপলালের সত্য পরিচয়টা কিছু কিছু জানতে পারে—

কিন্তু রূপলালই যে হত্যাকারী বুঝলেন কি করে রায় মশাই?

সৌরীন কুণ্ডু আবার প্রশ্ন করে।

কিরীটী বলে, ভেবে দেখুন সমগ্র ঘটনাটা। মায়াকে তার সাজ-ঘরেই হত্যা করা হয়েছে এবং হত্যাকারী আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়ে সাজ-ঘরের মধ্যে মায়াদেবীর প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় ছিল। সেটা কার পক্ষে সম্ভব—একমাত্র ঐ থিয়েটারেরই কারো বিশেষ করে যাদের ঐ সাজঘরে গতায়াতের সুবিধা ছিল তাদেরই পক্ষে সম্ভব। রূপলালের হাতেই ছিল মঞ্চের সব দেখাশুনা করা ও চাবী দেওয়ার ভার। সেই যেত সবার শেষে মঞ্চ থেকে ঘরে ঘরে সব চাবী দিয়ে।

কিন্তু মায়া রূপলালকে ঘরে দেখে ঐ সময়—

চেঁচায়নি বা কিছু বলারও সুবিধা পায়নি—কিরীটী সৌরীন কুণ্ডুকে থামিয়ে দিয়ে বলে, তার আগেই অতর্কিতে রূপলাল তার বলিষ্ঠ হাতে মায়াদেবীর মুখ বন্ধ করে গলায় রুমাল পেঁচিয়ে তাকে হত্যা করে আলোটা নিভিয়ে দেয় সাজ-ঘরের বা সাজ-ঘরের আলো হয়ত আগেই নিভিয়ে রেখেছিল এবং অন্ধকারেই সব কিছু করেছিল—

তারপর?

তারপর ত খুব সোজা—অন্ধকার ঘর দেখে লাবণ্য মায়া চলে গিয়েছে ভেবে চলে যায়—এবং রূপলাল সেই সময় হয়ত সাজ-ঘর থেকে বের হয়ে আসে এবং ঘটনাটা সম্ভবতঃ রাত নয়টা চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে কোন এক সময় ঘটে—

আচ্ছা শকুন্তলাদেবীকে অশোক হত্যা করেছিল কেন?

সম্ভবতঃ শকুন্তলা অশোককে ছাড়তে চায়নি বলে অথচ শকুন্তলার সাধ তখন অশোকবাবুর মিটে গিয়েছিল—

তাই বলে হত্যা—

কারণ সেখানেও ব্যাপারটা চরমে উঠেছিল।

কি রকম!

অবিনাশলিঙ্গম শকুন্তলার স্বামী মধ্যে মধ্যে ট্যুরে যেত। আর সেই সময়ই অশোক শকুন্তলার ফ্ল্যাটে যেতো, শকুন্তলা হয়ত যখন

দেখলো অশোককে ধরে রাখতে পারবে না আর তখনই তাকে তার মা হবার সংবাদ দিয়ে ভয় দেখায়—তবে আমার ধারণা—অশোকবাবু যাই বলুক—অবিনাশলিঙ্গম যে পুরুষত্বহীনতায় ভুগছিল সে কথাটা পুরোপুরি না জানলেও একটা অনুমান করতে পেরেছিল তাই শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়েই অশোকবাবু তার পথের কাঁটা শকুন্তলা দেবীকে ইহলোক থেকে সরিয়ে দেয়—কিন্তু তখন সে কল্পনা করতে পারেনি—অবিনাশলিঙ্গমের দিক থেকে একটা উল্টো চাপ আসতে পারে—

উল্টো চাপ! সৌরীন কুণ্ডু প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ—তা ছাড়া আর কি! অবিনাশলিঙ্গম অশোকের সঙ্গে তার স্ত্রীর হৃদ্যতার ব্যাপারটা জানত না যে এমন নয় এবং জেনেশুনেও সে চুপ করেই ছিল কতকটা অনন্যোপায় হয়েই—কিন্তু সে জানতে পারেনি শকুন্তলা মা হতে চলেছে—ময়না তদন্তে সেই রহস্য প্রকাশ হবার পরই তার সন্দেহ গিয়ে পড়ে অশোকের 'পরে। সে তাকে চাপ দেয়—ভয় দেখায়। অনন্যোপায় অশোক তখন অবিনাশের মুখ টাকা দিয়ে বন্ধ করে কিন্তু তার বোঝা উচিৎ ছিল ব্ল্যাক মেলিং একবার শুরু হলে তার আর শেষ হয় না বরং ক্রমশঃ সেটা চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়েই চলতে থাকে—আর হয়েছিলও তাই—

একটু হেসে কিরীটী বলে, হয়ত অবিনাশলিঙ্গমের ব্যাপারটা অশোক ইতিমধ্যে চুকিয়েই ফেলত যদি না মায়াদেবীর সঙ্গে সে ইতিমধ্যে জড়িয়ে পড়ত। ফলে তাকে মায়াকে শেষ পর্যন্ত সরাতে হলো আর নিজেও ঐ সঙ্গে উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। পাপ এমনি জিনিষ সৌরীনবাবু যে তা চাপা ত থাকেই না বরং চাপা দেবার চেষ্টা করলে আরো পাপের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয়।

কিরীটী থামল।

কিন্তু রাত অনেক হলো—এবারে আমি উঠবো। কিরীটী উঠে দাঁড়ায়।

বাইরে রাত তখন ঝিম্ ঝিম্ করছে।

সমাপ্ত